চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 145 Thursday, 25 April, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ১৪৫ সংখ্যা ❋ ১২ বৈশাখ, ১৪৩১, বৃহস্পতিবার, ২৫ এপ্রিল, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলার সময় কান্নায় ভেঙে পড়ল সন্দেশখালির ত্রাস শেখ শাহজাহান। বুধবার সকালে শাহজাহানের চোখে জল দেখা গেল। ...বিস্তারিত পাতা ৩

নন্দীগ্রামে ভেকুটিয়া এলাকায় ভোটের প্রচারে বেরিয়ে এবার 'চোর চোর' স্লোগানের মুখে পড়তে হল তমলুকের তৃণমূল প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্যকে। ...বিস্তারিত পাতা ৫

বুধবার বাঁকুড়া জেলা বিজেপি মহিলা মোর্চার ব্যবস্থাপনায় সন্দেশখালির অত্যাচারিত মহিলাদের নেতৃত্বে এক বিরাট প্রতিবাদী মিছিলের আয়োজিত হয়। ...বিস্তারিত পাতা ৭

এ সপ্তাহে ধর্ষণের অভিযোগে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের দুই খেলোয়াড়কে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। দুজনেই ১৯ বছর বয়সী এবং খেলেনও একই ক্লাবে। ...বিস্তারিত পাতা ৮

বাংলা থেকে বিজেপি দলটাকেই উঠিয়ে দেব অভিষেক

দুরন্ত বার্তা, জলঙ্গি, ২৪ এপ্রিলঃ বাংলা থেকে বিজেপি পার্টিটাকেই তুলে দেওয়ার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার মুর্শিদাবাদের নির্বাচনী সভা থেকে অভিষেক দাবি করেছেন, বিজেপির আরও ১০ জন বিধায়ক তৃণমূলে আসার জন্য পা বাড়িয়ে বসে আছেন! অভিষেকের কথায়, ''বিজেপির এখনও ১০ জন এমএলএ লাইনে আছে। ঠিক টাইমে দরজা খুলব। আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি, বিজেপি দলটাকে বাংলা থেকে উঠিয়ে দেব।'' লোকসভা ভোটের মুখে তৃণমূলের প্রবীণ বিধায়ক তাপস রায় দলত্যাগ করে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। এবারের লোকসভা ভোটে উত্তর কলকাতা থেকে তাপসকে প্রার্থী করেছে বিজেপি। এদিন ওই প্রসঙ্গ টেনে অভিষেকের অভিযোগ,

ইডির ভয় দেখিয়ে তাপস রায়কে জোর করে বিজেপিতে নিয়ে গিয়েছে। আসলে প্রার্থী নেই তো। তৃণমূল থেকে নিয়ে গিয়ে প্রার্থী করছে। অভিষেক আরও বলেন, ''আমিও সঙ্গে সঙ্গে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ওদের একজন এমএলএ কে ভাঙিয়ে তৃণমূলে এনেছি।'' এরপরই বিজেপির আরও ১০ জন বিধায়ক তৃণমূলে আসতে চাইছেন বলে জানান তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। অভিষেকের এমন দাবি ঘিরে স্বাভাবিকভাবে শোরগোল তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। এই ১০ জন কারা, তা নিয়েও চর্চা শুরু হয়েছে। তবে এ ব্যাপারে বিজেপির কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও জানা যায়নি। অভিষেক বলেন, ''বিজেপির যত রাগ তো আমার ওপর। বিচার ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে ইডি, সিবিআইকে দিয়ে গত ৩-৪ বছর ধরে আমার মা, বাবা, স্ত্রী কাউকে ছাড়েনি। তবু মাথা নত করিনি। আরে গলা টিপে দিলেও মাথা নত করব না। দিল্লির কাছে বশ্যতা স্বীকার করব না। মাথা নত করতে হলে মানুষের কাছে মাথা নত করব।''

২০১৭-র টেটে প্রশ্নপত্র ভুল মামলায় বড় নির্দেশ হাই কোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ এপ্রিলঃ ২০১৭ সালের টেট পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে ভুল। এবার এই মামলায় বিশ্ব ভারতী বিশ্ব বিদ্যালয়ের সাহায্য চাইল কলকাতা হাইকোর্ট। বিশ্বভারতীর বিশেষজ্ঞ কমিটি গড়ে বিতর্কিত প্রশ্ন পরীক্ষা করার নির্দেশ দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। ২০১৭ সালে প্রাথমিকের টেট মামলায় বাংলা, পরিবেশ বিজ্ঞানসহ তিন বিষয়ে মোট ২১টি প্রশ্নে ভুল থাকার অভিযোগ ওঠে। তার ভিত্তিতে কলকাতা হাইকোর্টে একটি মামলা দায়ের হয়। মামলাকারীদের দাবি ছিল, প্রশ্ন যদি ভুলই থাকে, তাহেল যাঁরা সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, তাঁদের প্রত্যেককেই নম্বর দিতে হবে। এই মামলায় বুধবার আদালত বিশ্বভারতীর উপাচার্যকে একটি কমিটি গঠন করার নির্দেশ দেয়। আদালত জানিয়ে দেয়, উপাচার্য তাঁর পছন্দ মতো কমিটি গড়বেন। সেই কমিটি সব প্রশ্ন খতিয়ে দেখে আগে সঠিক উত্তরগুলি চিহ্নিত করবে। এরপর পরীক্ষার্থীদের উত্তরও খতিয়ে দেখা হবে। তার ভিত্তিতে পরীক্ষার্থীদের কোন কোন উত্তর বেছে নেওয়া হবে, সেটা নির্ধারণ করবেন এই কমিটির বিশেষজ্ঞরা। এক মাসের মধ্যে একটি রিপোর্ট তৈরি করে কমিটিকে মতামত জানাতে হবে। ১১ জুন পরবর্তী শুনানি।

হাই কোর্টের চাকরি বাতিলের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে এসএসসি

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিলঃ সোমবারই কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে ২০১৬ সালের এসএসসি প্যানেল বাতিল হয়। এর জেরে চারিহারা হয়ে পড়েন ২৫ হাজার ৭৫৩ জন। এই আবহে হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হল স্কুল সার্ভিস কমিশন। এর আগে হাই কোর্টের রায় প্রকাশ হতেই এসএসসি চেয়ারম্যান জানিয়েছিলেন, রায়কে চ্যালেঞ্জ করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও নির্বাচনী জনসভা থেকে জানিয়েছিলেন, সরকার চাকরিহারাদের পাশে থেকে হাই কোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানাবে। সেই মতো হাই কোর্টের রায়ের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হল এসএসসি। এর আগে কলকাতা হাই কোর্টের রায় আসতেই এসএসসি সভাপতি সিদ্ধার্থ মজুমদার বলেছিলেন, ''এই প্রক্রিয়ায় দীর্ঘ সিবিআই তদন্ত চলেছে। ৫০০০ নিয়োগ নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিল সিবিআই। এগুলির নিয়োগ বাতিলের নির্দেশ ছিল। বাকি প্রায় ১৯ হাজারের নামে কী অভিযোগ? তাদের কেন চাকরি গেল?'' প্রসঙ্গত, বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি মহম্মদ সবির রশিদির ডিভিশন বেঞ্চ রায়দান করে বলে, ২০১৬ সালে গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি, নবম-

দ্বাদশে নিয়োগ পাওয়া এসএসসি চাকরিপ্রাপকদের সবার চাকরি বাতিল হবে। পর্যবেক্ষণে উচ্চ আদালত বলে, মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যানেলে যারা চাকরি পেয়েছেন তাদের চাকরি বৈধ হতে পারে না। অন্যদিকে চাকরিহারাদের ৪ সপ্তাহের মধ্যে সব বেতন ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাই কোর্ট। প্রাপ্ত বেতনের ওপর ১২ শতাংশ হারে সুদ দিতে হবে চাকরিহারাদের। এর জন্যে চাকরিহারাদের ৪ সপ্তাহ সময় দিয়েছে হাই কোর্ট। এই টাকা জেলাশাসকের কাছে জমা করতে হবে তাঁদের। পরে জেলাশাসক পরবর্তী ২ সপ্তাহের মধ্যে ওই টাকা হাই কোর্টে জমা দেবেন। অপরদিকে এসএসসি-কে নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরুরও নির্দেশ দিয়েছে উচ্চ আদালত। ২৩ লক্ষ পরীক্ষার্থীর ওএমআর শিট পুনর্মূল্যায়নের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। টেন্ডার ডেকে নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করতে বলল আদালত। এর পাশাপাশি এসএসসির সার্ভারে দ্রুত ওএমআর শিট আপলোড করতে বলেছে হাই কোর্ট। এদিকে হাই কোর্ট জানিয়ে দেয়, এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্ত জারি রাখবে সিবিআই। নির্দেশে বলা হয়েছে, 'যাকে প্রয়োজন, তাকেই হেফাজতে নিতে পারবে সিবিআই'।

কংগ্রেস জনগণের সম্পদ কেড়ে নিতে চায়!

স্যাম পিত্রোদার উত্তরাধিকার কর মন্তব্যে পাল্টা নিশানা মোদির

ছত্তীসগড়, ২৪ এপ্রিলঃ ভারতে সম্পদের বন্টনে যে বৈষম্য রয়েছে তা নিয়ে অতীতে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা হয়েছে। ১৪০ কোটি জনসংখ্যার দেশে মোট সম্পদের একটা বড় অংশ সমাজের মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের কুক্ষিগত। ভোটের মধ্যে এই সব সাত সতেরো নিয়ে প্রশ্নের জবাবে শ্যাম পিত্রোদা এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ''সম্পদ পুর্নবন্টনের জন্য আমেরিকায় একটা ব্যবস্থা রয়েছে। তাকে বলা হয় উত্তরাধিকার কর বা শুল্ক। বাবা মায়ের সম্পত্তির পুরোটাই উত্তরাধিকার সূত্রে সন্তানসন্ততি পায় না। তারা একটা অংশ পায়। আর বাকিটা সরকার অধিগ্রহণ করে।'' শ্যাম পিত্রোদা রাজীব গান্ধির অত্যন্ত আস্থাভাজন ছিলেন। এখন রাহুল গান্ধির অন্যতম পরামর্শদাতা। তা ছাড়া ওভারসিজ কংগ্রেসের প্রধান। উত্তরাধিকার শুল্ক নিয়ে শ্যাম পিত্রোদার এহেন মন্তব্যকেই এবার কংগ্রেসের বিরুদ্ধে হাতিয়ার করে নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। ছত্তীসগড়ের সারগুজায় একটি জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, ''কংগ্রেস আরও চড়া হারে শুল্ক চাপাতে চায় আর নিজেদের কোষাগার ভরতে চায়। এমনকি সন্তানরা যাতে বাবা-মায়ের সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে পেতে না পারে তারও ব্যবস্থা করতে চায় কংগ্রেস।'' মোদির কথায়, ''রাজপুত্রের উপদেষ্টা এবং রাজ পরিবার কিছুদিন আগেই বলেছিল যে মধ্যবিত্তর উপর আরও কর চাপানো হবে। এখন বলছে

উত্তরাধিকার কর চাপাবে। ছেলেমেয়েরা বাবা-মায়ের থেকে যে সম্পত্তি পায় তার উপরও কর চাপাবে। আপনি সারাজীবন ধরে যা জমাবেন তা আপনার ছেলেমেয়েরা পাবে না। তাও কেড়ে নিতে চায় কংগ্রেস।'' প্রধানমন্ত্রীর কথায়, ''শ্যাম পিত্রোদার এ সব কথায়, কংগ্রেসের বিপজ্জনক মানসিকতা ফাঁস হয়ে গেছে। মানুষের টাকা লুঠ করতে কংগ্রেসের এখন একটাই মন্ত্র, জিন্দেগিকে সাথ ভি- জিন্দেগিকে বাদ ভি।'' গান্ধি পরিবারকে খোঁচা দিয়ে মোদি আরও বলেন, ''যাঁরা মনে করেন গোটা দলটাই তাঁদের সম্পত্তি তাঁরা ছেলেমেয়ের হাতে দল ছেড়ে দিয়েছেন, কিন্তু আপনার ছেলেমেয়েরা যাতে উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি না পায় তার ব্যবস্থা করতে চাইছে।'' শ্যাম পিত্রোদা সংবাদসংস্থা এএনআইকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ''আমেরিকায় উত্তরাধিকার করের ব্যবস্থা রয়েছে। কারও যদি ১০০ মিলিয়ন ডলার মূল্যের সম্পত্তি থাকে এবং তিনি মারা যান, তাহলে তাঁর সম্পত্তির ৪৫ শতাংশ সন্তানরা পাবে। বাকি ৫৫ শতাংশ যাবে সরকারের কাছে। তার মানে তুমি তোমার জীবদ্দশায় যে সম্পদ তৈরি করেছ, তার অর্ধেকটা দেশকে দিয়ে যাও।'' যা যুক্তিপূর্ণ বলেই মনে হয়েছে শ্যাম পিত্রোদার। এই অবস্থায় শ্যাম পিত্রোদার বক্তব্য থেকে দূরত্ব তৈরি করেছে কংগ্রেস। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ বলেন, ''শ্যাম আমার পরম বন্ধু। এটা ঠিক যে শ্যামের বহু পরামর্শ কংগ্রেস নিয়েছে। তবে এও ঠিক যে শ্যামের কথা মানেই তা কংগ্রেসের অবস্থান নয়।''

স্টেট ইউনিভার্সিটিকে সমাবর্তন স্থগিত রাখার নির্দেশ রাজ্যপালের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ এপ্রিলঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পর এবার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন স্থগিত রাখার নির্দেশ। এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে রাজভবনের তরফে। আগামী ২৭ এপ্রিল হওয়ার কথা ছিল সমাবর্তন তথা ডিগ্রি বিতরণের। তবে রাজভবনের নির্দেশে আপাতত তা স্থগিত। এর আগে গত ২৪ ডিসেম্বর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল। ঠিক তার আগের দিন সন্ধ্যেবেলায় তৎকালীন উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সমাবর্তন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল। পরে যদিও আচার্য নির্দেশ উপেক্ষা করেই অনুষ্ঠিত হয় সমাবর্তন। এ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, বারাসতের যে রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে তার সমাবর্তন অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল ২৭ এপ্রিল। ওইদিন ডিগ্রি হাতে পেতেন পড়ুয়ারা। তবে রাজভবনের তরফে বলা হয় লোকসভা ভোট শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই নির্বাচন করা যাবে না। এরপরই উপাচার্যের পক্ষ থেকে স্থগিত করা হয়েছে সমাবর্তন। তবে ঠিক কী কারণে স্থগিত করা হয়েছে অনুষ্ঠান তা নিয়ে নির্দৃষ্ট কোনও তথ্য না থাকলেও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে হয়ত এটা রাজ্যরাজ্যপাল সংঘাতের বহিঃপ্রকাশ।

কলকাতা হাইকোর্টের এই রায় আমি মানি না মমতা

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ২৪ এপ্রিলঃ বাংলায় দাঁড়িয়েও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ দাবি করে যাচ্ছেন, 'ইসবার চারশো পার' এবারের লোকসভা নির্বাচনে এনডিএ ৪০০ আসন পার করবে। বিজেপি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের দাবি, এবারে রেকর্ড সংখ্যক আসন নিয়ে ক্ষমতায় আসবে বিজেপি। কিন্তু লোকসভা নির্বাচনের প্রথম দফার পর বিজেপি ঠিক দেশে কোথায় কত আসন পাবে, রাজ্য ধরে হিসাব কষে বলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার আউশগ্রামের সভা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''শুনে রাখুন মাটির কথা। আগেরবার সব জায়গায় সব সিট পেয়েও ৫৪৩-র মধ্যে ৩০৩ পেয়েছিল। এবার তার কিছুই পাবে না।'' মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''এবার উত্তরপ্রদেশেও ভাল সিট পাবে না। অখিলেশরা ভাল লড়াই করছে। আমি জানি, কারণ আমাদেরও ওখানে একজন রয়েছেন।'' রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, '১৯ এর লোকসভা নির্বাচনে উত্তরপ্রদেশের ৮০টি আসনের মধ্যে ৬২টিতে জিতেছিল বিজেপি। তাদের জোটসঙ্গী আপনা দল জিতেছিল ২টিতে। সেবার অখিলেশের এসপি, মায়াবতীর বিএসপি জোটে ১৫টি আসন দখল করেছিল। এবার বিএসপি একা লড়লেও, ইন্ডিয়া জোট লড়াই করছে। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ''বিহারে যত সিট পেয়েছিল, থোরাই পাবে? হাফও পাবে না। রাজস্থানে প্রথম ভোটেই কুপোকাত, ঘাবড়ে গিয়েছে।'' উল্লেখ্য, বিজেপি ও তার জোট সঙ্গীরা বিহারের ৪০টার মধ্যে ৩৯টা জিতেছিল। উল্লেখ্য, দেশে ৩৭০টি আসন পেতে হলে রাজস্থানে এ বারও বিজেপির গত দু'টি লোকসভা ভোটের মতো পঁচিশে পঁচিশ চাই। মমতা আরও বলেন, ''মধ্যপ্রদেশেও সব সিট পেয়েছিল আগেরবার। এবার অর্ধেক সিটও পাবে না। তামিলনাড়ুতে জিরো পাবে। কেরলে সিপিএম-

> বিজেপি কোর্টকেও কিনে নিয়েছে। সুপ্রিমকোর্টের কথা বলছি না, হাইকোর্টের কথা বলছি। বিজেপি আপিল করলে যা বলবে তাই, অন্যরা কেউ বিচার চাইলে বিচার পাবে না।
> -মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কংগ্রেস মিলেমিশে পাবে, তেলেঙ্গনাতেও অর্ধেক পাবে না বিজেপি।'' মমতার কটাক্ষ, ''বিজেপির প্রচুর টাকা, জনগণের

টাকা মেরে নিজের প্রচার করছে। কিন্তু জিততে পাবে না।'' রাজনৈতিক বিশ্লেষকরাই বলছেন, উত্তর ভারত থেকে আসন সংখ্যা কমলে বিপদ। কারণ, দক্ষিণে বিজেপির আসন সংখ্যাবৃদ্ধির সম্ভাবনা কম। এদিন চাকরি বাতিল নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে অস্বস্তির মধ্যেই স্বস্তির বার্তাও দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেন, ''চাকরি দেওয়ার ক্ষমতা নেই। চাকরি খেয়ে নেওয়ার ক্ষমতা আছে। কোন দফতর কীভাবে চাকরি দেয়, তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। সংশ্লিষ্ট দফতরের ব্যাপার। কিন্তু আমার হাতে ১০ লাখ চাকরি তৈরি আছে।'' বিভিন্ন দফতরে রয়েছে বলে জানান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। খানিক থেমে যোগ করেছেন, ''বিজেপি আপিল করলে যা বলবে তাই, অন্যরা কেউ বিচার চাইলে বিচার পাবে না। আমি কলকাতায় এরকম দুর্দশা আগে দেখিনি। ডাকাতদের, মাফিয়াদের বেল দিয়ে দিচ্ছে।'' এরপরই মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি অভিযোগ করেছেন, ''বিজেপি কোর্টকেও কিনে নিয়েছে। সুপ্রিমকোর্টের কথা বলছি না, হাইকোর্টের কথা বলছি।'' রাগে গজগজ করতে মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে শোনা যায়, ''ভাত দেওয়ার ক্ষমতা নেই, কিল মারার গোঁসাই। চাকরি দেয় না, খাওয়ার বেলায় আছে।'' এই প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দেউচা পাঁচামির প্রসঙ্গেও তুলে ধরেন। বলেন, ''সেখানেও এক লাখ ছেলে-মেয়ে চাকরি পাবে।'' আর তা বলতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, ''আমি বিচারপতিদের নিয়ে বলব না। কিন্তু আমি রায় নিয়ে বলতেই পারি। এক্ষেত্রে স্ক্রুটিনি করতে পারত, অন্য পরামর্শ দিতে পারত। এভাবে ২৬ হাজার চাকরি খাওয়া? একেবারে মজার মুলুক!'' কলকাতা হাইকোর্টের এই রায় মানি না বলেও এদিন মন্তব্য করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বিষয়ে এদিন বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ শানান। বলেন, ''বিজেপিকে একটা ভোটও দেবেন না।'' আদালত, সিবিআই, এএনআইকে এরা (পড়ুন বিজেপি) কিনে নিচ্ছে বলে দাবি করেন মমতা বন্দ্যোপাদধ্যায়। যদিও তাঁর বিরুদ্ধে পালটা রাজনীতির অভিযোগ এনেছে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। বলেন, ''অযোগ্যদের চাকরি তালিকা আদালতে তুলে দিলেই সমস্যা মিটত।'' কিন্তু তৃণমূলের দলের যারা টাকা নিয়েছেন তাঁদের বাঁচানোর চেষ্টা করা হয়েছে বলেও তোপ বিজেপির রাজ্য সভাপতির। এক্ষেত্রে যোগ্যদের চাকরি প্রার্থীদের বিজেপির তরফে আইনি সাহায্য দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। যা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

আরও তেজ বাড়াচ্ছে সূর্য, এপ্রিলের শেষেই ভেঙে যাবে গরমের অতীতের সব রেকর্ড?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ এপ্রিলঃ সকাল ১০টা হোক কী বিকাল ১০টা, খোলা আকাশের নীচে এলেই যেন রীতিমতো আগুনের হলকা ছুটছে। কলকাতা হোক বা বাঁকুড়া, মেদিনীপুর হোক বা মালদহ, সর্বত্রই একই ছবি। তবে এখনই কোনও সুখবর শোনাতে পারছে না আবহাওয়া দফতর। এই অসহ্য গরমের হাত থেকে এখনই মিলবে না রেহাই। হাওয়া অফিস বলছে, দক্ষিণবঙ্গে আগামী এক সপ্তাহ তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি বজায় থাকবে। এখনই তাপমাত্রা কমারও কোনও পূর্বাভাস নেই।

উল্টে বাড়বে। এদিকে মঙ্গলবার রাতে পশ্চিমাঞ্চলের দু-একটি জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টি হলেও তাপমাত্রায় বিশেষ কোনও পরিবর্তন হয়নি। উল্টে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে আগামী এক সপ্তাহে তাপামাত্রা ২ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়বে বলে জানাচ্ছে হাওয়া অফিস। সব জেলাতেই থাকছে তাপপ্রবাহের সতর্কতা। বুধবার সকাল থেকেই পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিম বর্ধমানে তীব্র তাপপ্রবাহের ছবি দেখা গিয়েছে। ২৫ তারিখ বৃহস্পতিবারও দেখা যাবে একই ছবি। বৃহস্পতিবার ঝাড়গ্রাম, উত্তর চব্বিশ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা তীব্র তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস রয়েছে। এদিন শুধুমাত্র কলকাতাতেই সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪০.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের গণ্ডি ছুঁয়ে ফেলে। আবহাওয়া দফতর বলছে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে এটি বেড়ে ৪১ ডিগ্রিতে পৌঁছে যেতে পারে। চলতি মাসের শেষ সপ্তাহে ছাপিয়ে যেতে পারে অতীতের সব রেকর্ড। কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তাপমাত্রা ৪১ ডিগ্রি সেলসিয়াসেরও উপরে চলে যেতে পারে। তবে কিছুটা হলেও স্বস্তিতে রয়েছে উত্তরবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলা। আগামী ৪ থেকে ৫ দিন বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়িতে। তবে তাপপ্রবাহের হাত থেকে এখনই রেহাই পাচ্ছে না মালদহ ও দুই দিনাজপুর। আগামী ৫ দিন এই তিন জেলায় তাপপ্রবাহের ছবি দেখা যেতে পারে।

বহরমপুরে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে কমিশনে যাচ্ছে কংগ্রেস

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ২৪ এপ্রিলঃ বুধবার দুপুরে বহরমপুরে প্রশাসনিক ভবনে গিয়ে মনোনয়ন পেশ করেছেন অধীর রঞ্জন চৌধুরী। তার পর বিকেল হতেই সাংবাদিক বৈঠকে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন অধীর। তাঁর হুঁশিয়ারি, বহরমপুরের পুলিশ ও প্রশাসন যেভাবে 'মিথ্যা মামলা' সাজিয়ে ভোটের আগে কংগ্রেস কর্মীদের হেনস্থা করছে, তার শেষ দেখে ছাড়বেন তিনি। দরকার হলে অবস্থান করবেন, অনশন করবেন। কদিন আগে বহরমপুর রেঞ্জের ডিআইজি মুকেশ কুমারকে সরিয়েছে নির্বাচন কমিশন। মুর্শিদাবাদ জেলার দুটি থানার ওসিকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। অধীরবাবু এদিন অভিযোগ করেন, মুকেশ কুমারকে সরালেও তিনি এখনও রিমোটে বহরমপুরের সব থানা নিয়ন্ত্রণ করছেন। অধীরবাবু এদিন সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, ''দোলের দিন বহরমপুর পঞ্চায়েত সমিতিতে বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস কর্মীকে বাচ্চু মণ্ডল তাঁর পাড়ায় একটি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েন। দুটি পরিবারের মধ্যে ঝগড়া চলছিল। সেই ঘটনায় পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে নেয়।'' অধীরবাবু বলেন, ''সেদিনই পুলিশ সুপারকে প্রশ্ন করেছিলাম, দুটি পরিবারের মধ্যে ঝগড়া, তার জন্য কি গ্রেফতার করা জরুরি ছিল? কিন্তু পুলিশ সুপার জানিয়েছিলেন, তাঁদের কাছে ভিডিও ফুটেজ রয়েছে।'' এদিন সাংবাদিক বৈঠকের সময়ে দৃশ্যত ক্ষিপ্ত ছিলেন অধীর। তিনি বলেন, ''সবকিছুর একটা সীমা রয়েছে। বদমায়েশির সীমা থাকা উচিত। পুলিশ শাসক দলের দলদাসের মতো আচরণ করছে। ভোটের আগে সব থানায় শাসক দলের পেটোয়া অফিসারদের বসানো হয়েছে। কমিশনের কাছে এটা জানাব। হেস্তনেস্ত করে ছাড়ব।''

'সন্দেহের ভিত্তিতে নির্দেশ দেওয়া যায় না', ভিভিপ্যাট-এর ১০০ ভোট গণনা মামলায় বলল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিলঃ ইভিএম-এর সাথে ভিভিপ্যাটের ১০০ শতাংশ ভোট মিলিয়ে দেখার আর্জির জানিয়ে দায়ের হওয়া মামলায় রায়দান স্থগিত রাখল সুপ্রিম কোর্ট। আজ এই মামলা সংক্রান্ত কিছু কিছু বিষয়ে কমিশনের থেকে জানতে চেয়েছিল শীর্ষ আদালত। এই আবহে দুপুর ২টোর সময় আদালতের সামনে হাজির হতে বলা হয়েছিল কমিশনের আধিকারিকদের। জানা গিয়েছে, বিচারপতিরা নির্বাচনী আধিকারিকের থেকে টেকনিক্যাল কিছু বিষয়ে জানতে চান। সেই সব বিষয়ে জানার পর মামলার রায়দান স্থগিত রাখা হয়েছে আপাতত। তবে লাইভ ল'র রিপোর্ট অনুযায়ী, এই মামলায় আজ শীর্ষ আদালত পর্যবেক্ষণে বলেছে, ''আমরা নির্বাচন নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। আমরা কীভাবে ইসিআই-এর মতো অন্য একটি সাংবিধানিক কর্তৃপক্ষের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করতে পারি? সন্দেহের ভিত্তিতে নির্দেশনা জারি করা যাবে না।'' উল্লেখ্য, এর আগে গত ১৬ এপ্রিল এই মামলার শুনানি চলাকালীন সুপ্রিম কোর্ট নিজের পর্যবেক্ষণে বলেছিল, যতক্ষণ না কোনও মানুষের হস্তক্ষেপ আসে, ততক্ষণ ইভিএম-এর ফলাফল সঠিকই আসবে। পাশাপাশি ব্যালটের যুগে যে আর ফেরা যাবে না, তাও স্পষ্ট করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এদিকে মামলাকারী অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মসের

বক্তব্য, প্রতিটি বিধানসভায় ২০০টি ভিভিপ্যাট মেশিন থাকলেও ৫টির বেশি গণনা হয় না। তাদের দাবি ছিল, জালিয়াতির সম্ভাবনা রুখতে ভিভিপ্যাট স্লিপ সংগ্রহ করে ব্যালট বাক্সে ফেলার সুযোগ দেওয়া উচিত ভোটারদের। এদিকে ইউরোপে ব্যালটে ভোট হওয়ার উদাহরণ তুলে ধরা হলে বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত বলেছিলেন, ''একটা ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলার চেষ্টা করবেন না। এমন উদাহরণও দেবেন না। ইউরোপের উদাহরণ এখানে কাজ করে না।'' বেঞ্চের অপর বিচারপতি জাস্টিস সঞ্জীব খান্না বলেন, ''ভারতে ভোটারের সংখ্যা ৯৭ কোটি। ব্যালট জমানায় কী ঘটত, সেটা আমরা সবাই জানি। আপনি ভুলে যেতে পারেন, কিন্তু আমরা ভুলিনি।'' তবে সম্প্রতি কেরলের কাসারগোড়ে একটি ঘটনা ঘটে মক পোলিংয়ের সময়। এই আবহে ইভিএম নিয়ে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়। ভিভিপ্যাট নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বিরোধীরা। সম্প্রতি কেরলের জনপ্রিয় সংবাদমাধ্যম মনোরমার এক রিপোর্টে দাবি করা হয়েছিল, কেরলের কাসারগোড়ে ভোটগ্রহণের মক ড্রিল হচ্ছিল বুধবার। সেখানে কংগ্রেস, বামেদের এজেন্টরা উপস্থিত ছিলেন। সেই মক ড্রিলের সময়ই নাকি দেখা যায়, ইভিএম-এ বিজেপির জন্য যত ভোট পড়েছে, তার থেকে ১টি বেশি পদ্ম চিহ্নের স্লিপ বেরিয়ে এসেছে ভিভিপ্যাট থেকে। এই রিপোর্ট প্রকাশিত হতেই সুপ্রিম কোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। তবে পরে জানা যায়, এই অতিরিক্ত স্লিপগুলি আদতে 'টেস্ট প্রিন্ট' ছিল। এরপরই সুপ্রিম কোর্টের তরফ থেকে নির্বাচন কমিশনের উদ্দেশে নির্দেশ দেওয়া হয়, 'ভোট প্রক্রিয়া যাতে স্বচ্ছ হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে। নির্বাচনী প্রক্রিয়ার পবিত্রতাকে বজায় রাখতে হবে।'

‘আগে হাসিটা দারুণ ছিল, এখন লোকে পাগল বলে’!নিজের মিম নিয়ে কী বললেন তৃণমূলের রচনা?

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূলের তারকা প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছোটপর্দার ‘ নম্বর ওয়ান’ লোকসভার প্রার্থী হওয়া ইস্তক তাঁর মন্তব্য এবং শরীরীভাষা নিয়ে সমাজমাধ্যমে মিমের ছড়াছড়ি। বিশেষত নায়িকার হাসি নিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে নানা ভিডিয়ো। সেগুলো নিয়ে তিনি নিজে অবহিত। ভোটবাজারে যখন বাক্যবাণ নিয়ে তপ্ত বিভিন্ন মহল তখনই রাজনীতিকদের মন্তব্য নিয়ে মিম বানাতে সক্রিয় অনেকে। আর এই মিমকে 'সাপোর্ট করেন', এবার এই মন্তব্য শোনা গেল হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী তথা অভিনেত্রী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে। তাঁর 'ধোঁয়া ধোঁয়া' মন্তব্য হোক বা দই নিয়ে করা মন্তব্য, সোশ্যাল মিডিয়ায় হামেশাই মিম হয়েছে। কিন্তু, সদা হাসিখুশি থাকা 'দিদি নং ১' সবকিছুতেই আলো বাতাস চলাচলের রাস্তা খোঁজেন। যদি মিম দেখে মানুষের মুখে হাসি ফোটে, ক্ষতি কী? মঙ্গলবার মগরার খেজুরিয়াতে প্রচারে এসেছিলেন রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানেই সাংবাদিকদের তিনি বলেন, 'মিম যাঁরা করেন আমি তাঁদের সমর্থন করি।' এদিন রচনা বলেন, 'আগে হাসিটা দারুন ছিল। এখন হাসিটা শুনে লোকে বলে পাগল।'তাঁর সংযোজন, 'ভাবছি আজ কী নিয়ে বলি! আমি হাসলেও সমস্যা, না হাসলেও সমস্যা। মিম করলে ঠিক আছে। যে কোনও প্রচারই তো প্রচার। আমি ভীষণ পজিটিভ মাইন্ডের মানুষ। আমি মিম করার বিষয়টির মধ্যেও পজিটিভিটি দেখি, নেগেটিভ কিছু দেখি না। কারণ যাঁরা এই ধরনের মিম করেন তাঁদের লাইক সাবস্ক্রাইবার দরকার। এটা তাঁদের রুজি রোজগার। আমি তাঁদের সমর্থন করি।'এদিন জয়ের বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী শোনায় রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তিনি বলেন, 'জয়ের ব্যাপারে একশ শতাংশ নিশ্চিত। তাই কোনও টেনশন নেই।' প্রসঙ্গত, রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রচারে বেরিয়ে কখনও দই খেয়ে, সিঙ্গুরের সবুজায়ন নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন। কখনও গরম ঘুগনি খেয়ে প্রশংসা করেছেন, আবার কখনও আলু পোস্ত খেয়ে বাহবা দিয়েছেন। আর তা নিয়ে মিম হতে বেশি সময় লাগেনি।পাশাপাশি সিঙ্গুরে শিল্পায়ন প্রসঙ্গে তাঁর ‘ ধোঁয়ায় ধোঁয়া’ মন্তব্য নিয়ে বিস্তর মিম হয়েছিল। তবে পরে একটি ভিডিয়ো করে নিজের মন্তব্যের ব্যাখ্যাও দিয়েছিলেন অভিনেত্রী। কিন্তু, মিম ব্রিগেড তাও ছাড়েননি রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়কে।এই সমস্তকিছু নিয়ে খুব একটা বেশি মাথা ঘামাতে নারাজ অভিনেত্রী। তিনি স্পষ্ট জানাচ্ছেন, এই সমস্ত মিম তিনি দেখেছেন এবং মজাটাকে মজার মতো করে নিয়েছেন। অতিরিক্ত ভাবনা চিন্তা এই নিয়ে করতে নারাজ তিনি। উল্লেখ্য, হুগলি লোকসভা কেন্দ্রে রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিপক্ষ তাঁর একদা সতীর্থ লকেট চট্টোপাধ্যায়। এখন দেখার নির্বাচনী ফলাফল সামনে আসার পর শেষ হাসি কে হাসেন?

মোদীজির নেতৃত্বে ভারতের অর্থনীতি শক্তিশালী হয়ে এগিয়ে চলেছেঃজে পি নাড্ডা

খাগারিয়া, ২৪ এপ্রিল ঃ মোদীজির নেতৃত্বে ভারতের অর্থনীতি শক্তিশালী হয়ে এগিয়ে চলেছে। বুধবার বিহারের খাগারিয়ার এক নির্বাচনী জনসভায় এই দাবি করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগ প্রকাশ নাড্ডা। নাড্ডা বলেছেন, এই নির্বাচন মোদীজির নেতৃত্বে একটি বিকশিত ভারতের সংকল্প পূরণের যাত্রা। কারণ, মোদীজি দেশের চরিত্র, রাজনীতির ধরন, রাজনীতির সংস্কৃতি এবং রাজনীতির সংজ্ঞা বদলে দিয়েছেন।নাড্ডা বলেছেন, গত ১০ বছরে গ্রাম, দরিদ্র, শোষিত, বঞ্চিত, দলিত, নিপীড়িত, মহিলা, যুবক এবং কৃষকরা যে শক্তি পেয়েছে তা প্রধানমন্ত্রী মোদীজির নীতির কারণে। নাড্ডা আরও বলেছেন, আগে ইন্দিরা আবাস যোজনার অধীনে একটি পঞ্চায়েতে মাত্র ২টি বাড়ি পাওয়া যেত। কিন্তু, মোদীজি গত ১০ বছরে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনে ৪ কোটি স্থায়ী বাড়ি তৈরি করেছেন এবং আগামী ৫ বছরে আরও ৩ কোটি বাড়ি দেওয়া হবে। জে পি নাড্ডা আরও বলেছেন, বিশ্বের অর্থনীতি এখন নিম্নগামী। কিন্তু মোদীজির নেতৃত্বে ভারতের অর্থনীতি দৃঢ়ভাবে এগিয়ে চলেছে।

প্রকৃতি ও দুর্যোগের কোনও সীমানা নেইঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল প্রকৃতি ও দুর্যোগের কোনও সীমানা নেই। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, বিশ্ব তখনই সমষ্টিগতভাবে স্থিতিস্থাপক হতে পারে, যখন প্রতিটি দেশ পৃথকভাবে স্থিতিস্থাপক হয়। ভাগ করা ঝুঁকির কারণে ভাগ করা স্থিতিস্থাপকতা গুরুত্বপূর্ণ। প্রধানমন্ত্রী মোদী বুধবার সকালে ভার্চুয়ালি দিল্লির ভারত মণ্ডপমে আয়োজিত বিপযয় প্রতিরোধী পরিকাঠামো ২০২৪-এর ওপর আন্তর্জাতিক সম্মেলন ঃ আগামীর স্থিতিস্থাপকতার জন্য এখনই বিনিয়োগ করুন শীর্ষক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেছেন, আমরা সকলেই প্রত্যক্ষ করেছি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপর্যুপরি এবং আরও গুরুতর হয়ে উঠছে। দুর্যোগে যে ক্ষতি হয় তা সাধারণত ডলারে রিপোর্ট করা হয়, কিন্তু মানুষ, পরিবার এবং সম্প্রদায়ের উপর প্রকৃত প্রভাব এই সংখ্যার বাইরে... আমাদের এখন একটি সুন্দর আগামীর জন্য স্থিতিস্থাপক পরিকাঠামোতে বিনিয়োগ করতে হবে। স্থিতিস্থাপকতা নতুন পরিকাঠামো তৈরিতে ফ্যাক্টর করা প্রয়োজন। উপরন্তু, এটিকে দুর্যোগ-পরবর্তী পুনর্নির্মাণের একটি অংশ হতে হবে। দুর্যোগের পরে, স্বাভাবিকভাবেই ত্রাণ এবং পুনর্বাসনের দিকে মনোনিবেশ করা হয়। প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ার পরে, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পরিকাঠামোর স্থিতিস্থাপকতাও অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন যে, ভাগ করা স্থিতিস্থাপকতা অর্জন করতে হলে আমাদের অবশ্যই সবচেয়ে দুর্বলদের সমর্থন করতে হবে। সিডিআরআই-এর একটি প্রোগ্রাম রয়েছে যা ১৩টি জায়গা জুড়ে প্রকল্পে অর্থায়ন করছে। ডোমিনিকাতে স্থিতিস্থাপক আবাসন, পাপুয়া নিউ গিনির স্থিতিস্থাপক পরিবহন নেটওয়ার্ক এবং ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র এবং ফিজিতে বর্ধিত প্রাথমিক সতর্কতা ব্যবস্থা কিছু উদাহরণ। অন্যদিকে মোধোপুরতে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী গত মঙ্গলবার রাজস্থানের টঙ্ক-সাওয়াই মোধোপুরের উনিযারাতে আয়োজিত এক বিশাল সমাবেশে বক্তব্য রাখেন এবং রাজ্যের জনগণের কাছে আবেদন করেছেন যে দেশের লুটপাটকারীদের একটি পাঁঞ্জাও যাতে রাজস্থান থেকে দিল্লি না আসে তা নিশ্চিত করা আপনাদের কর্তব্য।রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ভজন লাল শর্মা, রাজস্থানের মন্ত্রী শ্রী কিরোরি লাল মীনা এবং টঙ্ক-সাওয়াই মাধোপুর লোকসভার প্রার্থী শ্রী সুখবীর সিং জৌনপুরিযা এবং অন্যান্য নেতারা জনসভার মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রথমেই হনুমান জন্মোসব উপলক্ষে সমগ্র দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি কংগ্রেসকে দলিত বিরোধী এবং অনগ্রসর বিরোধী বলে অভিযুক্ত করে তীব্র নিশানা করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, গত মঙ্গলবার সারা দেশে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে রামভক্ত হনুমানজির জন্মজয়ন্তী পালিত হচ্ছে। বীর মহাবীর বজরঙ্গবলীর জন্মবার্ষিকীতে সাহসী পুরুষদের দেশ সাওয়াই-মাধোপুরে আমার আসার সৌভাগ্য হয়েছে। সভা শুরু হওয়ার পরও এখনও প্যান্ডেলে প্রচুর মানুষ আসছেন। দেশের মানুষের ভারতের জন্য একটি শক্তিশালী সরকার গড়ার আস্থা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। দেশজুড়ে ফের একবার মোদী সরকারের স্লোগান আবারও ধ্বনিত হচ্ছে । সীমান্তে দাঁড়িয়ে সজাগ প্রহরীর মতো দেশকে রক্ষা করেছে রাজস্থান। একটি সুরক্ষিত রাষ্ট্র এবং একটি স্থিতিশীল সরকার দেশের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা রাজস্থানের মানুষ ভালো করেই জানে। দেশে শক্তিশালী সরকার গঠন করার জন্য ২০১৪ এবং ২০১৯ সালে রাজস্থানের মানুষজন একজোট হয়ে রাজ্যের ২৫ টি আসনে নিজদের আশীর্বাদ বিজেপিকে দিয়েছিল। এই ঐক্য রাজস্থানের সবচেয়ে বড় মূলধন। যখনই ভারতের মানুষ নিজেদের মধ্যে বিভক্ত হয়েছে, তখনই দেশের শত্রুরা তার সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করেছে। এখনও রাজস্থানের মানুষকে বিভক্ত করার চেষ্টা চলছে, যার কারণে রাজস্থানের জনগণকে সতর্ক হতে হবে।

যে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন তা পূরণ করবেন না, এটাই মোদীর গ্যারান্টিঃ মল্লিকার্জুন খাড়গে

তিরুবনন্তপুরম, ২৪ এপ্রিল ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর তীব্র সমালোচনা করলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর গ্যারান্টি শব্দবন্ধকেও কটাক্ষ করেছেন তিনি। বলেছেন, তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন তা পূরণ করবেন না, এটাই মোদীর গ্যারান্টি।বুধবার সকালে তিরুবনন্তপুরমে এক সাংবাদিক সম্মেলনে খা।গে বলেছেন, নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন, তিনি প্রত্যেক পরিবারকে ১৫ লক্ষ টাকা দেবেন। কংগ্রেস বিদেশে যে কালো টাকা রেখেছে, তিনি তা ফিরিয়ে আনবেন। কোথায় সেই টাকা? তিনি বলেছিলেন কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করবেন। কৃষকদের দ্বিগুণ আয় কোথায়?... এখন আবার বলছেন মোদীর গ্যারান্টি... মোদীর গ্যারান্টি কী? মোদীর গ্যারান্টি হল, তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন তা তিনি পূরণ করবেন না...এটাই মোদীর গ্যারান্টি ।কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে আরও বলেছেন, অদৃশ্য ভোটারদের সমর্থন পেতে চলেছি আমরা, তাই কংগ্রেসের সমালোচনা করছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। কংগ্রেস যদি কিছুই না হয়, তাহলে আপনি কেন এত বিরক্ত হচ্ছেন? আপনার যদি এতই আত্মবিশ্বাস থাকে তবে কেন আপনি দুর্নীতিগ্রস্তদের নিজের দলে নিচ্ছেন?... এই লোকজন যখন কংগ্রেস অথবা অন্য কোনও রাজনৈতিক দলে থাকে তাঁরা খুব দুর্নীতিগ্রস্ত হয়।

ইউক্রেন ও ইসরায়েলকে সহায়তা বিল যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে অনুমোদন

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ কয়েক মাস বিলম্বের পর যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে গতকাল মঙ্গলবার সহজেই পাস হলো বৈদেশিক সহায়তা বিল। ইউক্রেনে রুশ বাহিনীর অগ্রাভিযান ও কিয়েভের সামরিক সরবরাহে ঘাটতি চলার মধ্যে এ বিল পাস হওয়ার ফলে ইউক্রেনকে নতুন করে তহবিল জোগান দেওয়ার পথ সুগম হলো।কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সিনেট এদিন ইউক্রেন, ইসরায়েল, তাইওয়ান ও ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন অংশীদারদের ৯৫ বিলিয়ন (৯ হাজার ৫০০ কোটি) ডলারের প্রধানত সামরিক সহায়তা দেওয়া নিয়ে চারটি বিলে অনুমোদন দেয়। বিলগুলো অনুমোদিত হয় ৭৯-১৮ ভোটে।এর আগে গত শনিবার কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদের রিপাবলিকান নেতারা এসব বিল নিয়ে নিজেদের অবস্থান আকস্মিকভাবে বদলে ফেলেন ও ভোটাভুটিতে সেগুলো পাস করেন। সিনেটে বিল চারটি একটি প্যাকেজে অন্তর্ভুক্ত করে উপস্থাপন করা হয়। প্রথম বিলে ইউক্রেনে জরুরিভিত্তিতে তহবিল জোগানের লক্ষ্যে সবচেয়ে বেশি অঙ্কের ৬১ বিলিয়ন (৬ হাজার ১০০ কোটি) ডলার সহায়তা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় বিলে ইসরায়েলকে ও বিশ্বজুড়ে সংঘাতকবলিত অঞ্চলের বেসামরিক লোকজনকে মানবিক সহায়তা হিসেবে ২৬ বিলিয়ন (২ হাজার ৬০০ কোটি) ডলার এবং তৃতীয় বিলে ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ‘ প্রভাব মোকাবিলায়’ ৮ দশমিক ১২ বিলিয়ন (৮১২ কোটি) ডলার সহায়তা দেওয়ার বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।চতুর্থ বিলটি গত সপ্তাহে ওই প্যাকেজে যুক্ত করে প্রতিনিধি পরিষদ। এ বিলে চীনা নিয়ন্ত্রিত সামাজিক মাধ্যম অ্যাপ টিকটক নিষিদ্ধ করা, ইউক্রেনে জব্দ করা রাশিয়ার সম্পদ স্থানান্তরে পদক্ষেপ নেওয়া ও ইরানে নতুন করে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।ইউক্রেন ও ইসরায়েলকে সহায়তা দেওয়াসংক্রান্ত বিল দুটি নিয়ে অনেক দিন ধরে নানা মহলে আলোচনা-সমালোচনা চলছিল। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এ সহায়তা প্রস্তাব নিয়ে চাপে ছিলেন। পরে প্রতিনিধি পরিষদে বিল দুটি পাস হওয়ার ঘটনাকে বাইডেনের বড় বিজয় হিসেবে দেখেন বিশ্লেষকদের অনেকে। এখন সিনেটও বিলগুলো অনুমোদন দিল।এসব বিল কার্যকর হওয়ার জন্য সিনেটের অনুমোদন প্রয়োজন ছিল। এখন বাইডেনের সইয়ের জন্য বিলগুলো তাঁর কাছে পাঠানো হবে। তাঁর সইয়ের পর বিল আইনে পরিণত হবে। তখন ইসরায়েল ও ইউক্রেনকে সামরিক এবং মানবিক সহায়তা দিতে বাইডেন প্রশাসনের সামনে আর কোনো বাধা থাকবে না।এদিকে দুজন মার্কিন কর্মকর্তা রয়টার্সকে বলেছেন, প্রেসিডেন্ট বাইডেনও বিলগুলো তাঁর টেবিলে পৌঁছানোর পর দ্রুত সেগুলো সই করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এরই মধ্যে তাঁর প্রশাসন ইউক্রেনকে ১ বিলিয়ন (১০০ কোটি) ডলারের সামরিক সহায়তা প্যাকেজ দেওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করেছে।

প্রাথমিকে নিয়োগের প্রশ্নে সত্যিই ভুল ছিল ,খতিয়ে দেখতে বিশ্বভারতীর কমিটি গঠনের নির্দেশ হাইকোর্টের

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ এসএসির পর প্রাথমিকের টেটেও ভূরি ভূরি দুর্নীতির অভিযোগ! এবার টেটের প্রশ্নপত্রে সত্যিই ভুল ছিল কিনা তা খতিয়ে দেখতে কমিটি গঠনের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট।প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষক নিয়োগের ২০১৭ সালের পরীক্ষায় ২১টি প্রশ্নে ভুল ছিল বলে হাই কোর্টে আবেদন করেছিলেন পরীক্ষার্থীরা। তাঁদের দাবি ছিল প্রশ্ন ভুল থাকলে সবাইকে ওই ২১টি প্রশ্নের প্রাপ্য নম্বর দিতে হবে। বুধবার বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ কমিটিকে প্রশ্ন পরীক্ষার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। ৪৮ ঘণ্টা আগেই এসএসসি মামলা নিয়ে নজিরবিহীন রায় দিয়েছে কলকাতা হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। দুর্নীতির অভিযোগের জেরে ২০১৬ সালের এসএসসি নিয়োগপ্রক্রিয়াটিই বাতিল করে দিয়েছে হাই কোর্ট। এর পরেই বুধবার টেট মামলাটি নিয়ে সক্রিয় হল হাই কোর্টের বিচারপতি মান্থার সিঙ্গল বেঞ্চ। তিনি জানিয়েছেন, টেটের প্রশ্নে ভুল ছিল কি না তা খতিয়ে দেখবে বিশেষজ্ঞ কমিটি। যা গঠন করবেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যবিচারপতি মান্থার নির্দেশ, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের গঠন করা ওই বিশেষজ্ঞ কমিটি টেটের প্রশ্ন ভুলের অভিযোগ খতিয়ে দেখে তার পরেই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। আগামী এক মাসের মধ্যে তাদের সিদ্ধান্ত নিয়ে হাই কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলের কাছে রিপোর্ট দিতে হবে। জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে এই মামলার পরবর্তী শুনানি। ২০১৭ সালের টেটে প্রশ্নভুলের অভিযোগ তুলে হাই কোর্টে মামলা করেন রিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ কয়েক জন চাকরিপ্রার্থী। তাঁদের আইনজীবী ফিরদৌস শামিমের বক্তব্য ছিল, ওই বছরের টেটের প্রশ্নপত্রে ২১টি প্রশ্নে ভুল ছিল। প্রশ্নে যদি ভুল থাকে, তবে সবাইকে নম্বর দেওয়া হোক।'' বিচারপতি মান্থা এর আগের শুনানিতে মামলাকারীদের বক্তব্য শুনে কিছুটা অসন্তোষের সুরেই বলেছিলেন, ‘ প্রশ্নপত্রে এত ভুল থাকে কী করে? পরীক্ষার্থীরা কি আইনস্টাইন হয়ে ভুল প্রশ্ন আবিষ্কার করে ঠিক জবাব দেবে?''বুধবার সেই মামলারই শুনানিতে প্রশ্ন ভুলের অভিযোগ যাচাই করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। আর সেই দায়িত্ব পালন করার জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনেরও নির্দেশ দিয়েছেন।আপাতত গোটা প্রক্রিয়াটির জন্য এক মাসেরও বেশি সময় দিয়েছে আদালত। জুনের প্রথম সপ্তাহে ৪ জুন লোকসভা ভোটের ফল ঘোষণা হবে। ওই একই সপ্তাহে জানা যাবে ২০১৭ সালের টেটের প্রশ্নপত্র সত্যিই ভুল ছিল কি না।

ফরাক্কা ব্যারেজের উপর লরিতে আগুন, বিচ্ছিন্ন উত্তর থেকে দক্ষিণের রেল যোগাযোগও,ভোগান্তি যাত্রীদের

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃপণ্যবাহী ট্রাকে আগুন। বুধবার সাতসকালে ফরাক্কা ব্যারেজের ৪৮ নম্বর গেটের সামনে পণ্য বোঝাই চলন্ত লরিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল। ব্যারেজের উপর জাতীয় সড়কের উপর চোখের সামনে দাউ দাউ করে পুড়ল পণ্যবোঝায় লরি। দমকল আসার আগেই কার্যত ভস্মিভূত হয়ে যায় লরিটি।জাতীয় স।কের উপর লরিতে আগুনের প্রভাব পড়ল ট্রেন চলাচলে। মালদা ডিভিশনে ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হল বেশ কিছুক্ষণ। ফরাক্কা ও মালদায় দাঁড় করিয়ে রাখা হল বেশ কয়েকটি ট্রেন। ঘটনাস্থলে রয়েছে সিআইএসএফ জওয়ান, ফরাক্কা থানার পুলিশ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে দমকলের একটি ইঞ্জিন। ব্যারেজে ওঠার দু'দিক সিল করে দেওয়া হয়েছিল। বুধবার সকালে হঠাৎ আলদাগামী একটি পণ্য বোঝায় চলন্ত লরিতে আগুন ধরে যায়। ব্যারেজের ৪৮ নম্বর গেটের সামনে চালক লরিটি দাঁড় করায়। ততক্ষণে দাউদাউ করে জ্বলতে শুরু করে আগুন। আগুনের অত্যাধিক তেজে প্রভাব পড়ল ট্রেন চলাচলও। বুধবার সকাল সকাল ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় ফরাক্কা ব্যারেজে।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্পের কর্তব্যরত সিআইএসএফ প্যানের টিম। খবর দেওয়া হয় দমকলকেও। ছুটে আসে ফরাক্কা থানা এবং বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ। তারপরেই আগুন নিযন্ত্রণের চেষ্টা চালানো হয়। এদিকে চলন্ত গাড়িতে ফারাক্কা ব্যারেজে জাতীয় সড়কেই এভাবে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয় ব্যারেজ এলাকায়। আগুনের জেরে ট্রেন চলাচলের জন্য ফারাক্কা ব্যারেজের উপর থাকা ইলেকট্রিক তার ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ফলে বন্ধ হয়ে যায় ট্রেন পরিষেবাও। ঘণ্টা খানেকের চেষ্টায় লরির আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। লরিটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। বন্ধ রয়েছে ওই ডিভিশনে ট্রেন চলাচল। ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক করতে রেলের আধিকারিকরা ছুটে এসেছেন।এদিকে ঘনঘন ব্যারেজের উপর দুর্ঘটনায় নাশকতার তত্ত্বও উঠে আসতে শুরু করেছে। এর আগে গত চার মাসে ব্যারেজের উপর চারবার এই ধরণের ঘটবা ঘটেছে। দু'বার ব্যারেজের রেলিং ভেঙে পণ্যবাহী লরি উঠে গিয়েছিল রেল লাইনে। একবার একইভাবে চলন্ত গা।তিতে আগুন লেগে আতঙ্ক ছড়ায়। বারবার ব্যারেজের উপর একই ঘটনা কীভাবে ঘটছে খতিয়ে দেখছে ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ। প্রশাসন সূত্রে খবর, আগুন আয়ত্বে এলেও জাতীয় স।কে যান চলাচল ও ট্রেন চলাচল এখনও স্বাভাবিক হয়নি।

বালি ব্রিজ থেকে গঙ্গায় ঝাঁপ যুবকের, নিখোঁজের সন্ধানে তল্লাশি জারি

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল ঃ বালি ব্রিজ থেকে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করল এক যুবক। গঙ্গায় ঝাঁপ দেওয়া যুবকের নাম অজিত সাউ। ৩২ বছর বয়সি অজিতের বাড়ি কলকাতার আমর্হাস্ট স্ট্রিটে। বন্ধু রতনের কাছ থেকে বাইকটি চেয়ে এনেছিল অজিত। বালি ব্রিজের উপর সেই বাইকেই বসেছিলেন তিনি। পরে ছুটে গিয়ে নদীতে ঝাঁপ দেন তিনি। বাইকের মালিক রতনকে দক্ষিণেশ্বর থানায় ডেকে পাঠানো হয়েছে। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে অজিত সম্পর্কে আরও তথ্য সংগ্রহ করতে চায় পুলিশ। অন্য দিকে, নদীতেও অজিতের সন্ধানে তল্লাশি শুরু হয়েছে। এখনও জানা যায়নি, অজিত সাঁতার জানতেন কি না।পুলিশ জনতে পেরেছে, অজিত ব্রিজের উপর বাইক দাঁড় করিয়ে বসেছিল। আচমকাই ছুটে গিয়ে রেলিং টপকে নদীতে ঝাঁপ মারে সে।

জলে ডুবে মরা উচিত’,মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করে আবার বেলাগাম মন্তব্য দিলীপ ঘোষের

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ নির্বাচনী প্রচারে বেরিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উদ্দেশ করে দিলীপ ঘোষের করা 'কুমন্তব্য' নিয়ে রীতিমতো তোলপাড় পড়ে গিয়েছিল গোটা রাজ্যে। দলের অভ্যন্তরেও কড়া সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল দিলীপ ঘোষকে। মঙ্গলবার হনুমান জয়ন্তীর সকালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে একের পর এক বেলাগাম মন্তব্য করলেন তিনি। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর নজরদারি চালানো লস্কর জঙ্গি রাজারাম রেগেকে নিয়ে হইচই পড়তে তাকেই এবার প্রচারের ইস্যু করলেন দিলীপ ঘোষ। নিরাপত্তাহীনতার দায় চাপালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপরই! এদিন দুর্গাপুরের বি জোন বয়েজ মাঠে গদা নিয়ে প্রাতঃভ্রমণ সারেন বিজেপি প্রার্থী। তার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে ফের বিতর্কিত কথাবার্তা বলেন।জঙ্গি নিশানায় তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Banerjee), সোমবার কলকাতা পুলিশ সাংবাদিক সম্মেলন করে এই খবরে প্রকাশ্যে আনার পর যথেষ্ট তোলপাড় হয়েছে রাজনৈতিক মহল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোাপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু তার জন্য দিলীপ ঘোষ (Dilip Ghosh) দায়ী করলেন রাজ্য প্রশাসনকেই। মঙ্গলবার প্রাতঃভ্রমণের পর তাঁর বক্তব্য, যারা সারা দেশের সন্ত্রাসবাদীকে জায়গা দিয়েছে, তাদেরই এই অবস্থা। সন্ত্রাসবাদীদের নিয়ে যারা ঘুরে বেড়ায়, শাহজাহানের মত সন্ত্রাসবাদীকে কে পুষেছে? আর তাদেরকে কে মারবে? নির্বাচনের আর কোনও ইস্যু নেই। এখন প্রাণের ভয়, তাই পুলিশকে ফিট করেছে। এসব সহানুভূতির ভোট চলে গিয়েছে। ‘ ভেঙেছে’, ‘ ফেটেছে’ও চলে গিয়েছে। এখন বলছেন, আমাকে মারছে। পাশ দিয়ে কুকুরের চলে গেলেও আপনাকে দেখবে না, এমন চরিত্র হয়ে গিয়েছে আপনাদের।এর পর দুর্গাপুরের (Durgapur) আশিস মার্কেটে বিজেপি নেতা, কর্মীদের সঙ্গে ‘ পে চর্চা'য় যোগ দিয়ে দিলীপ ঘোষ আরেকপ্রস্ত আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে। তাঁর কথায়, ইডি, সিবিআই নেতাদের বাড়ি থেকে টাকা বের করে নিয়ে যাচ্ছে, তাতে তাঁর খুব কষ্ট। মানুষ আপনাকে মানে না, তাই রাস্তায় দাঁড়িয়ে ‘ চোর’ স্লোগান শুনতে হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর জলে ডুবে মরা উচিত। ৫০ বছর রাজনীতি করার পরে শেষ জীবনে ‘ স্লোগান শুনতে হচ্ছে। এ জীবন রেখে কী লাভ? দিলীপ ঘোষ অশ্বত্থ গাছে নিচে দাঁড়িয়ে বলছে, ডুবে মরো। তবে ডুবে মরার জলও নেই পশ্চিমবঙ্গের। একথা বলার পরও নেহা সৌজন্য দেখিয়ে ক্ষমাও চান বর্ধমান-দুর্গাপুরের বিজেপি প্রার্থী।এসব বেলাগাম মন্তব্যের পাশাপাশি এদিন অবশ্য দিলীপ ঘোষ জনতার উদ্দেশে রাজনৈতিক বার্তাও দিয়েছেন। মহিলাদের সঙ্গে জনসংযোগের পর বাম, কংগ্রেসের কর্মীদের প্রতি তাঁর আবেদন, বাম বা কংগ্রেসে নয়। তৃণমূল বিরোধী ভোট যেন বিজেপিকেই (BJP) দেন তাঁরা। দিলীপ বলেন, আপনাদের নীতি এখন থাক। বিজেপি একমাত্র তৃণমূলকে হারাতে পারে। সেজন্য যারা কংগ্রেসের সিপিএমে ভোট দিয়েছিল, আমাদের সঙ্গে আসছে। ভোট নষ্ট না করে বিজেপিকে ভোট দিন। বিধানসভা, পঞ্চায়েত, পুরসভায় নিজের নিজের ঝান্ডা নিয়ে লড়ুন। কিন্তু এখন, লোকসভা নির্বাচনে (Lok Sabha Election ২০২৪) ভোট বিজেপিকে দিন। তৃণমূল থাকলে হয়ত কোনওদিন আর মনোনয়নপত্রও জমা করতে পারবেন না। সেটিং সেটিং বলে তো দলটাই উঠে গেছে।

‘মুম্বই থেকে এসেছি, দেখা করতে চাই’,অভিষেকের PA-কে ফোনের পরই পালাল রাজারাম

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃকলকাতার পুলিশের হেফাজতেই রয়েছেন রাজারাম রেগে। আগেই এই ব্যক্তির নাম জড়িয়েছিল মুম্বই হামলার ষড়যন্ত্রকারী হিসাবে। পরে পুলিশ সূত্রে জানা যায়, কলকাতায় এসে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িও রেইকি করেছিলেন তিনি। রাজারামকে হেফাজতে নিয়ে আপাতত জেরা করছেন পুলিশ আধিকারিকরা। আর সেই জেরায় উঠে আসছে একের পর এক তথ্য।সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলার ছক কষার অভিযোগে ২০০৮ সালে মুম্বই হামলার অন্যতম অভিযুক্ত ডেভিড হেডলির সঙ্গী তথা ষড়যন্ত্রকারী রাজারাম রেগেকে মুম্বই থেকে গ্রেপ্তার করে কলকাতা পুলিশ। তদন্ত শুরু করার পর পুলিশ জেনেছে, রাজারাম গত ১৯ এপ্রিল সাংসদকে ‘ যোগাযোগ করে জানায়, সে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চায়। এমনকী, সাংসদকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজও করেন তিনি। কোনও ইতিবাচক উত্তর না পেয়ে ২০ এপ্রিল সাংসদের আপ্তসহায়ককে ফোন করেন রাজারাম। গোয়েন্দা পুলিশের সন্দেহ, কাউকে সঙ্গে নিয়ে সে দেখা করতে চেয়েছিল। তখনই সাংসদের উপর হামলা হত, এমন সম্ভাবনা পুলিশ উড়িয়ে দিচ্ছে না। রাজারাম ও সেই ব্যক্তির কী উদ্দেশ্য ছিল, সেই তথ্যই গোয়েন্দারা জানার চেষ্টা করছেন।গোয়েন্দাদের মতে, হামলার ছক কষতেই বিভিন্ন দিক থেকে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি ও তার আশপাশের রাস্তার ছবি ও ভিডিও দূর থেকে তোলে সে। গোয়েন্দাদের সূত্র জানিয়েছে, বিদেশ থেকে বিপুল টাকার তহবিল এসেছিল রাজারামের কাছে। ওই বিদেশির সঙ্গে একাধিক অ্যাপের মাধ্যমে রাজারাম যোগাযোগ রাখত বলে অভিযোগ। সেই সূত্র ধরেই গোয়েন্দাদের প্রশ্ন, তবে রাজারামের সেই বিদেশি ‘ কি তাকে সাংসদের সঙ্গে দেখা করার জন্য চাপ দিচ্ছিল? এই ধরনের বহু উত্তর পেতে মঙ্গলবার সারাদিন ধরে রাজারামকে পুলিশ জেরা করে। যদিও পুলিশের দাবি, জেরায় সম্পূর্ণ অসহযোগিতা করছে রাজারাম। একাধিক প্রশ্নই সে এড়িয়ে যাচ্ছে। কখনও বা ভুল তথ্য দিয়ে পুলিশকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। কলকাতায় রাজারাম রেগের পাঁচজন লিঙ্কম্যানকে পুলিশ শনাক্ত করেছে। তাদের মধ্যে কেউ ব্যবসায়ী, কেউ রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত। পুলিশ তাদের জেরা করবে।পুলিশ জেনেছে, গত ১৮ এপ্রিল কলকাতায় আসার চারদিন আগে নিউ মার্কেটের হোটেল বুক করেন রাজারাম রেগে। ক্রেডিট কার্ডে আগাম টাকা দেয়। ২২ এপ্রিল পর্যন্ত তার কলকাতায় থাকার কথা ছিল। কিন্তু সেদিনের বিমানের টিকিট বাতিল করে ২০ এপ্রিল সেই দিনেরই বিমানের টিকিট কেটে সকাল সাড়ে এগারোটায় হোটেল থেকে বের হয়ে বিমানবন্দরে যান। তার এই কলকাতা থেকে ‘ যাওয়া’ ঘিরেই সন্দেহ গোয়েন্দাদের। একটি অ্যাপ ক্যাবের চালককে পুলিশ শনাক্ত করে জেরা করেছে। হোটেলের বাইরে রাজারাম দফায় দফায় কলকাতার পাঁচজন লিঙ্কম্যানের সঙ্গে যোগাযোগ করে। তাদের মধ্যে এক বা দু'জনের সঙ্গে ভাড়া করা গাড়িতে রাজারাম ভবানীপুরে হরিশ মুখার্জি রোডে যায়। সেখানেই সাংসদের বাড়ির ছবি তোলে সে। রাজারামের সঙ্গে কখন, কারা ছিল, সেই তথ্য জানতে ওই ব্যক্তিদেরও জেরা করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২৫এপ্রিল মার্ট ঃবৃহঃবার, ১২ বৈশাখ মাস ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২৫এপ্রিল ঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈত৪নাব্দ, কলিঃ ৫১২৩, সৌরঃ১২ বৈশাখ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ ২৫এপ্রিল মাস ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ১২ বৈশাখ মাস ১৯৪৪, মৈতৈ ঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৭৭শতকরা এবং ৩৩শতকরা। বৃষ্টি হয়নি বুধবার । জোয়ার-সকাল ৫টা ২১ মিনিট এবং রাত৭টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৮টা ২০মিনিট। রাত-৮টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৫ টা ১০মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ০৫ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃআপনি আজ খুব সক্রিয় এবং চটপটে থাকবেন। আপনার স্বাস্থ্য আজ আপনাকে পুরোপুরি সমর্থন করবে। শুভ
বৃষভ রাশিঃকিছু আমোদপ্রমোদের জন্য অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরোতে চেষ্টা করুন। শুভদিন।
মিথুন রাশিঃশরীর নিয়ে উকঃঠা দেখাবেন না, এতে অসুস্থতা আরো বাড়ে। আপনি রক্ষণশীল বিনিযোগে বিনিয়োগ করে আরো বেশি অর্থ উপার্জন করতে পারেন। সংসারে শান্তি হতে পারে
কর্কট রাশিঃআপনার স্বাস্থ্যের পুনরায় উন্নতির জন্য সেরা দিন। আপনার অর্থ কোথায় ব্যয় হচ্ছে সেদিকে আপনার নজর রাখা
সিংহরাশিঃআপনার বাচ্চার কৃতিত্ব আপনাকে প্রচুর আনন্দ দিতে পারে। আজকে বিনিয়োগ এড়িয়ে চলা উচিত। শুভদিন ।
কন্যারাশিঃবিবাহের যোগ হতে পারে আজ থেকে। সুখ বাড়ি।
তুলারাশিঃআপনি কিছু আঘাতের সম্মুখীন হলে চরম সাহস এবং শক্তি প্রদর্শন করা প্রয়োজন। া
বৃশ্চিক রাশিঃ আপনার স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্যের উন্নতি করতে যথেষ্ট সময় থাকবে। কোন দীর্ঘ-স্থায়ী লগ্নি এড়িয়ে চলুন এবং বাইরে
ধনু রাশিঃ আপনার মুগ্ধকারী আচরণ মনোযোগ আকর্ষণ করবে। আপনার বাড়ির একজন প্রবীণ আপনার অর্থায়নে আপনাকে সহায়তা করতে পারে
মকর রাশিঃআপনার বিরাট আস্থা এবং সহজ কাজের সময়সূচী আপনাকে আজ আরাম করবে।
কুম্ভ রাশিঃআপনি খুব আবেগপ্রবণ হবেন- সুতরাং আপনি আঘাত পেতে পারেন এমন পরিস্থিতি থেকে দূরে থাকুন। আপনার অবাস্তব পরিকল্পনার ফলে অর্থের অভাব দেখা দিতে পারে। **মীন রাশিঃ**যে সমস্যা আপনাকে ঝামেলায় ফেলছে তা সমাধান করার জন্য আপনার বুদ্ধির বিচক্ষণতা এবং কূটনীতি প্রয়োজন। বুঝে খরচ করুন এবং আজ বাজে খরচ না করতে চেষ্টা করুন। স্ত্রী আপনার জীবন পরিবর্তনে সাহায্য করবেন।

সুবর্ণ সুযোগ ! কিছু সামার স্পেশাল ট্রেনে এখনো বার্থ খালি রয়েছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ এপ্রিল ঃ স্কুলে গরমের ছুটি তো শুরু হয়ে গেল। পূর্ব রেল অনেকদিন ধরেই গরমের ছুটিতে ভ্রমণের জন্য বিশেষ ট্রেনের ঘোষণা করেছে। যারা আগেভাগেই আসন সংরক্ষণ করেছিলেন, তারা ভাগ্যবান। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু স্পেশাল ট্রেনে টিকিট শেষ হয়ে ওয়েট লিস্ট চলছে , যেমন, হাওড়া - নিউ জলপাইগুড়ি সামার স্পেশাল অথবা হাওড়া-রকসৌল সামার স্পেশাল। কিছু কিছু ট্রেনে এখনো টিকিট আছে। যারা এখনো স্পেশাল ট্রেনে কন্‌ফার্ম বার্থ পাওয়ার সৌভাগ্যের অংশীদার হতে চান, তারা আর দেরি না করে তা।তা।ি টিকিট কাটুন। যেসমস্ত সামার স্পেশাল ট্রেনে এখনো টিকেট আছে, সেগুলি নিম্নরূপ ১) ০৩০৪৫ হাওড়া-রকসৌল সামার স্পেশালে ২৯০৪২০২৪ তারিখের যাত্রায় কেবলমাত্র স্লীপার ক্লাসে টিকিট আছে। ২)০৩১০৫ শিয়ালদহ - জাগি রোড সামার স্পেশালে ২৬০৪২০২৪ তারিখের যাত্রায় এসি ৩-টায়ার ক্লাসে টিকিট আছে। ৩) ০৩১০৭ শিয়ালদহ- লখনৌ সামার

স্পেশালে ২৭০৪২০২৪ তারিখের যাত্রায় ফার্স্ট এসি , এসি ২-টায়ার ও এসি ৩-টায়ার ক্লাসে টিকিট আছে। ৪) ০৩১০৯ শিয়ালদহ- ভাদোদারা সামার স্পেশালে ৩০০৪২০২৪ তারিখের যাত্রায় এসি ২-টায়ার, এসি ৩-টায়ার ও স্লীপার ক্লাসে টিকিট আছে। ৫)০৩১৩১ শিয়ালদহ- গোরক্ষপুর সামার স্পেশালে ২৯০৪২০২৪ তারিখের যাত্রায় স্লীপার ক্লাসে টিকিট আছে। ৬)০৩১৩৫ কলকাতা - পাটনা সামার স্পেশালে ২৫০৪২০২৪ ও ৩০০৪২০২৪ তারিখের যাত্রায় স্লীপার ক্লাসে টিকিট আছে। ৭)০৩১৮৫ কলকাতা - জয়নগর সামার স্পেশালে ২৬০৪২০২৪ তারিখের যাত্রায় দ্বিতীয় শ্রেণীর আসনে (২এস ক্লাসে) টিকিট আছে। ৮)০৩৪০৯ মালদা টাউন - খাতিপুরা সামার স্পেশালে ২৫০৪২০২৪ তারিখের যাত্রায় কেবলমাত্র স্লীপার ক্লাসে টিকিট আছে। ৯)০৩৪১৫ মালদা টাউন-লাল কুয়া সামার স্পেশালে ২৪০৪২০২৪ তারিখের যাত্রায় এসি ২-টায়ার, এসি ৩-টায়ার ও এসি ৩-টায়ার ইকোনমি ক্লাসে টিকিট আছে। ১০)০৩৪৬৫ মালদা টাউন-দিঘা সামার স্পেশালে ২৭০৪২০২৪ তারিখের যাত্রায় কেবলমাত্র স্লীপার ক্লাসে টিকিট আছে। ১১)০৩৫০৯ আসানসোল-খাতিপুরা সামার স্পেশালে ৩০০৪২০২৪ তারিখের যাত্রায় ফার্স্ট এসি , এসি ২-টায়ার ও এসি ৩-টায়ার ক্লাসে টিকিট আছে। তবে এসমস্ত ট্রেনে বার্থ ক্রমাগত বুকিং হয়ে চলেছে , যেকোনো ক্লাসের বার্থ শেষ হয়ে যেতে পারে। তাই দেরী না করে আজই সামার স্পেশাল ট্রেনের টিকিট কাটুন।

বালি ব্রিজ থেকে গঙ্গায় ঝাঁপ যুবকের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ এপ্রিল ঃ বালি ব্রিজ থেকে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করল এক যুবক। গঙ্গায় ঝাঁপ দেওয়া যুবকের নাম অজিত সাউ। ৩২ বছর বয়সি অজিতের বাড়ি কলকাতার আমর্হাস্ট স্ট্রিটে। বন্ধু রতনের কাছ থেকে বাইকটি চেয়ে এনেছিল অজিত। বালি ব্রিজের উপর সেই বাইকেই বসেছিলেন তিনি। পরে ছুটে গিয়ে নদীতে ঝাঁপ দেন তিনি। বাইকের মালিক রতনকে দক্ষিণেশ্বর থানায় ডেকে পাঠানো হয়েছে। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে অজিত সম্পর্কে আরও তথ্য সংগ্রহ করতে চায় পুলিশ। অন্য দিকে, নদীতেও অজিতের সন্ধানে তল্লাশি শুরু হয়েছে। এখনও জানা যায়নি, অজিত সাঁতার জানতেন কি না। পুলিশ জানতে পেরেছে, অজিত ব্রিজের উপর বাইক দাঁড় করিয়ে বসেছিল। আচমকাই ছুটে গিয়ে রেলিং টপকে নদীতে ঝাঁপ মারে সে। নিখোঁজ যুবকের সন্ধানে তল্লাশি শুরু হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার আধিকারিকদের নিয়ে একটি বিশেষ কর্মশালার উদ্বোধন করেন অধ্যক্ষ মাননীয় শ্রী বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। এই কর্মশালা যৌথভাবে পরিচালনা করেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ও দিল্লির পি আর এস সংস্থা। এই কর্মশালায় বিষয় ছিল বাজেট, বিল, বিধানসভার নিয়মকানুন ও অন্যান্য বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন অধ্যাপক শ্রী অজিত ফাডনিস ,শ্রী চাকসু রায় 'শ্রী মানষ গুবি । বিধানসভার পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন অধ্যক্ষ মাননীয় শ্রী বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়,পরিষদীয় মন্ত্রী শ্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায়, প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি শ্রী সুকুমার রায় ও অন্যান্যরা। এই কর্মশালার মাধ্যমে আধিকারিকদের মধ্যে অনেক বিষয়ের উপর আলোকপাত করায় আগামী দিনে বিধানসভা পরিচালনা ক্ষেত্রে অনেক উপকৃত হবে।- ছবি সুবল সাহা।

শ্রীধাম মায়াপুরে অষ্টম বর্ষ জনজাতি সম্মেলন

দুরন্ত বার্তা, শিয়াখালা,২৪ এপ্রিল ঃ শ্রীধাম মায়াপুরে অষ্টম বর্ষ জনজাতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। ভারতবর্ষের দশটি রাজ্য থেকে প্রায় ৩০০০ জনজাতি (আদিবাসী পিছিয়ে পড়া মানুষ) তিন দিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন। এদের থাকা খাওয়া ও নিরাপত্তার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, শিক্ষা চিরাচরিত ভাবধারার বিভিন্ন সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই তিন দিনব্যাপী। তাদের সহজ সরল জীবনযাপনের বিভিন্ন দিক সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মঞ্চে ফুটিয়ে তোলা হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সর্ব জীবের প্রতি যে করুণা প্রদর্শন করেছেন তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তারাও যেন বর্তমান সমাজের মূল স্রোতের সঙ্গে একাত্ম্য ভাবে চলতে পারে তারা কেউই পর নন সকলেই তারা সমাজের একান্ত আপনজন সেটি যাতে তারা অনুভব করতে পারে তা ফুটিয়ে তোলা এই সম্মেলনের আসল উদ্দেশ্য। বিভিন্ন রাজ্যে জনজাতির উন্নতিকল্পে যে সমস্ত অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ স্বয়ং তৃণমূল স্তরে কাজ করছেন তারা তাদের অভিজ্ঞতা লব্ধ মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। বিভিন্ন বিষয়ের উপর সেমিনার হয়। ইসকন মায়াপুরের জনসংযোগ আধিকারিক রসিক গৌরাঙ্গ দাস বলেন ভারতবর্ষের দশটি রাজ্য তথা গুজরাট,মহারাষ্ট্র, ঝাড়খন্ড, মনিপুর, অন্দ্ধ প্রদেশ,ওড়িশা,ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড, পশ্চিমবঙ্গ ও মিজোরাম এখানকার পিছিয়ে পড়া জনজাতি আদিবাসীদের সামাজিক অর্থনৈতিক শিক্ষা স্বাস্থ্য ও কৃষ্ণ ভাবনায় গড়ে তুলতে ইসকন সারা বছরব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে থাকে। এই সকল রাজ্যগুলির জনজাতি আদিবাসী শিশুদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে মোট ১৯০ টি পাঠশালা ও ১৮ টি স্কুল চলছে। যেখানে প্রায় ৫৫০০ জন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ২৮০ জন শিক্ষক শিক্ষিকা শিক্ষাদান করে থাকে। পশ্চিমবঙ্গের জনজাতি অধুসৃত পিছিয়ে পড়া জেলাগুলি যেমন পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি জেলায় আদিবাসী শিশুদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে নিমাই পাঠশালা নির্মাণ করা হয়েছে। মোট ১২৩টি পাঠশালায় ১৫২ জন শিক্ষক শিক্ষিকা প্রায় ৩০০০ জন ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদান করেন, এবং তাদের এই পাঠশালায় থাকা ও খাবার সুব্যবস্থা রয়েছে। ইসকনের উদ্যোগে এই আদিবাসী এলাকায় সারা বছরব্যাপী চলে মেডিকেল ক্যাম্প, স্বাস্থ্য সচেতনতা ক্যাম্প, সামাজিক সুরক্ষা ও পরিশ্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা। এছাড়া প্রতিবছর শীতের সময় জনজাতি আদিবাসী এলাকার মানুষদের ইসকনের উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়ে থাকে। পিছিয়ে পড়া এই মানুষদের স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিতে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে এবং মেডিকেল কীড বিতরণ করা হয়েছে, এছাড়াও দ্রুত চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দিতে অ্যাম্বুলেন্স এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী এই পিছিয়ে পড়া জনজাতি আদিবাসীদের স্বাস্থ্যসম্মত শিক্ষা তাদের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের যথপযুক্ত সংরক্ষণ এবং তাদের মধ্যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তিভাব ও সাম্যবাদ গড়ে তোলার আদর্শ লক্ষ্য নিয়ে ইসকন এগিয়ে চলেছে।

ন্যায্য চাকরিপ্রাপকদের ভবিষ্য কী?

চাকরিপ্রাপকদের নিয়ে বৈঠক করলেন পর্ষদ সভাপতি

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃসোমবার কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে কার্যত মাথায় হাত পড়েছে বহু শিক্ষক-শিক্ষিকার। এসএসসি মামলার রায়ে ২০১৬ সালের পুরো প্যানেলই বাতিল করে দিয়েছে হাইকোর্ট।আদালতের রায়ে কার্যত মাথায় হাত পড়েছে বহু শিক্ষক-শিক্ষিকার। ২০১৬ সালের পুরো প্যানেলই বাতিল করে দিয়েছে বিচারপতি দেবাংশু বসাক এবং বিচারপতি শব্বর রশিদির ডিভিশন বেঞ্চ। ফলে, অযোগ্যদের সঙ্গে যোগ্য প্রাপকরাও বিপাকে পড়েছেন। এই পরিস্থিতিতে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের দ্বারস্থ হলেন ' চাকরিপ্রাপকরা।চাকরিহারাদের একাংশের সাত জনের প্রতিনিধিদল মঙ্গলবার পর্ষদ সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় এবং সচিব সুব্রত ঘোষের সঙ্গে সাক্ষা করেন। নিজেদের উদ্বেগ এবং আর্জির কথা পর্ষদকে জানান তাঁরা। এসএসসি নির্বাচনের পর নিয়োগকর্তা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, তাই সেখানে দেখা করে নিজেদের পরিস্থিতির কথা জানাতে যান চাকরিহারারা।এদিকে যোগ্যতার প্রমাণ অর্থা ওএমআর শিট নিয়ে মঙ্গলবার থেকে কলকাতায় ধর্নায় বসেছেন ' চাকরিহারারা। সোমবার হাইকোর্টের রায়ে যে ২৫ হাজারের বেশি শিক্ষক কর্মহীন হয়েছেন, তাঁদের একটা অংশ মঙ্গলবার সকাল

থেকেই জো।ো হওয়া শুরু করেন শহিদ মিনার চত্বরে। বেলা গ।াতে গ।াতে সংখ্যাটা কয়েক হাজারে পরিণত হয়। নিয়োগ দুর্নীতি মামলার রায়ে কলকাতা হাইকোর্ট যেভাবে ২০১৬ সালের পুরো প্যানেলটাই বাতিল করে দিয়েছে তাতে তাঁরা একেবারেই খুশি নন, সোমবার রায় ঘোষণার পরই একথা জানিয়েছিল এসএসসি। সূত্রের খবর, হাইকোর্টের ওই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে বুধবার শীর্ষ আদালতে যাচ্ছে স্কুল সার্ভিস কমিশন। '৫ হাজার জনের জন্য কেন ২৬ হাজার জন ভুগবেন, কেন যোগ্য-অযোগ্যদের বিভাজন করা হল না', মূলত এই প্রশ্নকে সামনে রেখেই হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানাতে চলেছে স্কুল সার্ভিস কমিশন।সেই মতো আইনি পরামর্শ নেওয়ার প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে গিয়েছে। এসবের মধ্যেই মঙ্গলবার বিকেলে পর্ষদ সভাপতির সঙ্গে দেখা করতে গেলেন নিজেদের ' বলে দাবি করা চাকরিহারাদের প্রতিনিধি দল।

২৫৬৮ তম বুদ্ধ জয়ন্তী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ এপ্রিল ঃ কলকাতাস্থ 'বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা অব ইণ্ডিয়া'র উদ্যোগে ২৫৬৮ তম বুদ্ধ জয়ন্তী দিবস পালন করা হবে আগামি ২৩ মে, সকাল ৭ টায়। বিকেলে রয়েছে কৃপাশরণ হলে মূল অনুষ্ঠান। সেই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হয়ে উপস্থিত থাকবেন শ্রীঅমিয় কুমার সামন্ত (আইপিএস, প্রাক্তন ডিজি, গোয়েন্দা বিভাগ)। সম্মানীয় অতিথি রূপে উপস্থিত থাকবেন অধ্যাপক সাস্বতী মুতসুদ্ধি (পালি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)। সেন্ট জেভিয়াস কলেজের সহকারী অধ্যাপক ডঃ সুব্রত সিনহা এবং ডাঃ পার্থ সারথী মুখোপাধ্যায় এবং বাঁকুড়া থানার আইসি শ্রী অতনু সিনহা। সংস্থার সভাপতি ড. রতনশ্রী মহাথেরও উপস্থিত থাকবেন। সকাল বেলায় সংস্থার পতাকা উত্তোলন এবং মেডিকেল কলেজের রোগীদের ফল বিতরণ অনুষ্ঠানের পর বিকালে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন। রবীঃন্দ্র নজরুল সংগীত অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করবেন ড. দীপা দাস। উপস্থিত থাকবেন সংস্থার সাধারণ সম্পাদক শ্রীঅমলেন্দু চৌধুরী।

ডানকুনিতে ওষুধ ও রাসায়নিকের গুদামে আগুন, বহু ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা

দুরন্ত বার্তা, ডানকুনি, ২৪ এপ্রিল ঃ ডানকুনিতে ভয়াবহ আগুন লাগল একটি ওষুধ ও রাসায়নিকের গুদামে। ভেঙে পড়েছে গুদামের একাংশ। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় চারিদিক, দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে গোটা গুদাম। দমকলের ১০টি ইঞ্জিন আগুন নেভানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। প্রচুর পরিমাণে রাসায়নিক মজুত থাকায়, আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে হিমশিম খাচ্ছেন দমকল কর্মীরা। বুধবার ভোর ৫টা নাগাদ ডানকুনির মোল্লাবেড় এলাকায় ওই গুদামে আগুন লাগে। আগুন লাগার কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। ডানকুনিতে দিল্লি রোডের পাশে ওই ওষুধের গুদামে বুধবার ভোরে আগুন লাগে। সেই সময় গুদামের ভিতরে কয়েক জন কর্মী উপস্থিত ছিলেন। আগুন লেগেছে বুঝতে পেরে তাঁরা দ্রুত বাইরে বেরিয়ে আসেন। খবর যায় দমকল এবং ডানকুনি থানায়। শুরু হয় আগুন নেভানোর প্রক্রিয়া। স্থানীয় সূত্রে খবর, গুদামে মজুত ছিল প্রচুর পরিমাণ কাগজের বাক্স। যা অত্যন্ত দাহ্য। এই কারণে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। দমকলের ১০টি ইঞ্জিন আগুন নেভানোর কাজ করছে। প্রাথমিক ভাবে অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকেই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটে থাকতে পারে।

সন্দেশখালি কান্ডে আরও ১৪ দিন ইডি হেফাজত শেখ শাহজাহানের

দুরন্ত বার্তা, বসিরহাট, ২৪ এপ্রিল ঃ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলার সময় কান্নায় ভেঙে প।ল সন্দেশখালির ত্রাস শেখ শাহজাহান। বুধবার সকালে শেখ শাহজাহানের চোখে জল দেখা গেল, প্রিজন ভ্যানে নিয়ে যাওয়ার সময় স্বল্প সময়ের জন্য পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন সাসপেন্ড হওয়া তৃণমূল কংগ্রেস নেতা শেখ শাহজাহান, তখনই কান্নায় ভেঙে পড়ে সে। ইডি-র হেফাজতের মেয়াদ শেষ হওয়ায় বুধবার সকালে বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হয় সন্দেশখালি মামলার অভিযুক্ত শেখ শাহজাহানকে। আদালত তাকে আরও ১৪ দিনের জন্য এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর হেফাজতে পাঠিয়েছে। এরপর প্রিজন ভ্যানে নিয়ে যাওয়ায় সময় কান্নায় ভেঙে পড়ে শেখ শাহজাহান।

উত্তরপাড়ায় বার্জে ধাক্কা মেরে বসল ডিঙি নৌকা

দুরন্ত বার্তা, উত্তরপাড়া, ২৪ এপ্রিল ঃ গরমের পড়ন্ত বিকেলে গঙ্গায় নৌকা বিহারে বেরিয়ে ছিলেন ছয় বন্ধু। সঙ্গে চলছিল মদ্য পান। কিন্তু সেই দিলখুশ মেজাজ বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। হঠাই বার্জে ধাক্কা মেরে বসল ডিঙি নৌকা! সঙ্গে সঙ্গে উল্টে যায় নৌকাটি। ঝপাত করে নদীতে গিয়ে পড়েন ছয় বন্ধুই। কোনওরকমে সাঁতরে পাড়ে উঠে প্রাণ বাঁচান তাঁরা। এই ঘটনার রেশ এখনও থেকে গিয়েছে। উত্তরপাড়া ও আড়িয়াদহ ঘাটের মাঝখানে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল। সেই সময় নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকজন ব্যক্তি বিষয়টি দেখতে পেয়ে তড়িঘড়ি স্টিমার নিয়ে উদ্ধার করতে ছুটে যান। তাঁদের প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত ওই ৬ যুবক প্রাণে বাঁচেন। পুলিশ সূত্রে খবর, রিষড়া থেকে শনিবার বিকালে চার যুবক ও এক মহিলা একটি ডিঙি নৌকা করে গঙ্গা ভ্রমণে বের হয়েছিলেন। মাঝিকে নিয়ে মোট ছয় জন ছিলেন ওই নৌকায়। যাত্রা শুরুর কিছুক্ষণ পর থেকেই দেদার মদ্যপান শুরু হয়। সন্ধে সাতটা নাগাদ উত্তরপাড়া খেয়া ঘাট ও আড়িয়াদহ ফেরি ঘাটের মাঝখানে গঙ্গায় একটি বার্জে ধাক্কা মারে নৌকাটি। তারপরই উল্টে যায়। নৌকায় থাকা ছয়জনই গঙ্গায় পড়ে যান। সাঁতার কেটে পারের দিকে আসার চেষ্টাও করেন। খেয়া ঘাট থেকে লঞ্চে করে মাঝিরা এসে সবাইকেই উদ্ধার করেন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে খেয়া ঘাটে আসে উত্তরপাড়া থানার পুলিশ। উদ্ধার হওয়া ওই ছয়জনকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। নৌকা ডুবির পর উদ্ধার হওয়া এক যাত্রী বলেন, আমরা ঘুরতে বেরিয়েছিলাম। নৌকায় মদ্যপান করছিলাম। হঠাৎ নৌকাটা উল্টে যায়। তবে উদ্ধার হওয়ার সকল যাত্রী সুস্থ আছেন বলে জানা গিয়েছে।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নতুন অধ্যক্ষ হলেন স্বামী গৌতমানন্দ মহারাজ, ঘোষণা প্রতিষ্ঠানের

দুরন্তবার্তা,হাওড়া, ২৪ এপ্রিল ঃ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নতুন অধ্যক্ষ হলেন স্বামী গৌতমানন্দ মহারাজ। তিনি সহ-অধ্যক্ষ ছিলেন

মঠ এবং মিশনের। বুধবার সাংবাদিক বৈঠকে তাঁর নাম অধ্যক্ষ হিসাবে ঘোষণা করেন মঠ এবং মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী সুবীরানন্দ। স্বামী স্মরণানন্দ মহারাজের মৃত্যুর পর অন্তর্বর্তীকালীন অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্বভার নিয়েছিলেন স্বামী গৌতমানন্দ।রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তরফে জানানো হয়েছে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত শতাব্দীপ্রাচীন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে অধ্যক্ষের পদ কখনও শূন্য থাকে না। গত ৭ এপ্রিল প্রয়াত ষোড়শ অধ্যক্ষের ভান্ডারা অনুষ্ঠানের মাসখানেকের মধ্যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরবর্তী অধ্যক্ষ নির্বাচিত করা হল। তার আগে পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন অধ্যক্ষ হিসাবে কাজ সামলেছেন গৌতমানন্দজি। মঠের তরফে জানানো হয়েছে, অছি পরিষদের সবচেয়ে প্রবীণ সহ-অধ্যক্ষ স্বামী গৌতমানন্দজি। তাঁকেই এ বার অধ্যক্ষ হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছে।স্বামী গৌতমানন্দদ মিশনে যোগ দেন ১৯৫১ সালে। তিনি আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ নেন স্বামী রঙ্গনাথানন্দের কাছে। ১৯৬৬ সালে মঠের দশম অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দের কাছে সন্ন্যাস দীক্ষা নেন। তার পর দীর্ঘ দিন অরুণাচল প্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশে গ্রামীণ আদিবাসী জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের কাজ করেছেন। সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন এবং নয়া দিল্লিতে ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং-এর মতো দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বোর্ডে সাধারণ এবং এগজিকিউটিভ সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

আইইডি বিস্ফোরণ মণিপুরের কাংপোকপিতে

ইমফল, ২৪ এপ্রিল ঃ মণিপুরের কাংপোকপিতে তিনটি শক্তিশালী আইইডি বিস্ফোরণ সংঘটিত করেছে সন্দেহভাজন কুকি জঙ্গিরা। আইইডি বিস্ফোরণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ২ নম্বর জাতীয় সড়ক ও সেতু। ফলে ডিমাপুরের সঙ্গে বন্ধ হয়ে পড়েছে সম্পূর্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থা। ঘটনা মঙ্গলবার রাত প্রায় ১২,২৫ মিনিট নাগাদ সংগঠিত হয়েছে। দ্বিতীয় দফার সংসদীয় নির্বাচনের প্রাক্কালে সংগঠিত এ ধরনের নাশকতামূলক কার্যকলাপে উদ্বিগ্ন রাজ্য প্রশাসন। এদিকে শক্তিশালী বিস্ফোরণের ফর জাতী সড়কে তিনটি বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হযেছে। এলাকায. টহলরত নিরাপত্তা কর্মীরা সড়কের ক্ষতিগ্রস্ত অংশ মেরামত না করা পর্যন্ত ভারী যানবাহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, গতকাল মধ্যরাতে আচমকা বিস্ফোরণের শব্দে তাঁরা আতঙ্কিত হযে. পড়েন। তবে গভীর রাত হওয়ায় জনমানবহীন ছিল জাতীয় সড়কটি। ফলে বিস্ফোরণে কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। ইতিমধ্যে উপজাতীয় সংগঠন ঘটনার নিঃদা করেছে। গ্রামের নবীন-প্রবীণ এবং নাগরিক সংগঠনগুলি একটি জরুরি সভার আহ্বান করেছে। সংগঠনগুলি মণিপুরের অশান্তি নিরসনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরাসরি হস্তক্ষেপ দাবি করে কুকি জঙ্গিদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করার আহ্বান জানিয়েছে। তাঁরা জানান, আজ এ ঘটনা সংঘটিত করেছে কেআরএ নামের জঙ্গি সংগঠন। একইভাবে গত ১৬ এপ্রিল ইউকেএনএ নামের এক সংগঠন কয়েকটি তেলবাহী ট্যাংকরে হামলা করে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। এছাড়া ২০ এপ্রিল ৪০০ কেভি পিজিসিআইএল-এর টাওয়ার ধ্বংস করেছিল কেআরএ।

রয়েছে গরম ও তাপের দাপট, তাপমাত্রা বৃদ্ধির পূর্বাভাস দক্ষিণবঙ্গে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ এপ্রিল ঃ কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই বজায় রয়েছে তাপের দাপট, অত্যধিক গরমে এমনিতেই নাজেহাল অবস্থা বঙ্গবাসীর। এই পরিস্থিতিতে আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানাল, আগামী কয়েকদিনে দক্ষিণবঙ্গজুড়ে আরও বাড়বে গরমের দাপট।কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সমস্ত জেলাতেই তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে। একইসঙ্গে জানানো হয়েছে, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলার তাপমাত্রার পারদও আপাতত ঊর্ধ্বমুখীই থাকবে। আগামী শনিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে তাপপ্রবাহ বজায় থাকবে। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে তাপপ্রবাহের কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। শনিবার পর্যন্ত গরম ও অস্বস্তিকর পরিবেশ বজায় থাকবে। বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৯.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি বেশি।

মায়াপুর ইসকনে অনুষ্ঠিত হল অষ্টম বর্ষ ব্যাপি জনজাতি সম্মেলন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ এপ্রিল ঃ ভারতবর্ষের দশটি রাজ্যের তিন হাজার জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষকে নিয়ে মায়াপুর ইসকনে অনুষ্ঠিত হল অষ্টম বর্ষ ব্যাপি জনজাতি সম্মেলন। এই সম্মেলন চলবে ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত। বিশ্বের যে সমস্ত জায়গায় এখনো শিক্ষার আলো পৌঁছায়নি তাদের দেখার মত কেউ নেই সমাজের মূল স্রোত থেকে অনেকটাই পিছিয়ে। সহজ সরল জীবন যাপনে বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হচ্ছে সেই সমস্ত মানুষদের মধ্যে শিক্ষা স্বাস্থ্য পরিবেশ এবং তারা যাতে জীবনের আদর্শকে পাথেয় করে এগিয়ে যেতে পারে এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেম ধর্মকে অবলম্বন করে মূল স্রোতে ফিরে আসতে পারে। সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষ হিসেবে যাতে নিগৃহীত হতে না হয় সমাজে যাতে মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারে সেই লক্ষ্যে এই জনজাতি সম্মেলন।

রায়দিঘির পুরন্দরপুর গ্রামীন হাসপাতালে চিকিৎসকের অভাব

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ২৪ এপ্রিল ঃ চিকিৎসকের অভাবে চরম সমস্যায় রায়দীঘির পুর ঃদরপুর গ্রামীন হাসপাতাল।নতুন করে চিকিসক সঙ্কট তৈরি হয়েছে রাযদি়ঘির পুর ঃ দরপুর গ্রামীন হাসপাতালে। এখানে তিনজন চিকিসক ছিলেন। কিন্তু একজন চিকিসককে অন্যত্র স্থানান্তর করেছে জেলা স্বাস্থ্য দফতর।ফলে হাসপাতালটিতে বর্তমানে মাত্র দু'জন চিকিসক আছেন।মাত্র দুজন কে দিযে. রোগীদের পরিষেবা দেওযা. কার্যত অসম্ভব হযে. দাঁড়িযেছে।আর এই বিষয় নিয়ে সরব হয়েছেন সন্দরবনের প্রত্যন্ত রায়দিঘি এলাকার মানুষ। প্রশাসনকে জানানো সত্বেও কোনও কাজ হয়নি বলে অভিযোগ। আর চিকিৎসকের অভাবে ডাক্তার দেখাতে এসেও অনেক সময় রোগীদের হাসপাতাল থেকে ফিরে যেতে হচ্ছে বলেও অভিযোগ। প্রতি সপ্তাহে চিকিৎসকদের ৯৬ ঘণ্টা ডিউটি করতে হচ্ছে। আরও একজন চিকিৎসকের অবিলম্বে দরকার এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে।আর এ ব্যাপারে এই হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির সদস্য ভোলানাথ প্রামানিক বলেন, হাসপাতালে চিকিৎসক দেওয়ার জন্য উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন। এলাকার মানুষ চায় দ্রুত এই সমস্যার সমাধান হোক। চিকিৎসক না থাকায় বু কঠিন রোগ নিয়ে আসা রোগীরা অন্য কোথাও চলে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। বিষয়টা নিয়ে তাই অভিযোগ উঠছে।

ভোটের আগে বিজেপির চন্দন দাসের থিম সং এখন সুপারহিট

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২৪ এপ্রিল ঃ ভোটের প্রচারে থিম সং আজকাল সাধারণ বিষয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে তাদের প্রার্থীদের সমর্থনে ইদানিং এমন গান রেকর্ড করা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। রোড শো করে প্রচারে বেরিয়ে সেই গান বাজানো হয়। চন্দননগর সার্কাস মাঠে বিজেপি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ও ও হুগলির সাংগঠনিক দলনেতা সুবীর নাগ নির্বাচনী জনসভায় লকেট চট্টোপাধ্যায়ের সমর্থনে মঞ্চে হাজির হওয়ার আগে সংগীত শিল্পী চন্দন দাস বেশ কয়েকটি গান উপস্থিত করে দর্শক শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের দায়িত্ব পালন করেন। চন্দন একের পর এক পাঁচটি গান করেন। বিজেপির প্রতিটি বড় নির্বাচনী জনসভায় লোকেরা বারবার শুনতে চাইছেন এই গান। যেমন-

১. আরে ওই নীল সাদা হাওয়াই চটি , ২. এবার হাওয়া ঘুরেছে তাই বিজেপি যুব মোর্চা লড়ছে, ৩. ওই চোর চোর অপা টপা মদনা বালু কেষ্ট। তিনি উত্তর কলকাতার এন্টালির আনন্দপালিত রোডের বাসিন্দা। এর আগেও চন্দনের লেখা, গাওয়া গান ঝড় তুলেছিল বাংলায়। সুরে তালে নেই কোন চমক। সহজ সরল মানুষের ভাষায়, মানুষের প্রশ্ন শাসকের মুখের উপর। ভোটের আগে বাংলার শাসকের কাছে হকের জবাব চাওয়া। এবার লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির থিম সং গেয়ে প্রচারের আলোয় চলে এসেছেন চন্দন দাস। এখন প্রতিদিনের রুটিন আশেপাশের সব জেলায় বিজেপির নির্বাচনী প্রচারে যেতে হচ্ছে চন্দনকে। ইতিমধ্যেই চন্দনের গান সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় তুলেছে। এই জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে ঝড় তুলতে মরিয়া বিজেপি।

চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নামে প্রতারণা! মহিলার অভিযোগে গ্রেফতার ২

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ এপ্রিল ঃ সরকারি চাকরি পাইয়ে দেওয়ার লোভ দেখিয়ে প্রতারণার অভিযোগে দুই প্রতারককে গ্রেফতার করল পুলিশ। দক্ষিণ ২৪ পরগনার নরেন্দ্রপুরের বাসিঃদা এক মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে দু'জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতদের নাম- শম্ভুনাথ মিস্ত্রি এবং সমীরণ হালদার। শম্ভুনাথের বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনার হারউড পয়েন্ট কোস্টাল থানা এলাকায় এবং সমীরণের বাড়ি ওই জেলারই কুলপিতে। নরে ঃ দ্রপুর থানা সূত্রে খবর, এক মহিলাকে খাদ্য দফতরে চাকরি দেওয়ার নাম করে তাঁর কাছ থেকে আট লক্ষ টাকা নেয় শম্ভুনাথ এবং সমীরণ। সরকারি নথি জাল করে ওই মহিলাকে ভুয়ো নিয়োগপত্র এবং জাল অর্ডার কপিও দেওয়া হয়। কিন্তু সে গুলি দেখে মহিলার সন্দেহ হয়। যাচাই করে বুঝতে পারেন পুরোটাই ভুয়ো। প্রতারণার শিকার হয়েছেন তিনি। এর পরেই তিনি নরেন্দ্রপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ঘটনার তদন্ত নেমেই দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

অসমে মুসলিম বিবাহ আইন বাতিলের সিদ্ধান্ত

২৪ এপ্রিল ঃ অসমে মুসলিম বিবাহ আইন-১৯৩৫ বাতিল সংক্রান্ত বিষয়ে রাজ্য সরকারের কাছে হলফনামা চেয়েছে গৌহাটি হাইকোর্ট। গৌহাটি হাইকোর্ট অসম সরকারকে একটি নোটিশ জারি করে মুসলিম বিবাহ এবং বিবাহবিচ্ছেদ আইনকে বাতিল করার কারণ ব্যাখ্যা করতে বলেছে। মুসলিম বিবাহ এবং বিবাহবিচ্ছেদ আইনে কেন আপত্তি, সে ব্যাপারে আগামী ২২ জুনের মধ্যে সরকারকে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে গুয়াহাটি উচ্চ আদালত।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, চলতি বছরের ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৫ সালের ' মুসলিম ম্যারেজ অ্যান্ড ডিভোর্স রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট' (অসম মুসলিম বিবাহ এবং বিবাহবিচ্ছেদ নিবন্ধন আইন) বাতিল করতে অসম মন্ত্রিসভা এক সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এ খবর প্রকাশ হওয়ার পর গোটা রাজ্যে মুসলিম সমাজ থেকে শুরু করে কংগ্রেস, এআইইউডিএফ সহ বিরোধী রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে একাংশ কাজি গুয়াহাটি উচ্চ আদালতে অসম সরকারের এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে একটি রিট পিটিশন দাখিল করেছিলেন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ১৪৫ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১২ বৈশাখ, ১৪৩১

মার্কিন গণতন্ত্র কি সাফ?

বিশ্বের গণতান্ত্রিক পরিবেশ নষ্ট করার চেষ্টা করছে আমেরিকা। তারা এখন এমন একজনকে রাষ্ট্রপতি পদের প্রার্থী হওয়ার জন্য বেছে নিতে শুরু করেছেন যিনি দেশের গণতান্ত্রিক পরিবেশকে নষ্ট করে দিয়েছিলেন প্রথম প্রেসিডেন্ট হিসাবে থাকার সময়ে। হ্যাঁ। আমি সেই প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কথাই বলছি। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদের একটি আন্তর্জাতিক মর্যাদা রয়েছে। সেই মর্যাদাকে ধূলায় লুণ্ঠিত করে দিয়েছেন আমেরিকার প্রক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি যখন প্রেসিডেন্ট পদে ছিলেন তখন বহু অন্যায় কাজকে বৈধ বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তার মধ্যে রয়েছে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতের শরণাপন্ন। তিনি চাইছিলেন যে জো বাইডেন যেন প্রেসিডেন্ট পদে বসতে না পারেন। সেই সময়ে এক প্রকার গলা ধাক্কা দিয়ে তাকে বের করে হেওয়া হয়েছিল হোয়াইট হাউস থেকে। তিনি আমেরিকার একজন শিল্পপতিও বটে। তার ফলে আমেরিকার শিল্পপতিদের যে গোষ্ঠী রয়েছে তারাই এখন ফাঁদে পড়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে সমর্থন করছে। ডোনাল্ট ট্রাম্প এখন শিল্পপতি হওয়ার সুযোগকে গ্রহণ করতে শুরু করেছেন। সেই কারণে তিনি শিল্পপতি মহলে তাঁর রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছেন। এবারে তিনি ফৌজদারি মামলায় জড়িয়ে গিয়েছেন। পর্ন তারকা স্টার্মি ড্যানিয়েলের মুখ বন্ধ করতে ২০১৬ সালের নির্বাচনের আগে তিনি বিশাল অঙ্কের ঘুষ দিয়েছিলেন। নিউ ইয়র্কের ম্যানহাটন আদালতে সেই মামলা শুরু হয়েছে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প স্বয়ং। আমেরিকার মতো দেশে যে দেশ সব সময়ে গণতান্ত্রিক শাসনের জয়গান গেয়ে এসেছে সেখানে এখন গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় দুর্নীতি প্রবেশ করতে শুরু করেছে। যে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদ অলঙ্কিত করতেন লিঙ্কন। তিনি দাস প্রথা তুলে দিয়েছিলেন। আমেরিকাতে মানাবধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এমনকী তিনি গণতন্ত্রের একটি আধুনিক সংজ্ঞা স্থাপন করেছিলেন-' বাই দ্য পিপল, অব দ্য পিপল, ফর দ্য পিপল।' এই সংজ্ঞাটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছিল। এমনকী আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদ অলঙ্কিত করেছিলেন জর্জ ওয়াশিংটন। সেই আমেরিকার পদটিকে কলঙ্কিত করতে তৎপরতা দেখাতে শুরু করে দিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি এখন নিজের দোষ ঢাকতে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য ছোটাছুটি করতে শুরু করে দিয়েছেন। কিন্তু বিধির বাম। তিনি যত চেষ্টা করছেন জো বাইডেনকে পরাস্ত করতে সেটা করতে পারছেন না। কারণ আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট কেনেডির পরিবারের সদস্যরা জো বাইডেনকে সমর্থন করতে শুরু করে দিয়েছে। এমনকী বারাক ওবামার পরিবারও জো বাইডেনের পাশে রয়েছে। ফলে জো বাইডেনকে পরাস্ত করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তবে ট্রাম্পের কাছে কোনও কিছুই অসম্ভব নয়। যিনি রাশিয়ার গোপন সমর্থন নিয়ে প্রেসিডেন্ট পদ অধিকার করেছিলেন বলে জানতে পারা গিয়েছিল। যদিও তার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে যদি আমেরিকার পদে ডোনাল্ড ট্রাম্প আবার প্রেসিডেন্ট হয়ে বসে তাহলে বিশ্ব থেকে গণতন্ত্রটা একেবারে ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে।

নেটোর ধীরে চলো নীতি

নেটোর নেতারা ভাবতে শুরু করে দিয়েছেন। চিন এবং রাশিয়া যদি ঐক্যবদ্ধ থাকে তাহলে সেখানে আমেরিকার মতো শক্তিধর রাষ্ট্র একেবারে ধূলোর মতো উড়ে যাবে। আমেরিকা তখন শক্তিহীন দেশে পরিণত হবে। নেটোর শক্তি খর্ব হতে থাকবে। এদিকে গোটা ইউরোপ পরিস্কার করে বলে দিয়েছে রাশিয়াকে ইউক্রেনের স্থলভাগ ত্যাগ করতে হবে। ইউক্রেনের স্বাধীনতাকে একেবারে খর্ব করা চলবে না। এদিকে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে সংসদে বক্তব্য রাখলেন বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্কর। তিনি পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন জাতীয় স্বার্থের কথাকে ভেবেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। যুদ্ধ হিংসা বন্ধের আর্জি ভারত থেকে করা হয়েছে উভয় পক্ষকেই। ভৌগলিক অখণ্ডতা, সার্বভৌমত্ব এবং শান্তি বজায় রাখার পক্ষে রয়েছে ভারত। ইউক্রেন পরিস্থিতির কারণে ভারত আমেরিকার সম্পর্ক নষ্ট হবে না বলে তিনি জানান। গত তিন সপ্তাহ ধরে রাশিয়ার নাম না করে ভৌগলিক অখণ্ডতার কথা বলে আসছে ভারত। কূটনৈতিক মহল থেকে জানতে পারা গিয়েছে যে আমেরিকা সরাসরি রুশ বিরোধিতা করার জন্য ভারতের ওপরে চাপ সৃষ্টি করতে শুরু করেছে। রাষ্ট্রপুঞ্জে রাশিয়ার আনা প্রস্তাবে ভারত নিরব ছিল। নিরাপত্তা পরিষদের মোট বারোটি দেশ ইউক্রেনবাসীর সঙ্কট নিয়ে আনা মস্কোর প্রস্তাবে ভোটদানে সামিল হয়নি। রশিয়ার সঙ্গে থেকেছে বেলারুশ, সিরিয়া এবং উত্তর কোরিয়া। কিন্তু চিন এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছে। রাশিয়ার প্রস্তাবে বলা হয়েছে ইউক্রেন বসবাসকারী মানুষেরা যাতে নিরাপদে দেশের বাইরে যেতে পারে তার ব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার। মানবিক সাহায্য যেন তারা পায় তার দিকে লক্ষ্য রাখা। এদিকে আমেরিকার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে রাশিয়া যদি এই দিকে লক্ষ্য রাখতো তাহলে তারা আগেই যুদ্ধ থামাতো। কিন্তু তা না করে যুদ্ধবিরতির সময়েও তারা গোলাবর্ষন চালিয়ে গিয়েছে। ইউক্রেন পরিস্থিতি ভারতকে উদ্বেগ বৃদ্ধি করতে শুরু করে দিয়েছে। ভারত মনে করে আলোচনার পথ ধরে ইউক্রেন সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। তার জন্য প্রয়োজন দুই পক্ষকে বৈঠকে বসা। নিঃশর্তভাবে যুদ্ধবিরতি গ্রহণ করলে তবেই যুদ্ধ থামানো যেতে পারে বলে বিশ্বাস করে ভারত। কিন্তু কোনও পক্ষ যাদের অস্ত্র প্রয়োগ থামাতে রাজি নয়।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র ঠাকুর বলেন, শুধু ধর্ম করলে চলবে না। ধর্ম থেকে আদর্শকে গ্রহণ করতে হবে। শুধু পুজো করলে চলবে না।

পুজোর মধ্যে দিয়ে মানব সেবাকে গ্রহণ করতে হবে। তবেই মানুষ মহান হতে পারবে। মানুষ নিজের জীবনটাকে শ্রেষ্ঠ করতে পারবে। ধর্ম কর্ম করলে মনটা শুদ্ধ থাকে। পবিত্র থাকে। মনটাকে পবিত্র করতে হবে। শুদ্ধ করতে হবে। জীবনটা যদি শুদ্ধ না হল তাহলে পুজোপাঠ করে কী লাভ। মায়ের শক্তিকে ধারন করতে হবে। জাগরিত করতে হবে মন শক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনকে শুদ্ধি করতে হবে।পাপ থেকে মনটাকে দূর করতে হবে।

তারাপীঠের বামাক্ষ্যাপা

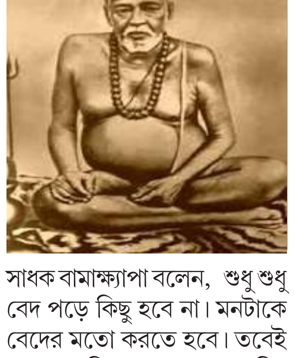

সাধক বামাক্ষ্যাপা বলেন, শুধু শুধু বেদ পড়ে কিছু হবে না। মনটাকে বেদের মতো করতে হবে। তবেই বেদ পড়ে কিছু গ্রহণ করতে পারবি। ধর্ম করলে চলবে না। ধর্ম থেকে আদর্শকে গ্রহণ করতে হবে। শুধু পুজো করলে চলবে না। পুজোর মধ্যে দিয়ে মানব সেবাকে গ্রহণ করতে হবে। তবেই মানুষ মহান হতে পারবে। মানুষ নিজের জীবনটাকে শ্রেষ্ঠ করতে পারবে। ধর্ম কর্ম করলে মনটা শুদ্ধ থাকে। পবিত্র থাকে। মনটাকে পবিত্র করতে হবে। শুদ্ধ করতে হবে। মায়ের শক্তিকে ধারন করতে হবে। জাগরিত করতে হবে মন শক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনকে শুদ্ধি করতে হবে। পাপ থেকে মনটাকে দূর করতে হবে। জাগাতে হবে মনের মধ্যে থাকা সৎ শক্তিকে। জাগরিত করতে হবে মানবশক্তি। শুধু নিজেকেই শক্তিধারক বা বাহক করলে চলবে না। শক্তির প্রয়োগ করতে হবে। দুর্বলকে রক্ষা করতে হবে। অত্যাচারির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। পরাস্ত করতে হবে অশুভ শক্তিকে। শুভ শক্তিকে জাগরিত করতে হবে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কে ভারত এখনও 'শান্তির অভয় বাণী'কে প্রচারের মুখ্য অস্ত্র বলে মনে করে থাকে

রবীন্দ্র কুমার শীল

গুলেদানন্দের তত্ত্বের মধ্যে এবারে এসে পড়েছে আন্তর্জাতিক, জাতীয় এবং প্রাদেশিক রাজনৈতিক চিন্তাধারা। তিনি মনে করেন আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক রাজনৈতিক চিন্তার বিকাশ খুবই অল্প পরিসরে গড়ে ওঠে। জাতীয় রাজনৈতিক চিন্তার পরিধি ব্যাপক। আর আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বা কূটনীতির চিন্তাধারার পরিবেশ এত বেশি ব্যাপক এবং পরিবর্তনশীল যে ক্ষণে ক্ষণে কৌশল পরিবর্তন করতে হয়। সেই কারণে ভারতের বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্কর খুবই নাম করেছেন কূটনীতিকে হিসাবে। তিনি আন্তর্জাতিক রাজনীতির চরিত্রটাকে বোঝেন এবং সেই মতো সিদ্ধান্ত গ্রহণ তিনি করে থাকেন। যেমন পুতিনের সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী দেখার হলে মোদি বলেছিলেন, এটা যুদ্ধের সময় নয়। এই মন্ত্রটা নাকি আগেই বলে দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রীকে বিদেশমন্ত্রীই। প্রধানমন্ত্রী যখনই বিদেশ সফরে যান তখনই তাঁর সঙ্গে বিদেশ মন্ত্রী এবং বিদেশ মন্ত্রকের অধিকর্তা সঙ্গী হন। তার কারণ হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীকে ইদানিং বিদেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করানো এবং বিদেশের কাছে বর্তমান ভারতের বৈদেশিক নীতিটাকে পরিস্কার করে দেওয়া। রুশ ইউক্রেন যুদ্ধ চলার সময়ে ভারত রাশিয়ার দিকে যেমন রয়েছে ঠিক তেমনি আমেরিকার দিকেও ঝুঁকে রয়েছে। একটি আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ব্যালান্স তৈরি করার চেষ্টা করে থাকে বরাবরই ভারত। সেই কারণে বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রে কাছে ভারত একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি ভারতের ওপরে নির্ভর করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট কতবার যে তাদের বিদেশ মন্ত্রীকে ভারতে পাঠিয়েছে ভারতে তার ইয়াত্তা নেই। এমনকী তিনি স্বয়ং জাপানে উপস্থিত হয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেছেন রাশিয়াকে বোঝাতে যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য। ভারত পরিস্কার করে বলে দিয়েছে তারা যুদ্ধের বিরুদ্ধে সেটা রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনকে বারবার বলা হয়েছে। কিন্তু রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন কারোর কথা কান দিতে রাজি নন। সেই কারণে ভারত এই যুদ্ধকে থামাতে মধ্যস্থতা করছে না। সবাই যদি অস্ত্র ধরে বসে থাকে তাহলে ভারত কাকে বারণ করবে? ভারত যদি মধস্থতা করে তাহলে কাউকে না কাউকে ভারতের কথা তো শুনতে হবে। রাশিয়া যদি ভারতের কথায় কান না দেয় এবং আমেরিকা ভারতের ওপরে চাপ সৃষ্টি করতে শুরু করে তাহলে ভারতে চুপ করে থাকা ছাড়া আর কোনও পথ খোলা থাকে না। ভারতে জি-২০ সম্মেলনে বারবার রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের কথা উঠে এসেছিল। সেই সময়ে বিশ্বের ২১টি রাষ্ট্রের নেতারা উপস্থিত ছিল নয়াদিল্লিতে। বাংলাদেশকে অতিথি রাষ্ট্র হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল। এবং দক্ষিণ আফ্রিকাকে জি-২০ সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করা অধিকার দেওয়া হয়। তাহলে দেখতে পাওয় যাচ্ছে যে ভারত বেশ কূটনৈতিক জগতে দক্ষতা অর্জন করতে শুরু করেছে। সেখানে সব রাষ্ট্র নেতাদের সমানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন ভারত কারোর ক্ষতি চায় না। ভারত চায় সব রাষ্ট্রের উপকার হেক। সবাই এমন পথ গ্রহণ করুক যাতে করে বিশ্বের লাভ এবং উন্নতি সাধন হতে পারে। ভারত একটি ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। ভারতে নির্দিষ্ট কোনও ধর্মকে রাষ্ট্র ধর্ম বলে গ্রহণ করেনি। ভারতে সব ধর্মের লোকেরা স্বাধীনভাবে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান করতে পারে। সেই কারণে ভারতে ওপরে বিশ্বের সব ধর্মের মানুষেরা বিশ্বাস রাখতে শুরু করেছে। রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের মূল সুরটা লুকিয়ে রয়েছে শক্তির প্রকাশের মধ্যে। রুশ ইউক্রেন যুদ্ধ হচ্ছে শক্তির প্রকাশ। রাশিয়া তার শক্তিকে প্রকাশ করতে চায়। আর গোটা ইউরোপ তার শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। উভয় দেশ যদি তাদের শক্তিকে প্রকাশ করার জন্য অস্ত্র ধরতে শুরু করে তাহলে সেই যুদ্ধ কোনও কালেও থামবে না। ক্রমশ তা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। ইতিমধ্যে আমেরিকা ইউক্রেন, তাইওয়ান এবং ইজরায়েলকে আর্থিক অনুদান দেওয়ার ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছে। তার ফলে দেখা দিতে শুরু করেছে বিশ্ব রাজনৈতিক উত্তেজনা। ইউক্রেন, ইজরায়েল, তাইওয়ান সংঘাত আসলে বৃহৎ রাষ্ট্র শক্তির লড়াই। এই লড়াইয়ের সঙ্গে ভারত জড়িত হতে চায় না। ভারত সব সময়ে চেষ্টা করছে যে দুই বৃহৎ শক্তির সঙ্গে লড়াই না করে কীভাবে

সমঝোতার মধ্যে দিয়ে একটি আপোষ মীমাংসা করে দেওয়া যেতে পারে। সেই দিকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। ফলে আজকে দুনিয়ায় দুটো যুদ্ধ চলছে। একটি হচ্ছে ইউক্রেন এবং অপরটি হচ্ছে ইজরায়েল। দুটো যুদ্ধের মধ্য মণি হচ্ছে আমেরিকা। তার ফলে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে বিরোধী বিশ্ব শক্তিগুলো আমেরিকার প্রভাবকে একেবারে বিনষ্ট করে দেওয়ার জন্য তৎপরতা দেখাতে শুরু করেছে। চিন বাকি থাকছে না। চিন যুদ্ধ করছে না বটে। কিন্তু পরোক্ষভাবে সে সারা বিশ্বের ওপরে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছে এবং ভারতকে কোনঠাসা করে দেওয়ার মতলব তৈরি করতে শুরু করেছে। ভারতকে যদি কোনঠাসা করে দেওয়া সম্ভব হয় তাহলে কেল্লা ফতে। চিন তখন এশিয়ার ওপরে খবরদারি করতে শুরু করবে। আমেরিকা তখন কোনও কথা বলবে না। রাশিয়া তখন চুপ করে বসে থাকবে। আগে আমেরিকার ওপরে চিন প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছে। আমেরিকার বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে চিন আর্থিক সহায়তা দিতে শুরু করেছে। সেখানে চিন আর্থিক সহায়তা করে গবেষণা কাজে ছাত্রদের উৎসাহিত করতে শুরু করেছে। চিন আমেরিকার সঙ্গে কোনও সংঘাত চাইছে না। ঠিক একইভাবে ব্রিটেনে চিন প্রবেশ করতে চেয়েছিল। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার চিনকে সেখানকার শিক্ষা প্রাঙ্গনে প্রবেশ করতে দেয়নি। তার ফলে চিন ব্রিটেনের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে নাক গলাতে পারছে না। এদিকে চিন ভারতকে কোনঠাসা করতে মলদ্বীপকে হস্তগত করতে শুরু করেছে। চিনপন্থী সেখানকার প্রেসিডেন্ট মইজ্জুর এখন ভারতকে ত্যাগ করে চিনের দিকে ঝুঁকে পড়তে শুরু করেছে। ভারতীয় সেনাদের সেখান থেকে সরিয়ে দিয়েছে। তার ফলে চিন অতি সহজেই ভারত মহাসাগরে প্রবেশ করতে পারছে। চিন আবার শ্রীলঙ্কার একটি বন্দর লিজ নিয়েছে। তার ফলে সেখানে চিন জাহাজ পাঠাতে শুরু করেছে। এখন চিন সামরিক জাহাজ পাচ্ছে না বটে। তবে আগামি দিনে চিন ঠিক যুদ্ধ বা সামরিক জাহাজ পাঠাতে থাকবে। তার ফলে ভারত মহাসাগর এবং প্রশান্ত মহাসাগরে সামরিক তৎপরতা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। আমেরিকাও ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয়। তারাও তখন যুদ্ধ জাহাজ পাঠাতে থাকবে। তার ফলে প্রশান্ত মহাসাগর, ভারত মহাসাগর অঞ্চল সামরিক অঞ্চলে পরিণত হবে। এটা তো গেল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বর্তমান এবং ভবিষ্যত অবস্থা। এর পরে রয়েছে জাতীয় রাজনীতির অবস্থা। সেখানেও গুলেদানন্দ মহারাজ নিজের মতামত ব্যক্ত করছেন। আসলে গুলেদানন্দ মহারাজ গুল দিলেও তিনি রাজনীতি পর্যবেক্ষণে যে বেশ পোক্ত তা কাউকে বলে দিতে হবে না। আমরা তো তার কাছে বাচ্চা বলা যেতে পারে। জাতীয় রাজনীতিতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে বিরোধী দল শক্ত শালী নয়। বিরোধী দল হচ্ছে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মেরুদণ্ড। সেই মেরুদণ্ডের বড়ই অভাব দেখা দিতে শুরু করেছে। লোকসভার নির্বাচন ভারতে শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু বিরোধী দল কোনও রকমভাবে নিজেদের পায়ে উঠে দাঁড়াতে পারছে না। তার ফলে শাসক দল এবারে বাড়তি সুযোগ পেয়ে গিয়েছে। এই মুহূর্তে ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে দুটো দলই সর্বভারতীয় তকমার অধিকারী। একটি হচ্ছে বিজেপি এবং অপরটি হচ্ছে কংগ্রেস। আর সব আঞ্চলিক দল। তারা চেষ্টা করছে সর্বভারতীয় দলে রূপান্তরিত হতে। কিন্তু পারছে না। যার ফলে বিজেপি এখন ভারতীয় রাজনীতি তথা প্রশাসনিক ব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থান করছে। বিজেপি বিকল্প কোনও দল তৈরি হতে পারলো না আগামি দশ বছরেরর মধ্যে। ফলে এখন দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিই ভারতের জাতীয় স্তরের মুখ হয়ে দেখা দিতে শুরু করেছেন। তিনি বলতে শুরু করেছেন যে আগামি দিনে মহান ভারত গড়ে তোলার পক্ষে পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। তিনি বলেছেন যে যেসব মন্দিরগুলি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল তার পূনর্নির্মাণ হবে। বিজেপি দল ইতিমধ্যে বলতে শুরু করেছে পাঁচশো বছর ধরে কংগ্রেস অযোধ্যায় রাম মন্দির গড়তে পারেনি। বিজেপি দল এসে সেই রাম মন্দির নির্মাণ করেছে। কংগ্রেস দল ইতিমধ্যে 'ভারত জোড়ো ন্যায়' যাত্রা সমাপ্ত করে লোকসভায় অংশ গ্রহণ করেছে। জোট ইণ্ডিয়া তৈরি করতে চেয়েছিল বিরোধী দলের নেতারা। তারা বিজেপি দলের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এই জোট ইণ্ডিয়াকে কার্যকরী করে তোলার চেষ্টা রত ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা করতে পারলো না। সফল হল না জোট ইণ্ডিয়ার উদ্দেশ্য। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে কোন দলও স্বার্থ ত্যাগ করতে পারেনি। স্বার্থ ত্যাগ করতে পারলে বিজেপি বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী জোট তৈরি করা সম্ভব হতো। সেটা হতে পারলো না। বিজেপি বিরোধী জোট করতে এগিয়ে এসেছিলেন তৃণমূল নেতা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ব্যর্থ হতেই সেই স্থান গ্রহণ করেছিলেন বিহারের মুখমন্ত্রী নীতীশ কুমার। কিন্তু তিনি তো সব দেখে শুনে বিজেপির হাত ধরে ফেললেন। কংগ্রেসের সঙ্গে দোস্তির পাট চুকিয়ে দিলেন। তার ফলে জোট ইণ্ডিয়া একেবারে মুখ খুবড়ে গিয়ে রাস্তায় পড়ল। এবারে লোকসভার নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে চারশোটি আসন গ্রহণ করে বিজেপি দল নয়া সরকার তৈরি করবে। রাম মন্দির দিয়ে তিনি উত্তর এবং দক্ষিণ ভারত জয় করতে চান। একেবারে ঔরঙ্গজেব কৌশল। যেভাবে মোঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেব তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন ভারতবর্ষে ঠিক সেই রকমভাবে প্রধানমন্ত্রী মোদি ভারত জয় করতে চান। কোনও তফাৎ নেই মোদি এবং ঔরঙ্গজেবের মধ্যে। আগে ছিল রাজতন্ত্র। এখন তা ভেঙে হয়েছে গণতন্ত্র। আগে রাজার ছেলে রাজা হতো। এখন নির্বাচনে জয়ী হয়ে সরকারি গদি লাভ করে। প্রধানমন্ত্রী মোদি আবার পরিবারতন্ত্রের বিরোধী। তিনি পরিবারতন্ত্রকে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারেন না। মন্ত্রী ছেলে মন্ত্রী হবে এটা কিন্তু গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা সুলক্ষণ নয়। সেই কারণে প্রধানমনন্ত্রী মোদি বারবার পরিবারতন্ত্রের বিরোধিতা করতে শুরু করেছেন। কংগ্রেস আবার রাহুল গান্ধিকে মুখ করে লড়াই করার ইচ্ছা প্রকাশ করতে শুরু করেছে। যদিও জাতীয় কংগ্রেসের বর্তমান সভাপতি মল্লিকার্জ্জুন ঘড়্গো। তবুও তিনি বলতে গেলে কাঠের পুতুল। কারণ সব কিছুই রাহুল তৈরি করে দিচ্ছেন। মল্লিকার্জ্জুন খড়্গে সেখানে শুধু মাত্র শিলমোহর দিচ্ছেন। শিলমোহর দেওয়াই তাঁর একমাত্র কাজ। সেখানে প্রধানমন্ত্রী মোদির মাথার ওপরে এখন আর কেউ নেই। তিনি যা বলবেন তাই বিজেপি দলকে মেনে চলতে হবে। তিনি এখন দলের সর্বাধিনায়ক হয়ে রয়েছেন। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির ভারতীয় নীতি নির্দ্ধারক হচ্ছে দামোদর দাস নরেন্দ্র মোদি। তাঁর বিকল্প কেউ নেই বলতে গেলে চলে। রাহুল একন পর্যন্ত মোদির বিকল্প হিসাবে নিজেকে জনগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি বলে বহু রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করে থাকেন। গুলেদানন্দ এ ব্যাপারে কী মত তা অবশ্য জানা যায়নি। তিনি কোনও বিতর্কিত মন্তব্যে বা রাজনৈতিক মতের মধ্যে না গলান না। নিরপেক্ষ থাকেন। ভেটো দেওয়ার ক্ষমতা থাকলেও তিনি কিন্তু ভেটো দিয়ে তাকে কেঁচোয় পরিণত করতে চান না।

বারাণসী কড়চা ঃ মহাকবি তুলসীদাসও কবিরচৌরায় হনুমানের মূর্তি স্থাপন করেন

জয়দেব দাস, কাশী
(পূর্ব প্রকাশের পর)

মন্দিরে স্থাপিত মূর্তি, মনসাপুরণ হনুমান নামে পূজা করা হয়। যুবকদের জাগ্রত করার লক্ষ্যে, গোস্বামীজী হনুমান ফটক অঞ্চলে হনুমানের এক ক্ষুদ্রাকৃতির মূর্তি স্থাপন করেন। নীচিবাগে, গোস্বামীজী শিশু হনুমানের মন্দিরকে বীরত্বপূর্ণ চেতনায় সজ্জিত করেছিলেন এবং অভয়দাতার মুদ্রা প্রদান করেছিলেন। মূর্তির পায়ের নিচে নরকাসুরের মূর্তি রয়েছে। ধর্মান্তরের সন্ত্রাসের সময়, গোস্বামী তুলসীদাস কবিরচৌরায় বীরত্বপূর্ণ ভঙ্গিতে হনুমানের মূর্তিও স্থাপন করেছিলেন। অসি ঘাটে অবস্থানকালে তুলসীদাস দুর্গা মন্দির এলাকায় বত'কটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সেনাপতি হনুমান রূপে তাঁর খ্যাতি। নড়িয়া অঞ্চলে মঙ্গল করণ হনুমানকে স্থান দেন। বলা হয়ে থাকে, গৌরাঙ্গ ঘাট বর্তমানে চৌকি ঘাট নামে পরিচিত সেখাকার হনুমান মূর্তিও তারই স্থাপন করা। তুলসীদাস তুলসীঘাটে তার প্রাঙ্গনে হনুমত প্রভুর দক্ষিণমুখী মূর্তিটি সজ্জিত করেছিলেন এবং আজীবন তাঁর পায়ের কাছে বসে ধ্যান করে দেহ রাখেন। কাশী নগরীতে ২০০ থেকে অধিক হনুমান মন্দির রয়েছে। সঙ্কটমোচন হনুমান মন্দির অন্যতম। সঙ্কটমোচন হনুমান মন্দির হল ভারতের উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের বারাণসী শহরে অবস্থিত একটি হিন্দু মন্দির। এটি হিন্দু দেবতা হনুমানের মন্দির। অসী নদীর তীরে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে এই মন্দিরটি অবস্থিত। মন্দিরের বর্তমান স্থাপত্যটি শিক্ষাবিদ, স্বাধীনতা সংগ্রামী তথা কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের দ্বারা নির্মিত। কথিত, এই মন্দিরটি যেখানে নির্মিত হয়

পেয়েছিলেন। বাল্মীকি- রামায়ণের অবধি-সংস্করণ রামচরিতমানস গ্রন্থের রচয়িতা তুলসীদাস এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রচলিত লৌকিক বিশ্বাস অনুসারে, এই মন্দির যাঁরা নিয়মিত দর্শন করেন, তারা হনুমানের আশীর্বাদ পান। ২০০৬ সালের ৭ মার্চ মন্দিরে আরতি চলাকালীন তিনটি বোমা বিস্ফোরণ হয়। এই সময় মন্দিরে অসংখ্য দর্শনার্থী উপস্থিত ছিলেন এবং একটি বিয়ের অনুষ্ঠান চলছিল। বিস্ফোরণের পর উপস্থিত দর্শনার্থীরাই ত্রাণের কাজে এগিয়ে আসে। পরদিন থেকে অবশ্য মন্দিরের দৈনন্দিন পূজার কোনও ব্যাঘাত ঘটেনি। জঙ্গি হামলার পর থেকে মন্দিরের মধ্যে স্থায়ী পুলিশ চৌকি বসানো হয়েছে। প্রতি মঙ্গলবার ও শনিবার ভক্তেরা এই মন্দিরে হনুমানের বিশেষ পূজা দিয়ে থাকেন। হিন্দু জ্যোতিষ মতে, হনুমান দুষ্ট গ্রহ শনিকে দমন করেন। তাই অনেক হিন্দু শনির দোষ বা অন্যান্য গ্রহদোষ খণ্ডন করার জন্য এই মন্দিরে পূজা দেন। হনুমান জয়ন্তী এই মন্দিরের প্রধান উৎসব। এই উৎসব উপলক্ষে দুর্গামন্দিরের নিকটবর্তী দুর্গাকুণ্ড থেকে হনুমান মন্দির পর্যন্ত এক বিশাল শোভাযাত্রা বের হয়। সংকট মোচন সঙ্গীত উৎসবের ১০১তম অনুষ্ঠান প্রতি বছরের মত এই বারেও অনুষ্ঠিত হবে, এই বার্তাই দিলেন মন্দির কর্তৃপক্ষ। ২৭ এপ্রিল থেকে ২রা মে পর্যন্ত সংকট মোচন সঙ্গীত ভারত ও বিদেশে বিখ্যাত ছয় দিনব্যাপী এই উৎসবে ৪৪টি সাংগীতিক উপস্থাপ থাকবে। হনুমত দরবারে শতাধিক শিল্পী উপস্থিত থাকবেন। যুবশক্তি ও অভিজ্ঞতার সমন্বয় থাকছে এই বিশিষ্ট সঙ্গীতানুষ্ঠানে। অনুষ্ঠানে ১০ জনেরও বেশি পদ্ম পুরস্কারপ্রাপ্ত ও স্বনামধন্য শিল্পী উপস্থিত থাকবেন এবং তরুণ প্রতিভাদেরও সুযোগ দেওয়া হবে। বলিউড খ্যাত প্লেব্যাক গায়িকা কবিতা কৃষ্ণমূর্তি প্রথমবারের মতো এই অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। পন্ডিত রতিকান্ত মহাপাত্র, বিশ্বমোহন ভট্ট, পন্ডিত সজন মিশ্র, অনুপ জালোটা, শিবমণি, মালিনী অবস্থি মত শিল্পীদের উপস্থিতি অনুষ্ঠানকে এক অন্য মাত্রা দেবে বলে মনে করা হচ্ছে। পদ্মশ্রী রাজেশ্বর আচার্য বলেন, মন্দিরে ভজন-কীর্তন এবং প্রার্থনাই হল সঙ্গীতের একমাত্র রূপ। কাশী বিশ্বনাথের প্রাঙ্গন বারাণসীতে সংকট মোচন মন্দির দ্বারা একটি সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই আচারে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রবীণ শিল্পীরা হনুমত প্রভুর চরণে সুর-রাগ পরিবেশন করতে আসেন। গোস্বামী তুলসীদাসের সময় থেকেই শ্রী সংকট মোচন মন্দিরে সঙ্গীত পরিবেশনের প্রথা চলে আসছে। ২৭ এপ্রিল থেকে শুরু হচ্ছে বার্ষিক সংকটমোচন সঙ্গীত সমারোহ। গানের বিভিন্ন দিক উপস্থাপনায় ভরপুর এই শতাব্দী প্রাচীন অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানের দীর্ঘ যাত্রার সংক্ষিপ্ত বিবরণ..... মহন্ত পরিবার এই অনুষ্ঠানের প্রেরক, ১০১ বছর আগে ১৯২৩ সালে এই অনুষ্ঠানের আরম্ভ। শিল্পীদের সুশৃঙ্খলভাবে মন্দিরের বারান্দায় সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য একটি মঞ্চ সরবরাহ করা হয়। পাখাওয়াজ বাদক অমরনাথ মিশ্র যখন মন্দিরের মহন্ত নিরবাচিত হন, তখন তবলা বাদক পন্ডিত কিষাণ মহারাজ, সরদ বাদক জতিন ভত্তাচারজ, তবলা বাদক পন্ডিত আশুতোষ ভট্টাচার্যকে সঙ্গে নিয়ে দল গঠন করেন। মহন্ত প্রফেসর ড. বীরভদ্র মিশ্র ১৯৭০-এর দশকে এই অনুষ্ঠানের সঞ্চালনার ভার পান। ১৯৭১-৭২ সালে পন্ডিত জসরাজের বড় ভাই পন্ডিত মনিরাম নিজের সঙ্গীত পরিবেশন করেন। ১৯৭৪ সালে, পন্ডিত জসরাজ সংস্কৃত শ্লোক দিয়ে ভারতীয় সঙ্গীত দ্বারা পূজা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭৭-৭৮ সালে, অনুষ্ঠানটি চার দিনের জন্য অনুষ্ঠিত হতে শুরু করে, যা পরে পাঁচ দিনে পরিবর্তিত হয় এবং অ-সনাতনী সঙ্গীত সাধকরা ভক্তিমূলক পরিবেশনার সুযোগ পান। উপশাস্ত্রীয় গানের আরম্ভ হতে পাকিস্তানের গায়ক গুলাম অলি নিজের সঙ্গীতাঞ্জলি নিবেদন করেন। বর্তমান মহন্ত পাখাওয়াজ বাদক অধ্যাপক ড. বিশ্বম্ভরনাথ মিশ্র এই আয়োজনকে আরও বিস্তারিত করার চেষ্টা করছেন। প্রো. বিশ্বম্ভরনাথ মিশ্র রবিবার তাঁর তুলসীঘাটের বাড়িতে এক সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানান। তিনি জানান, প্রথম দিন পদ্মভূষণ পণ্ডিত সাজন মিশ্র তাঁর ছেলে স্বরাংশের সঙ্গে উপস্থিত থাকবেন। দ্বিতীয় নিশায় শিবমণি ও ইউ রাজেশ ড্রাম ও ম্যান্ডোলিনের তালে যুগলবন্দী পরিবেশন করবেন। পদ্মভূষণ পণ্ডিত রাজন মিশ্রের পুত্র রীতেশ ও রজনীশ তৃতীয় রাতের ভোরে হনুমতের চরণে নিজেদের সঙ্গিত পরিবেশন করবেন। অনুষ্ঠানের তৃতীয় ও ষষ্ঠ নিশায় আটজন এবং বাকি প্রত্যেকটি রাতে সাতটি করে সাঙ্গিতিক উপস্থাপনা থাকবে।

শান্তিনিকেতনে গানের ডাক পান কানন দেবী

বিশেষ প্রতিবেদক

সৌন্দর্য, ব্যক্তিত্ব আর গুণ; এই তিনের দারুণ এক কম্বিনেশন ছিলেন কানন দেবী। তাঁকে বলা হয় ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রথম নায়িকা। শুধু তা-ই নয়, বাংলা চলচ্চিত্রে তাঁকেই প্রথম তারকা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। প্রথম 'ব্র্যান্ডেড' নায়িকা কানন দেবী; এমনও বলেন কেউ কেউ; সুচিত্রা সেনের আগের 'সুচিত্রা' কানন দেবী। যদিও দু'জনের যাপিত জীবন, পারিবারিক অবস্থা; কোনো কিছুরই মিল নেই। আত্মজীবনী 'সবারে আমি নমি'-তে অনেক কথা বলে গেছেন তিনি। তাঁকে নিয়েও অনেক গল্প প্রচলিত। মা-বাবা নেই, খাওয়াপরা নেই, ঝি-গিরি করে, দুয়ারে দুয়ারে মাথা ঠুকে কানন থেকে কানন বালা, তারপর কানন দেবী হওয়া বাংলা সিনেমার সবচেয়ে আশ্চর্য সাফল্যগাথা। তাঁর জীবনের গল্পটিই যেন অতি দুঃখের কোনও বাংলা সিনেমা। একের পর এক বাঁধা পেরিয়েছেন তিনি। বাঁচার অবলম্বন হিসেবে যখন অভিনয়কে বেছে নিতে হলো, তখন অভিনয়কেই তিনি তাঁর জীবন, জীবিকা, ধ্যান ও জ্ঞান হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। দারিদ্র্যের কারণে মাত্র ১০ বছর বয়সে, ম্যাডানের স্টুডিওতে গিয়ে অডিশন দিয়ে নির্বাচিত হন নির্বাক চলচ্চিত্র 'জয়দেব'-এ অভিনয়ের জন্য। জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত নির্বাক ছবি 'জয়দেব'-এ রাধার ভূমিকায় অভিনয়ের মাধ্যমে কানন দেবীর শিল্পী জীবন শুরু হয়। ১৯২৬ সালের ২৫ ডিসেম্বর ছবিটি মুক্তি পায়। এরপর ১৯২৭ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ইন্ডিয়ান সিনেমা আর্টস প্রযোজিত এবং কালীপ্রসাদ ঘোষ পরিচালিত নির্বাক ছবি 'শঙ্করাচার্য'-তে বালিকা কানন অভিনয় করেন। ১৯৩১ সালে প্রথম সবাক বাংলা ছায়াছবি 'জামাইষষ্ঠী' মুক্তি পায়। 'ম্যাডান থিয়েটার'-এর দ্বিতীয় স্বল্প দৈর্ঘ্য

সবাক ছবি 'জোরবরাত'-এর জন্য সুন্দরী ও সুকণ্ঠী নায়িকার প্রয়োজন। ছবির পরিচালক জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় কাননকে ডেকে পাঠালেন। কানন নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করলেন মিস কাননবালা নামে। এরপর ১৯৩১ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'ঋষির প্রেম', 'প্রহ্লাদ' এবং ১৯৩২ সালে 'বিষ্ণুমায়া' ছবিতে অভিনয় ও গান করেন। এরপর শুধুই এগিয়ে যাওয়া। আধুনিক গান ও রবীন্দ্রসংগীতে কানন দেবীর অসাধারণ দখল ছিল। কানন দেবীর গাওয়া 'আমি বনফুল গো', 'তুফান মেইল যায়,' 'যদি ভালো না লাগে তো দিও না মন', 'ঘর যে আমাকে ডাক দিয়েছে', 'তোমারে ভুলতে পারি না', 'ফেলে যাবে চলে যাবে তুমি জানি'- অথবা রবীন্দ্র সংগীত 'আজ সবার রঙ্গে' বা 'তার বিদায়বেলার মালাখানি' গানগুলো শুনলে বুঝা যাবে, কণ্ঠ শিল্পী হিসেবে তিনি কত উঁচু দরের ছিলেন। অবশ্য এই পথ মোটেও মসৃণ ছিল না। এ পথে ছিল প্রেম, প্রলোভন, প্রবঞ্চনা। শোনা যায়, কানন দেবীর দারিদ্র্যের সুযোগ নিতেন পরিচালকেরা। সে সময়ে তাঁকে বহু সিনেমায় খোলামেলা দৃশ্যে (সে সময়ের বিবেচনায়) অভিনয় করতে হয়েছে। এত কিছুর পরও পরিচালকেরা তাঁকে আর্থিক দিক দিয়েও ঠকাতেন। ১৯৩৫ সালে 'মানময়ী গার্লস স্কুল' সিনেমায় অভিনয় করে নিজেকে ইন্ডাস্ট্রিতে প্রতিষ্ঠিত করেন কানন দেবী। এরপর ১৯৩৭ সালে 'মুক্তি' সিনেমায় অভিনয়ের মাধ্যমে তিনি সফলতার সিঁড়িতে পা রাখেন।

জগন্নাথ সরকারকে কটাক্ষ ডা. মুকুট মনি অধিকারীর

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৪ এপ্রিল ঃ বুধবার আবহাওয়ার উত্তাপকেও কার্যত পেছনে ফেলে ডা. মুকুটমনি অধিকারীর মনোনয়ন জমাকে কেন্দ্র করে কর্মী সমর্থকদের উচ্ছাসে সরগরম হয়ে উঠেছিলো নদীয়ার জেলা সদর কৃষ্ণনগরের রাজপথ। এদিন সকালে বাবা- মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে,, গৃহদেবতা ও স্থানীয় মন্দিরে পুজো দিয়ে মনোনয়ন জমার উদ্দেশ্য রওনা দেন তিনি। সেখানেও কর্মী সমর্থকদের উচ্ছাস ছিলো চোখে পড়ার মতো বেলা আনুমানিক এগারোটার পর কৃষ্ণনগরের গভঃ কলেজের ময়দানে জমায়েতে হয় ডা. মুকুটমনি অধিকারী সহ বিভিন্ন এলাকার অসংখ্য কর্মী সমর্থক, মতুয়া ভক্ত, পাগোল গোসাই, সহ একাধিক নেতৃত্ব। এক সুবিশাল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্যে দিয়ে কয়েক হাজার কর্মী সমর্থক সাথে নিয়ে এদিন জেলাশাসক দপ্তরে নমিনেশন জমা দিলেন রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী মুকুটমনি অধিকারী। প্রায় এক কিলোমিটার পথ এই শোভাযাত্রায় পায়ে হেঁটে জেলাশাসক দপ্তরে প্রবেশ করে মুকুটমণি অধিকারী। এদিন তার এই মনোনয়ন জমা কর্মসূচীতে পা মেলাতে দেখা গেলো তৃণমূলের নদীয়া দক্ষিনের সভাপতি, দেবাশীষ গাঙ্গুলি, ছিলেন জেলাপরিষদের সভাধিপতি তারান্নুম সুলতানা মীর , ছিলেন বিভিন্ন বিধায়ক, মন্ত্রী সহ একাধিক পৌর এলাকার পৌরপতি, জনপ্রতিনিধি সহ বিভিন্ন নেতৃত্ব। এছাড়াও এদিনের এই কর্মসূচীতে নবদ্বীপ সহ একাধিক এলাকার থেকে আসা মতুয়া ভক্তদের উপস্থিতি ছিলো চোখে পড়ার মতো। এদিনের এই শোভাযাত্রা শুরুতেই ছিলো নবদ্বীপ ব্লকের থেকে আসা মতুয়াদের দল, এ ছাড়াও বিভিন্ন এলাকার মতুয়া ভক্ত সহ আদিবাসী নৃত্য, লোকনৃত্য সহ এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। এদিন মতুয়াদের সাথে ডাংকা- ড্রাম বাজাতে দেখা গেল ডা. মুকুটমনি অধিকারী, সহ শান্তিপুরের বিধায়ক ব্রজকিশোর গোস্বামীকেও। মতুয়াদের সাথে মিলে হরি চাঁদ, গুরু চাঁদ ঠাকুরের ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে শোভাযাত্রার সিংহ ভাগ। সেখানেই সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ডা মুকুট মনি অধিকারী একাধারে যেমন এলাকার বিভিন্ন উন্নয়ন বাস্তবায়িত করার কথা বলেন, পাশাপাশি বিদায়ী সাংসদ জগন্নাথ সরকারকেও তীর্যক ভাষায় আক্রমণ করতে শোনা যায়। তিনি জানান জয়ের বিষয়ে যথেষ্ট আশাবাদী তিনি, পাশাপাশি জগন্নাথ সরকারকে কটাক্ষ করে বলেন বিগত পাঁচ বছরে বঞ্চনার থেকে মুক্তি পাবে এবার রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের সাধারণ মানুষ। পাশাপাশি তিনি আরও বলেন এদের গ্রহণযোগ্যতাই হারিয়েছে সমাজ থেকে, এলাকায় সাধারণ মানুষ, মহিলারা ভীতসন্ত্রস্ত থাকে সর্বদা এদের থেকে। এই রানাঘাট লোকসভার অন্তর্ভুক্ত শান্তিপুর, নবদ্বীপ সহ বিস্তর্ন এলাকার বড় সমস্যা গঙ্গা ভাঙ্গন, আর এদিন এ নিয়ে ডা. মুকুটমনি অধিকারীকে প্রশ্ন করলে তিনি সরাসরি বলেন গঙ্গাভাঙ্গন নিয়ে জগন্নাথ সরকারের কোন মাথা ব্যাথা নেই, তাকে বিভিন্ন হোটেলে দেখতে পাওয়া যায়, এটা সবাই জানে, সাথে তিনি আরও জানান আবির বিশ্বাস কিছুটা কাজ শুরু করেছিলো, বর্তমান শান্তিপুরের বিধায়ক ব্রজকিশোর গোস্বামী সচেষ্ট হয়েছেন, আগামী দিনে আমি এটা নিয়ে গুরুত্ব সহকারে দেখবো। এছাড়াও তাঁত শিল্প নিয়েও জগন্নাথ সরকারকে কটাক্ষ করে বলেন, শান্তিপুর, আরবান্দি সহ বিভিন্ন এলাকার তাত শিল্প নিয়েও তার কোন আগ্রহ দেখা যায় নি, অথচ এলাকা গুলো তার বাড়ির কাছে, পাশাপাশি তিনি আরও বলেন শুধু তাঁত শিল্প নয় নদীয়ায় বিভিন্ন শিল্পের অগ্রগতির জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েক সাড়ে সাতশো কোটি টাকার বিনিয়োগ করিয়েছেন। যদিও শিক্ষক নিয়োগ দুর্নিতি সহ একাধিক প্রশ্নের জবাবে সু - কৌশলি ভাবে এড়িয়ে যান তিনি। এছাড়াও এই নির্বাচনের ফলাফল যাইহোক, মতুয়াদের সাথে যোগাযোগ আগামী দিনে একই থাকবে কিনা প্রশ্নে তিনি জানান মতুয়াদের সাথে শুধু নয় সকল মানুষের সাথে আমার সম্পর্ক রাজনীতির উর্দ্ধে, এছাড়াও আমি এটাও মনে করি রাজনীতি থেকেও সমাজনীতি, ধর্মনীতি,অনেক বড়, এবং আমরা সকলে আস্তিক, বন্ধনে জড়িয়ে আছি। সব মিলিয়ে রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের মতুয়া ভোট যেখানে তৃণমূল - বিজেপির পাখির চোখ, সেখানে এই দুই রাজনৈতিক দলের প্রার্থীর মনোনয়ন কর্মসূচিতে যে ভাবে মতুয়াদের অংশগ্রহণ নজরে এসেছে তাতে ভোট বাক্সের সমীকরণ বোঝা এখনই যে খুব সহজ হবে না তা বলাই বাহুল্য।

মাদক সহ গ্রেফতার ১ যুবক

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৪ এপ্রিল ঃ লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে খড়িবাড়ির ভারত-নেপাল সীমান্তে মাদক সহ গ্রেফতার ১ যুবক। ধৃত যুবকের নাম মনোজ বাড়ই (৩০) নেপালের ধুলাবাড়ির বাসিন্দা। জানা গেছে, গতকাল রাতে খড়িবাড়ির পানিট্যাঙ্কিতে এসএসবির ৪১ ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানরা গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে পানিট্যাঙ্কি বাজার এলাকায় এক যুবককে তল্লাশি চালিয়ে যুবকের কাছ থেকে ৯২ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করে এসএসবি। পরে ধৃতকে খড়িবাড়ি পুলিশের হাতে তুলে দেয় এসএসবি। ধৃতকে এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়েছে।

ফারাক্কা সেতুর ওপর পণ্যবোঝাই ট্রাকে আগুন, যানবাহন চলাচল বিপর্যস্ত

দুরন্ত বার্তা, ফারাক্কা, ২৪ এপ্রিল ঃ ফারাক্কা সেতুর ওপর বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে গেল পণ্যবোঝাই একটি ট্রাক। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে

ফারাক্কা ব্যারেজের ৪৮ নম্বর গেটের কাছে। অগ্নিকাণ্ডের জেরে ট্রাকটি দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশবাহিনী এবং দমকলের একাধিক ইঞ্জিন। ট্রাকে অগ্নিকাণ্ডের জেরে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের সড়কপথে যোগাযোগও সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বিঘ্নিত হয় রেল যোগাযোগও। পুলিশ সূত্রে খবর, ফারাক্কা ব্যারেজের ৪৮ নম্বর গেটের কাছে উত্তরবঙ্গগামী পণ্য পরিবাহী একটি ট্রাকে আগুন লেগে যায়। এর জেরে গোটা ব্যারেজ জুড়ে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়। ব্রিজের উপর আটকে পড়ে বহু যানবাহন। ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় সিআইএসএফ এবং ফারাক্কা থানার পুলিস। খবর দেওয়া হয় দমকলকেও। এলাকায় পৌঁছে যায় ফরাক্কা থানা এবং বৈষ্ণবনগর থানার পুলিস। এরপরেই আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালানো হয়।

ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ল পরিযায়ী শ্রমিকের বাড়ি

দুরন্ত বার্তা, মালদা , ২৪ এপ্রিল ঃ কালিয়াচক থানার উত্তর দারিযাপুর নয়াবস্তি গ্রামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই এক পরিযায়ী শ্রমিকের বাড়ি। বুধবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে। ওই গ্রামের সামিউল শেখ নামের এক পরিযায়ী শ্রমিকের বাড়িতে আগুন লাগে। ঘটনার জেরে আসবাবপত্র থেকে শুরু করে অলংকার, নগদ টাকা সবই ভস্মীভূত হয়ে যায়। প্রাথমিক অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগতে পারে। তারপরেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের ঘরগুলিতে। আগুনের প্রভাব এতটাই বেশি ছিল যে ঘর থেকে আসবাবপত্র, প্রয়োজনীয় নথিপত্র, খাদ্যসামগ্রী, নগদ টাকা, সোনা সব পুড়ে যায়। খবর দেওয়া হয় দমকল বিভাগকে। বেশ কিছুক্ষণ পরে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুই ঘণ্টার প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রনে আনে। সবকিছু হারিয়ে শ্রমিক পরিবারটি কার্যত খোলা আকাশের নীচে আশ্রয় নিয়েছে।

বালুরঘাটে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান প্রায় ৭০টি পরিবারের

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ২৪ এপ্রিল ঃ দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করল প্রায় ৭০টি পরিবার। বুধবার সকালে বালুরঘাটে বিজেপির জেলা কার্যালয়ে একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিজেপিতে যোগদানকারীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি তথা বিজেপি প্রার্থী সুকান্ত মজুমদার। এছাড়াও এদিন যোগদান কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী, জেলা সাধারণ সম্পাদক বাপি সরকার সহ অন্যান্য বিজেপি নেতৃত্ব। এদিন মূলতঃ তপন ব্লকের একাধিক পরিবার তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করে। অন্যদিকে, বালুরঘাট শহরের একাধিক নতুন ভোটার বিজেপিতে যোগদান করে। এদিন বালুরঘাটে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বিজেপি কার্যালয়ে তপনের মালঞ্চা থেকে তৃণমূলের লোকজন, সপাল মহারাজের বেশকিছু শিষ্য, এবং বালুরঘাট শহরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের নতুন ভোটারেরা এদিন যোগদান করেন বিজেপিতে।

মান- অভিমান দুই দলের, বিষ্ণুপুর লোকসভায় সিপিআইএম প্রার্থীর প্রচারে নেই কংগ্রেস

দুরন্ত বার্তা, বিষ্ণুপুর, ২৪ এপ্রিল ঃ বিষ্ণুপুর লোকসভায় সিপিআইএম প্রার্থীর প্রচারে নেই কংগ্রেস। লোকসভা নির্বাচনের আগেই মান-অভিমান দুই দলের। সিপিআইএম-কে কটাক্ষ করে কংগ্রেসের দাবি, 'আমাদের তো মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না যে আমরা গলায় গামছা দিয়ে আমাদের আহ্বান না করলে চলে যাব'। বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলায় কংগ্রেসের কর্মী সমর্থক নেই বললেই চলে এমনটাই পাল্টা দাবি সিপিআইএম প্রার্থীর। ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে সিপিআইএম এবং কংগ্রেস একজোট হয়ে লড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রাজ্য নেতৃত্বরা। যে কারণেই বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রে সিপিআইএম তাদের প্রার্থী দিলেও কংগ্রেস প্রার্থী দেয়নি। সিপিআইএম-এর প্রার্থী হয়েছেন পেশায় শিক্ষক শীতল কৈবর্ত। প্রার্থীর নাম ঘোষণা হওয়ার পরেই সিপিএম প্রার্থী বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রান্তে ইতিমধ্যেই ভোট প্রচার শুরু করেছেন। কিন্তু বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলায় সিপিআইএম-এর ভোট প্রচারে এখনও দেখা মেলেনি কংগ্রেসের পতাকার। কংগ্রেসের কোনও নেতাকর্মীকে এখনও দেখা যায়নি। দাবি, লোকসভা নির্বাচনের আগে দুই দলের মান অভিমানের পালা চলছে। প্রদেশ কংগ্রেস সম্পাদক তথা বাঁকুড়া জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক দেবু চ্যাটার্জীর দাবি, 'সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বিজেপির বিরুদ্ধে আমাদের যে লড়াই, দেশের গণতন্ত্র রক্ষার জন্য যে লড়াই সেই লড়াইতে বামফ্রন্ট এবং অন্যান্য দল আমরা রয়েছি। কিন্তু এখন জেলা স্তরে আসন সমঝোতাই বলুন বা জোট বলুন সেটা তো একতরফা হয় না'। তিনি আরও বলেন, 'আমরা বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তৈরি হয়ে আছি সিপিআইএম-কে সঙ্গে নিয়ে। কিন্তু জেলা স্তরে

যদি সিপিআইএম আমাদের আহ্বান না করে তাহলে কংগ্রেসের কর্মী যারা রয়েছেন, নেতৃত্ব যারা রয়েছেন, আমাদের তো আর মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না যে আমরা গলায় গামছা দিয়ে আমাদেরকে আহ্বান না করলে আমরা চলে যাব। আমাদের আহ্বান করলে আমরা অবশ্যই যাবো'। কংগ্রেসের এই মান অভিমান নিয়ে বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের সিপিআইএম প্রার্থী শীতল কৈবর্ত জানান, 'এই বিষয়টা আমাদের জেলা নেতৃত্ব দেখেন। আমাদের জেলা নেতৃত্বের যেমন দায়িত্ব আছে, কংগ্রেসের জেলা নেতৃত্বেরও একই দাযিত্ব রয়েছে। পারস্পরিক যোগাযোগ করে আমরা যেখানে যেখানে প্রচারে যাচ্ছি তাদের উচিত কর্মী সমার্থক যা আছেন তাদেরকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত করা'। তবে কংগ্রেস এই দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছে দাবি সিপিআইএম প্রার্থীর। তবে বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলায় কংগ্রেসের সংগঠন সেভাবে নেই, কর্মী সমর্থক নেই বললেই চলে। আলোচনা করেও কিছু হবে না। তবে বিষয়টি জেলা নেতৃত্বকে জানানো হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

দুর্গাপুরে গাড়ির চালককে খুন

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর , ২৪ এপ্রিল ঃ একই মালিকের দুটি ট্রাক। দুটি ট্রাক চালাতো দুই চালক। আর ওই দুই চালকের একে অপরের বিরুদ্ধে নিত্য নালিশ করত মালিকের কাছে। শেষপর্যন্ত দুই চালকের মধ্যে বচসা থেকে মারপিটে জড়িয়ে পড়ে। আর তাতেই স্ক্রুড্রাইভারের আঘাতে মৃত্যু হল একজনের। সোমবার চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে দুর্গাপুরের লাউদোহায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে মঈনুদ্দিন মন্ডল (৪১)। নদীয়ার হরিনঘাটার বাসিন্দা। জানা গেছে, সোমবার রাতে দুর্গাপুরের ফরিদপুর থানার মাধাইপুর এলাকায় দুই ট্রাক চালকের মধ্যে বচসা এবং হাতাহাতি শুরু হয়। তখনই বছর ৪১- র মইনুদ্দিন মন্ডল নামের ট্রাক চালককে স্ক্রু ড্রাইভার ঢুকিয়ে খুন করে পালায় আরেক চালক। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়। অভিযুক্ত চালকের সন্ধানেও তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। খুন হওয়া মঈনুদ্দিন মন্ডলের মামাতো ভাই সাজিদ রহমান ঘটনার খবর পেয়ে মঙ্গলবার দুর্গাপুরে আসেন। তিনি বলেন, দুজন চালকই একই মালিকের গাড়ি চালাতো। অভিযুক্ত চালক পলাতক। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

CITATION

In the Court of the Ld. Civil Judge (Jr. Div.) at Balurghat, Dist. Dakshin Dinajpur

Misc. Succession Case No. 50/2023

Petitioners:
1. Nitai Ghosh, aged about 47 years S/O. Late Narayan Chandra Ghosh ; 2. Gour Ghosh, aged about 41 years, S/O. Late Narayan Chandra Ghosh ; both by Religion - Hindu, by Nationality- Indian, resident of Vill. Ferusha, P.O. Teor, P.S. Hili, Dist. Dakshin Dinajpur, PIN- 733145 Where as the above named petitioners filed the above noted case for getting Succession Certificate in respect of the below mentioned schedule property, standing in the name of Gouri Rani Ghosh, W/O. Late Narayan Chandra Ghosh, by Religion Hindu, by Nationality- Indian, resident of Vill. Ferusha, P.O. Teor, P.S. Hili, Dist. Dakshin Dinajpur, PIN- 733145 (deceased). If any person or persons having any objection in this regard, than he/she may come before this Ld. Court on 22-05 2024 at 10.30 a.m. and may file objection either by personally or through authorised representative.

SCHEDULE OF PROPERTY

A sum of Rs. 110,000/-(one lakh ten thousand) approx along with death benefit, bonus, interest, additional sum profit etc. lying with the Office of the Life Insurance Corporation of India, Balurghat Branch, Dist. Dakshin Dinajpur, Under Policy No. 456613202 Date of commencement of the Policy was 26.03.2011 on the life of Gouri Rani Ghosh .

Sd/- Sujit Dhar Ray
Sherestadar
Civil Judge (Juntur Division)
Balurghat Dakshin Dinajpur

দার্জিলিংয়ে দুর্গম পাহাড়ি বুথে একদিন আগেই রওনা হলেন ভোটকর্মীরা

দুরন্ত বার্তা, দার্জিলিং, ২৪ এপ্রিল ঃ শুক্রবার দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচন । দুর্গম পাহাড়ি বুথে একদিন আগেই রওনা হলেন ভোটকর্মীরা। দার্জিলিং লোকসভা আসনের সামাদেন, দাড়াগাঁও, শ্রীখোলা এলাকার বুথগুলিতে কখনও গাড়িতে কিছুটা পায়ে হেঁটে পৌঁছাতে হয়। তাই একদিন আগেই রওনা হয়ে যান পুলিশকর্মীরা। বুধবার রওনা হয়ে ভোটকর্মীরা নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে শ্রীখোলা এলাকায় রাত কাটাবেন। বৃহস্পতিবার সকাল হতে একে একে তাঁরা রওনা দেবেন। দার্জিলিং সদরের মহকুমা শাসক রিচার্ড লেপচা জানান, ভোটকর্মীদের জন্য নির্বাচন কমিশনের গাইডলাইন মেনে সমস্তরকম ব্যবস্থা করা হয়েছে।

চুরি যাওয়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যে উদ্ধার বাইক, গ্রেফতার ১

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৪ এপ্রিল ঃ মোটর বাইকে তালা মেরে রাস্তায় পার্কিং করে ১০ মিনিট কাজে গিয়ে কাজ সেরে এসে বাইকের মালিক দেখেন উধাও মোটরবাইক। ঘটনাটি ঘটে গত ১৫ এপ্রিল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের নিউ জলপাইগুড়ি থানার ভালোবাসা মোড় রাধাকৃষ্ণ মন্দির এলাকায়। এরপর অনেক খোঁজাখুঁজি করেও মেলেনি মোটরবাইক। অবশেষে গত মঙ্গলবার নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশকে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন লক্ষণ মাঝি নামে ওই মোটর বাইকের মালিক। মোটর বাইক চুরির অভিযোগ পেতেই তদন্তে নামে নিউ জলপাইগুড়ি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। বিভিন্ন সূত্রকে কাজে লাগিয়ে শুরু হয় তদন্ত। অবশেষে গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে দীপঙ্কর ভক্ত নামে এক যুবককে গ্রেফতার করে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। ধৃতের হেফাজত থেকে উদ্ধার হয় চুরি যাওয়া মোটর বাইকটি। নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত মোটর বাইকটি চুরি করে বিক্রির চেষ্টা চালাচ্ছিল। অপরদিকে নিউ জলপাইগুড়ি থানায় অভিযোগ জানানোর ২৪ ঘন্টার মধ্যেই মোটরবাইক উদ্ধার হওয়ায় খুশি মালিক লক্ষণ মাঝি। অভিযুক্ত দীপঙ্কর ভক্ত আগেও কোনো অপরাধের সাথে যুক্ত ছিল কিনা তা খতিয়ে দেখছে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। ধৃতকে বুধবার জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়। অপরদিকে উদ্ধার হওয়া মোটরবাইক আদালতের নিয়ম কানুন মেনে মালিক লক্ষণ মাঝির হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করছে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ।

নন্দীগ্রামে ভোটের প্রচারে বেরিয়ে 'চোর চোর' স্লোগানের মুখে দেবাংশু ভট্টাচার্য্য

দুরন্ত বার্তা, নন্দীগ্রাম, ২৪ এপ্রিল ঃ নন্দীগ্রামে ভেকুটিয়া এলাকায় ভোটের প্রচারে বেরিয়ে এবার 'চোর চোর' স্লোগানের মুখে পড়তে হল তমলুকের তৃণমূল প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্য্যকে। বুধবার দুপুরে জনসংযোগে বেরিয়েছিলেন তৃণমূলের যুব নেতা । এদিন পাড়ার রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল দেবাংশুর প্রচার গাড়ি। টোটোয় মাইক বসানো। সেখান থেকে তারস্বরে চলছিল 'জনগণের গর্জন' গান। সেই সময়েই রাস্তার ধারে বিজেপির পতাকা হাতে, পদ্ম ফুলের টুপি মাথায় জড়ো হন কিছু স্থানীয় মানুষজন। সেই ভিড়ের মধ্যে থেকেই দেবাংশুর সামনে উড়ে আসে 'চোর চোর' স্লোগান। অভিযোগ তোলা হচ্ছে, বিজেপির সমর্থকরাই এই স্লোগান দিয়েছেন। প্রসঙ্গত, সোমবারই কলকাতা হাইকোর্টে এসএসসি মামলার চূড়ান্ত রায় ঘোষণা হয়েছে। ২০১৬ সালের নিয়োগ প্যানেলের গোটাটাই বাতিল করে দিয়েছে আদালত। আদালত নির্দেশনামায় উল্লেখ করেছে, ১৭ রকম ভাবে বেনিয়ম হয়েছে। হাইকোর্টের রায়ে কাজ হারাতে বসেছেন প্রায় ২২ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী। এদিকে বিরোধী দলগুলি হাইকোর্টের রায়ের পর আরও ঝাঁঝালো আক্রমণ শানাতে শুরু করেছে রাজ্যের শাসক শিবিরকে। বিরোধীদের বক্তব্য, হাইকোর্টের রায়ে আরও স্পষ্ট হয়েছে নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ। এসবের মধ্যেই এবার লোকসভা ভোটের প্রচারে নেমে 'চোর চোর' স্লোগানের মুখে পড়তে হল তমলুকের তৃণমূল প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্য্যকে।

রিসর্টের পর রাস্তা নির্মাণের কাজে তোলাবাজির অভিযোগ ডুয়ার্সে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৪ এপ্রিল ঃ রিসর্টের পর রাস্তা নির্মাণের কাজে তোলাবাজির অভিযোগ ডুয়ার্সে। গত দুদিন আগেই বানারহাটে একটি নির্মীয়মান রিসর্টে তোলাবাজির অভিযোগ ওঠার পর এবার বেআইনি এবং নিম্নমানের কাজের অভিযোগে রাস্তার কাজ বন্ধ করে দিল স্থানীয়রা। তোলাবাজির অভিযোগ নির্মাণ সংস্থার। বানারহাট ব্লকের শালবাড়ী ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব দুরামারি এলাকায় বাসিন্দাদের সুবিধার্থে এলাকায় পেভার ব্লকের রাস্তার কাজ শুরু হয়েছে। মোটা অর্থের বরাদ্দে কিছুদিন আগেই কাজ শুরু হয়েছে। আর তারই মাঝে মঙ্গলবার স্থানীয় বাসিন্দারা নিম্নমানের কাজের অভিযোগ তুলে বিক্ষোভে শামিল হন। স্থানীয় বাসিন্দা ফিজুর হোসেন, শংকর প্রমুখের অভিযোগ, এতদিন নিম্নমানের কাজের কথা শুনে এসেছি কিন্তু আমাদের এলাকায় সম্প্রতি একটি রাস্তা তৈরি হচ্ছে যা দেখে চক্ষু চড়কগাছ। অবাক হচ্ছি কারণ, রাস্তায় স্থানীয় নানাই নদীর বেড মিশালি সহ কম সামগ্রী ও নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করে রাস্তায় পেভার ব্লক বসানোর কাজ করছেন ঠিকাদার। আর সপ্তাহখানেকের মধ্যেই রাস্তার উপর পেভার ব্লক মুড়ি - মুড়কির মত উঠিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ । এই রাস্তা করা না করা সমান। কতদিন টিকবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। কেন এভাবে কাজ করা সত্ত্বেও প্রশাসন কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছে না। এদিন প্রতিবাদে শামিল হয়ে কাজ বন্ধ করে দেন তাঁরা। স্থানীয়দের দাবি, শিডিউল অনুযায়ী নিয়ম মেনে কাজ করলে তবেই এলাকায় কাজ হবে। নাহলে কাজ বন্ধ থাকবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। এই ব্যাপারে শালবাড়ী ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নবীন রায় বলেন, অভিযোগ পেয়েছি। গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। এ ব্যাপারে ঠিকাদারী সংস্থা অতুলবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি জানান, শিডিউল অনুযায়ী যা বরাদ্দ রয়েছে তা দিয়েই নিয়ম মেনে রাস্তার কাজ করা হচ্ছে। এবং তিনি আরো জানান বেশ কিছুদিন আগে কাজ শুরু করার সময় কিছু যুবক আমাকে ফোন করে মোটা অর্থ চেয়ে বসে, তিনি না দেওয়ায় তারা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন এবং নিম্নমানের কাজের গুণমান নিয়ে অভিযোগ করছেন। এবং তিনি আরো জানান যে রাস্তা নিয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে, সেই রাস্তায় সিডিউল মাফিক কাজ করা হচ্ছে।

বানারহাট চা বাগানের স্টাফ সাবস্টাফদের বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৪ এপ্রিল ঃ শ্রমিক বিক্ষোভ জলপাইগুড়িতে। বানারহাট চা বাগানের স্টাফ সাবস্টাফরা বিক্ষোভ আন্দোলনে সামিল।

বৃহত্তর আন্দোলন নামার হুমকি। প্রায় দুই সপ্তাহ স্টাফ ও সাব স্টাফরা বেতন পাচ্ছে না। ফ্যাক্টরি স্টাফরা প্রায় ২ মাস ধরে বেতন পাচ্ছে না বলে অভিযোগ। এগ্রিমেন্ট হয়েছিল, ১৫-১৭ তারিখের মধ্যে দিয়ে দেওয়া হবে যা কার্যকরী হয়নি বলে অভিযোগ। দীর্ঘ ১১ মাস থেকে কাগজে কলমে পিএফের টাকা কাঁটা হলেও তা জমা পড়ছে না ব্যাংকের খাতায়। সমস্যা সমাধান হয়ননি এই অভিযোগে বানারহাট চা বাগানের স্টাফ ও সাব স্টাফরা ফ্যাক্টরি ম্যানেজারের অফিসের সামনে বসে বিক্ষোভে শামিল। যদিও কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে মুখ খুলতে নারাজ। বুধবার সমস্যার সমাধান না হলে আগামীকাল বৃহস্পতিবার থেকে বানারহাট, চুনাভাটি চা বাগান সহ বেশ কয়েকটি চা বাগানের শ্রমিকরা যৌথভাবে আন্দোলনে নামার হুশিয়ারি দেন বানারহাট চা বাগান কর্মী আজাদ গোস্বামী।

মিনিবাস ধর্মঘট, দুর্ভোগে মানুষ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৪ এপ্রিল ঃ জলপাইগুড়ি শিলিগুড়ি মিনিবাস ধর্মঘট। দুর্ভোগে বহু মানুষ। একদিকে নির্বাচনের কাজে ইতিমধ্যেই পথে নেই বহু সংখ্যক রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের বাস, তার ওপর বন্ধ হলো বেসরকারী বাস, দুর্ভোগ চরমে সাধারণ যাত্রীদের। রাতের অন্ধকারে কে বা কাহারা রাতের অন্ধকার জলপাইগুড়ি কদমতলা মিউনিসিপালিটি মার্কেট সংলগ্ন বাসস্ট্যান্ডে থাকা বেসরকারি বাসে হামলা চালায় বলে অভিযোগ। বুধবার জলপাইগুড়ি শিলিগুড়ি মিনি বাস বন্ধ করে দিয়েছে অ্যাসোসিয়েশনের তরফে।

তৃণমূল প্রার্থী বিপ্লব মিত্রের সমর্থনে গঙ্গারামপুরে রোড- শো করলেন অভিনেতা দেব

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২৪ এপ্রিল ঃ রাজ্য জুড়ে চলছে গ্রীষ্মের দাবদাহ প্রচন্ড গরম ও সূর্যের প্রখর তাপ। তার সঙ্গে বাংলায় নির্বাচনের উত্তাপ। রাজ্য জুড়ে সপ্তম দফায় লোকসভা নির্বাচন। ইতিমধ্যে, প্রথম দফা নির্বাচন শেষ হয়েছে। দ্বিতীয় দফার নির্বাচন রয়েছে আগামী শুক্রবার ২৬ এপ্রিল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের। বালুরঘাট ৬ নং লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী হয়েছেন রাজ্য ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী তথা জেলার ভূমিপুত্র বিপ্লব মিত্র। অন্যদিকে বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার। জেলার এই দুজন হেভিওয়েট নেতাদের সমর্থনে দুই দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বরা নির্বাচনী প্রচার ও জনসভা করেছেন। ইতিমধ্যে, বিজেপির প্রার্থী সুকান্ত মজুমদারের সমর্থনে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, তারকা অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী ও রুদ্রনীল ঘোষ সহ বিজেপি সর্বোচ্চ নেতৃত্বরা ইতিমধ্যে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জুড়ে নির্বাচনী জনপ্রচার ও জনসভা করে গেছেন। অন্যদিকে তৃণমূল প্রার্থী বিপ্লব মিত্রের সমর্থনে ইতিমধ্যে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন প্রান্তে রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সুপ্রিম ও তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি, তৃণমূল কংগ্রেসের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক ব্যানার্জি, শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, বাবুল সুপ্রিয় সহ অন্যান্যরা। সেই মতো অবস্থায় বুধবার দুপুরে গঙ্গারামপুর শহরের বিডিও অফিস মোড় থেকে প্রাণকেন্দ্র হাই রোড অবধি তৃণমূলের প্রার্থী বিপ্লব মিত্রের সমর্থনে এক রোড শো করলেন তারকা অভিনেতা দেব। এইদিন দেবকে দেখার জন্য গঙ্গারামপুর শহরের রাস্তার দুই ধারে কাতারে কাতারে মানুষ ভিড় জমান। এইদিন দেবের এই রোড শোতে ৮ থেকে ৮০ সকলের ভিড় ছিল দেখার মত। অন্যদিকে প্রার্থী বিপ্লব মিত্রের সমর্থনে অভিনেতা দেবের এই রোড শো জন প্লাবনে পরিণত হয়। অভিনেতা দেব তৃণমূল প্রার্থী বিপ্লব বিপ্লব মিত্রকে আগামী ২৬ এপ্রিল জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান। পাশাপাশি এই দিন অভিনেতা দেব গঙ্গারামপুর শহরের রাস্তার দুই ধারে থাকা প্রচুর মানুষদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়েন এবং কুশল বিনিময় করেন।

PWD(GOVT. OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Purulia Electrical Division, P.W.Dte. Notice Inviting Quotation for the works of : 1. "Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing **Loksabha Election 2024** under **Manbazar PS** in the District of Purulia." 2. "Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing **Loksabha Election 2024** under **Boro PS** in the District of Purulia." 3. Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing **Loksabha Election 2024** under **Hura PS** in the District of Purulia. 4. Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing **Loksabha Election 2024** under **Santaldih PS** in the District of Purulia. 5. Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing **Loksabha Election 2024** under **Kashipur PS** in the District of Purulia. 6. Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing **Loksabha Election 2024** under **Para PS** in the District of Purulia. 7. Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing **Loksabha Election 2024** under **Raghunathpur PS** in the District of Purulia. 8. Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing **Loksabha Election 2024** under **Neturia PS** in the District of Purulia. 9. Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing **Loksabha Election 2024** under **Adra PS** in the District of Purulia. 10. Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing **Loksabha Election 2024** under **Bandwan PS** in the District of Purulia. 11. Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing **Loksabha Election 2024** under **Santuri PS** in the District of Purulia. 12. Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing **Loksabha Election 2024** under **Puncha PS** in the District of Purulia. 13. Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing **Loksabha Election 2024** under **Kenda PS** in the District of Purulia.

NIQ No. 02 of 2024-2025 The quotations will be received upto 02:00 pm on 10-05-2024 and will be opened shortly. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIQ & Tender documents may be downloaded from :- **http://wbpwd.gov.in**

Sd/-
Executive Engineer,
Purulia Electrical Division, P.W.D.

PWD(GOVT. OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Purulia Electrical Division, P.W.Dte. Notice Inviting Quotation for the works of : 1. "Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing **Loksabha Election 2024** under **Joypur PS** in the District of Purulia." 2. "Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing **Loksabha Election 2024** under **Baghmundi PS** in the District of Purulia." 3. Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing **Loksabha Election 2024** under **Kotshila PS** in the District of Purulia. 4. Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing **Loksabha Election 2024** under **Purulia [M] PS** in the District of Purulia. 5. Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing **Loksabha Election 2024** under **Purulia [T] PS** in the District of Purulia. 6. Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing **Loksabha Election 2024** under **Jhalda PS** in the District of Purulia. 7. Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing **Loksabha Election 2024** under **Barabazar PS** in the District of Purulia. 8. Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing **Loksabha Election 2024** under **Arsha PS** in the District of Purulia. 9. Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing **Loksabha Election 2024** under **Balarampur PS** in the District of Purulia. 10. Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing **Loksabha Election 2024** under **Tamna PS** in the District of Purulia.

NIQ No. 01 of 2024-2025 The quotations will be received upto 02:00pm on 10- 05-2024 and will be opened shortly. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIQ & Tender documents may be downloaded from :- **http://wbpwd.gov.in**

Sd/-
Executive Engineer,
Purulia Electrical Division, P.W.D.

টলি-বলি

প্রয়াণ দিবসে আরেকবার জেনে নিই সত্যজিৎ রায়কে

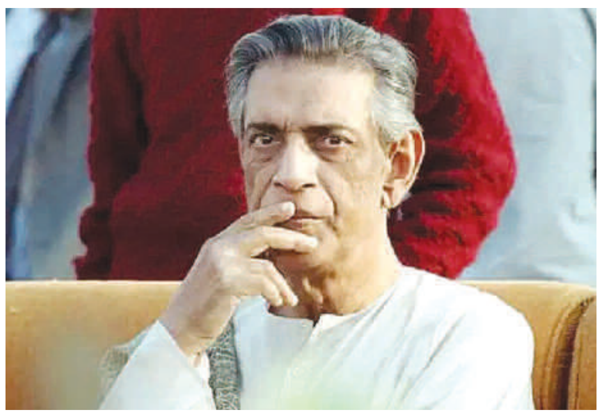

দাদার শূন্য কাজের ঘর থেকে একটি কাঠের বাক্স পেয়েছিল ছেলেটি। সেখানে থাকত দাদার রং, তুলি আর তেল রঙের কাজে ব্যবহারের জন্য লিনসিড অয়েলের শিশি। উত্তরাধিকারের সেই ধারা পরবর্তীকালে প্রজন্মজয়ী হয়েছিল ছেলেটির হাত ধরেই। মায়ের আদরের সেই ছেলেটির প্রথমে যা রাখা হয়েছিল, পছন্দ হয়নি নবজাতকের বাবার। পরিবর্তন করে নতুন নামকরণ হয় 'সত্যজিৎ'। তিনি প্রখ্যাত শিশু সাহিত্যিক সুকুমার রায় ও সুপ্রভা রায়ের সন্তান। দাদা ছিলেন সে যুগের এক প্রতিভাবান শিশু সাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। ২ মে ১৯২১ সালে জন্ম নেওয়া এ মানুষটির জাগতিক ভ্রমণ শেষ হয় ১৯৯২ সালের ২৩ এপ্রিল। আজ প্রয়াণ দিবসে ফেসবুক থেকে সংগৃহীত বিভিন্ন ছবিতে আরেকবার জেনে নিই সত্যজিৎ রায়কে।

তাঁর ডাকনাম ছিল মানিক। কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদী উপজেলার মসুয়া গ্রামে পৈতৃক নিবাস হলেও ১৯২১ সালের ২ মে প্রখ্যাত শিশু সাহিত্যিক সুকুমার রায় ও সুপ্রভা দেবীর কোল আলো করে উত্তর কলকাতায় জন্ম নেন সত্যজিৎ। পাঁচ বছর বয়সে সত্যজিৎ গড়পার ছেড়ে চলে আসেন ভবানীপুরের বকুল বাগানে। ৯ বছর বয়সে ভর্তি হন বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুলে। পরে ইকোনমিকস নিয়ে ভর্তি হন প্রেসিডেন্সি কলেজে। ১৯৪০ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পর কিছুদিন শান্তিনিকেতনে কলাভবনে শিক্ষা নেন ১৯৪৩ সালে তিনি কমার্শিয়াল আর্টিস্ট হিসেবে বিজ্ঞাপন সংস্থায় যোগ দেন। শুরুতে তাঁর বেতন ছিল ৮০ টাকা। বিজ্ঞাপন ও প্রকাশনার জগতে গ্রাফিক শিল্পী হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশ অন্য এক মাত্রা যোগ করে। এই পেশায় থাকার সময় পথের পাঁচালীর ছোটদের সংস্করণ আম আঁটির ভেঁপুর প্রচ্ছদ আঁকতে গিয়ে তিনি 'পথের পাঁচালী'কে চিত্রায়িত করার সিদ্ধান্ত নেন।

ঘটনাচক্রে একই বছর প্রখ্যাত ফরাসি পরিচালক জ্যঁ রেনোয়া তাঁর 'দ্য রিভার' চলচ্চিত্রটির শুটিং করতে কলকাতায় আসেন। 'দ্য রিভার' ছবিতে রেনোয়ার সহকারীর কাজ করতে গিয়েই সম্ভবত পুরোপুরিভাবে এক চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার চিন্তাভাবনা শুরু করেন সত্যজিৎ। তবে 'দ্য বাই সাইকেল থিফ' ছবিটি দেখার পরই বোধ হয় তিনি চলচ্চিত্র নির্মাণে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন

১৯৫৫ সালে সত্যজিৎ রায় তাঁর প্রথম চলচ্চিত্র 'পথের পাঁচালী' নির্মাণ করেন। তাঁর নির্মিত প্রথম চলচ্চিত্র 'পথের পাঁচালী' মোট ১১টি আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করে, যার মধ্যে অন্যতম ছিল কান চলচ্চিত্র উৎসবে পাওয়া 'বেস্ট হিউম্যান ডকুমেন্ট' পুরস্কারটি তাঁর পরের দুটি ছবি 'অপরাজিত', 'অপুর সংসার' আর 'পথের পাঁচালী'এ তিনটি চলচ্চিত্র একত্রে অপু ট্রিলজি হিসেবেই পরিচিত। 'অপরাজিত' ছবির সাফল্য সত্যজিৎ রায়কে আন্তর্জাতিক মহলে আরও পরিচিত করে তোলে।

তারপর একের পর এক চলচ্চিত্র তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন 'অপরাজিত', 'অপুর সংসার', 'পরশপাথর', 'জলসাঘর', 'তিন কন্যা', 'দেবী', 'কাঞ্চনজঙ্ঘা', 'ঘরে-বাইরে', 'চারুলতা', 'চিড়িয়াখানা', 'অরণ্যের দিনরাত্রি', 'নায়ক', 'গুপী গাইন বাঘা বাইন', 'সোনার কেল্লা', 'জয় বাবা ফেলুনাথ', 'গণশত্রু', 'শাখা-প্রশাখা', 'আগন্তুক' প্রভৃতি ২৭টি কাহিনিচিত্র। বাংলা চলচ্চিত্রের বাইরে সত্যজিৎ রায় ১৯৭৭ সালে 'শতরঞ্জ কি খিলাড়ি' নামের হিন্দি ও উর্দু সংলাপনির্ভর একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। এটিই ছিল বাংলা ভাষার বাইরে অন্য ভাষায় নির্মিত সত্যজিৎ রায়ের প্রথম চলচ্চিত্র। শুধু তা-ই নয়, 'শতরঞ্জ কি খিলাড়ি' হচ্ছে সত্যজিৎ রায় নির্মিত সবচেয়ে ব্যয়বহুল ও তারকাসমৃদ্ধ ছবি। ছবিটিতে অভিনয় করেছিলেন সঞ্জীব কুমার, সাইদ জাফরি, আমজাদ খান, শাবানা আজমি, ভিক্টর ব্যানার্জি ও রিচার্ড অ্যাটেনবরোর মতো তারকা অভিনয়শিল্পীরা। পরবর্তীকালে সত্যজিৎ প্রেমচাঁদের গল্পের ওপর ভিত্তি করে হিন্দি ভাষায় এক ঘণ্টার একটি ছবি বানিয়েছিলেন 'সদ্গতি' নামের। ১৯৯২ সালে মৃত্যুর কিছুদিন আগে একাডেমি অব মোশন পিকচার আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেস (অস্কার) তাঁকে বিশেষ

সম্মাননা পুরস্কার প্রদান করে। মৃত্যুর কিছুদিন আগে ভারত সরকার তাঁকে ভারতরত্ন প্রদান করে। মৃত্যুর পর তাঁকে মরণোত্তর আকিরা কুরোসাওয়া পুরস্কার প্রদান করা হয়। সত্যজিৎ রায় তাঁর জীবদ্দশায় বহু পুরস্কার পেয়েছেন। তিনি হচ্ছেন দ্বিতীয় চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব, যাঁকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করেছিল।

১৯৮৭ সালে ফ্রান্সের সরকার সত্যজিৎ রায়কে সে দেশের বিশেষ সম্মানসূচক পুরস্কার লেজিওঁ দনরে ভূষিত করে। ১৯৮৫ সালে তিনি ভারতের সর্বোচ্চ চলচ্চিত্র পুরস্কার দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কারে ভূষিত হন। চলচ্চিত্র মাধ্যমে সত্যজিৎ চিত্রনাট্য রচনা, চরিত্রায়ণ, সংগীত স্বরলিপি রচনা, চিত্রগ্রহণ, শিল্পনির্দেশনা, সম্পাদনা, শিল্পী-কুশলীদের নামের তালিকা ও প্রচারপত্র নকশা করাসহ নানা কাজ করেছেন। চলচ্চিত্র নির্মাণের বাইরে তিনি ছিলেন একাধারে কল্পকাহিনি লেখক, প্রকাশক, চিত্রকর, গ্রাফিক নকশাবিদ ও চলচ্চিত্র সমালোচক।

১৯৮৩ সালে ছবির কাজ করার সময় সত্যজিৎ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হন। এরপর তাঁর কাজের গতি একেবারে কমে আসে। স্বাস্থ্যের অবনতির ফলে ছেলে সন্দীপ রায়ের সহায়তায় ১৯৮৪ সালে সত্যজিৎ রায় 'ঘরে বাইরে' ছবিটির নির্মাণকাজ সমাপ্ত করেন। এই ছবিতেই সত্যজিৎ প্রথমবারের মতো একটি চুম্বন-দৃশ্য যোগ করেন। ১৯৮৭ সালে সত্যজিৎ তাঁর বাবা সুকুমার রায়ের ওপর একটি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করেন।

১৯৯২ সালে হৃদ্‌যন্ত্রের জটিলতা নিয়ে সত্যজিৎ হাসপাতালে ভর্তি হন। তারপর সেখান থেকে আর ফেরা হয়নি তাঁর। ২৩ এপ্রিল সত্যজিৎ রায় মৃত্যুবরণ করেন।

ধৃত তিন চোর

আগরতলাঃ আগরতলার মঠ চৌমুহনি এলাকায় একটি বাড়িতে মঙ্গলবার বিকেলে একটি চুরির ঘটনায় পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ বুধবার তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে। এ বিষয়ে প্রেস ব্রিফিংয়ে পূর্ব আগরতলা থানার ওসি সঞ্জিত সেন বলেন, পাশের বাড়ির সিসিটিভি ফুটেজ দেখে আমরা রাহুল দাস নামের একজনকে খুঁজে পাই।

বিধানসভা ভবনে আয়োজিত হল বিশেষ কর্মশালা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ এপ্রিলঃ রাজ্যে বিধানসভার কর্মীদের বিধানসভার কার্যপ্রণালী সম্পর্কে অবহিত করতে আজ এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। বিধানসভা ভবনে আয়োজিত ওই বিশেষ কর্মশালার উদ্বোধন করেন অধ্যক্ষ মাননীয় শ্রী বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। এই কর্মশালা যৌথভাবে পরিচালনা করেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ও দিল্লির পি আর এস সংস্থা।

এই কর্মশালায় বাজেট, বিভিন্ন ধরনের বিল, বিধানসভার নিয়মকানুন ও অন্যান্য খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় ।

অধ্যক্ষ বলেন, বিধানসভার ঐতিহ্য ও মর্যাদা রক্ষায় কর্মচারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাই বিধানসভা রীতিনীতি ও কার্যপ্রণালী সম্পর্কে তাঁদের ওয়াকিবহাল থাকা প্রয়োজন। পরিষদীয় মন্ত্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায়, বিধানসভার সচিব শ্রী সুকুমার রায় সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

কাঞ্চনের বিয়ের পর কি এবার সাতপাকে বাধা পড়তে চলেছেন পিঙ্কি, কি বলছেন অভিনেত্রী

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ কাঞ্চন মল্লিক শ্রীময়ীকে বিয়ে করার পর এবার কি বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছে তাঁর প্রাক্তন স্ত্রী পিঙ্কি বন্দ্যোপাধ্যায়- সোশ্যাল মিডিয়ায় মুছে দেওয়া একটি পোস্ট ঘিরে জল্পনা তুঙ্গে। যদিও বিষয়টি নিয়ে পিঙ্কি ও তাঁর সোকল্ড বয়ফ্রেন্ড কেউই মুখ খোলেননি।কে পিঙ্কির নতুন বন্ধু বা নতুন জীবনসঙ্গী হতে চলেছে - তাই নিয়ে জল্পনা দানা বাঁধতে শুরু করেছে।

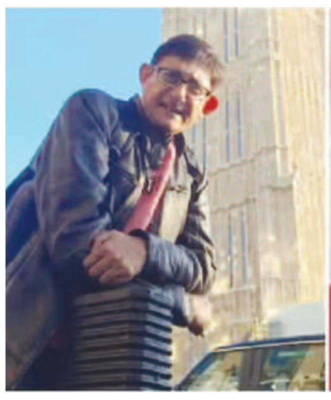

যথেষ্ট হৈচৈ করে বিয়ে করেছিলেন তাঁর প্রাক্তন স্বামী কাঞ্চন মল্লিক। যাইহোক গত কয়েক দিন ধরেই পিঙ্কির সোশ্যাল মিডিয়ায় থেকে তাঁর অনুগামীদের অনুমান নতুন করে বাঁধা পড়তে চলেছেন পিঙ্কি। শুক্রবার মধ্যরাতে আশিস ঘোষ নামের এক ব্যক্তি জানান তিনি পিঙ্কির সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছেন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় রিলেশনশিপ পোস্টটি করেন। পিঙ্কিকে ট্যাগও করেন। তারপরই সেটি মুছে ফেলেন। এর আগেও আশিস ঘোষ পিঙ্কির ইউটিউব চ্যানেলের একাধিক লিঙ্ক শেয়ার করেছিলেন। ফেসবুক অনুযায়ী আশিষ ঘোষ কলকাতা পুলিশের সুপারইনটেন্ডেন্ট।যদিও পিঙ্কি এই বিষয়ে কিছুই জানানি। একটি সংবাদ মাধ্যমে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানতে চেয়েছিল। সেখানে তিনি বলেছিলেন বিষয়টা পুরোপুরি ফেক।

তবে এই বিষয়টা তিনি ব্যবস্থা নেবেন কিনা তা জাননি। বলেছেন বর্তমানে তিনি কাজ নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন। তাই জল্পনা পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। যদিও কাঞ্চনের বিয়ের পর পিঙ্কি একাধিক সাক্ষাৎকারে বলেছে, স্বাধীনভাবে নতুন জীবন তিনি শুরু করতে চান। ছেলেকে কেন্দ্র করেই তাঁর জীবন চলবে বলেও জানিয়েছেন।গত ১০ জানুয়ারি কাঞ্চন পিঙ্কির বিবাহবিচ্ছেদের রায় ঘোষণা করেছিল আদালত। তারপর থেকে ছেলেকে নিয়েই রয়েছেন পিঙ্কি। তবে তিনি ছেলের সঙ্গে সুন্দর করে সময় কাটাচ্ছেন। শ্রীময়ীকে বিয়ে করার আগে কাঞ্চন আরও দুটি বিয়ে করেছিলেন। পিঙ্কি তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী। প্রথম স্ত্রী অনিন্দিতা দাস অভিনেত্রী।

পূর্ব ত্রিপুরা আসনে সরব প্রচারের শেষলগ্নে কুমারঘাটে বিজেপির সাড়া জাগানো রেলি

কুমারঘাট (ত্রিপুরা), ২৪ এপ্রিল ঃ অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোট শেষে আগামী ২৬ এপ্রিল দেশের অন্যান্য জায়গার সাথে ত্রিপুরায় লোকসভার পূর্ব আসনে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে দ্বিতীয় দফার ভোট। নির্বাচনকে সামনে রেখে অনেক আগে থেকেই প্রচারে ঝড় তুলেছিল বিজেপি। বুধবার নির্বাচনী প্রচারের শেষ দিন। অন্তিম দিনের প্রচারে পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনের বিজেপি মনোনীত প্রার্থী কৃতি সিং দেববর্মার সমর্থনে ঊনকোটি জেলার কুমারঘাটে তাক লাগানো রোড-শোএর আয়োজন করেছে বিজেপির পাবিয়াছড়া মণ্ডল কমিটি। শেষ মুহূর্তে কুমারঘাট শহরের বুকে সহস্রাধিক কর্মীসমর্থকদের প্রচার মিছিলে এদিন শামিল ছিলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ডা মানিক সাহা, দলের প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, স্থানীয় বিধায়ক ভগবান দাস সহ অন্যান্য রাজ্যস্তরীয় নেতারা। কুমারঘাটের বিজেপি দলীয় অফিস প্রাঙ্গণ থেকে গেরুয়া ঝাণ্ডার মিছিল বেরিয়ে পরিক্রমা করে শহরের বিভিন্ন পথ।

রোড-শো শেষে সংবাদ প্রতিনিধিদের প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কুমারঘাটের পদযাত্রার জনপ্লাবণ জানান দিচ্ছে, এই আসনে প্রার্থীর জয় শুধু সময়ের অপেক্ষা। তিনি বলেন, এবারের নির্বাচনে ৪০০ পারের যে স্লোগান জোড়ালো হচ্ছে তা বাস্তবায়ন করতে দেশ তথা রাজ্যের ভোটাররাও সংকল্প নিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে যে হারে ভোট পড়েছে পূর্ব ত্রিপুরায়ও আগামীদিনে এই ধারা অব্যাহত থাকবে। ভোটের এই হার আরও বাড়তে পারে বলেও শেষ মুহূর্তে আশা ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। পূর্ব ত্রিপুরা আসনে অন্তিম প্রচার রেলিতে কুমারঘাট শহরে জনতার এমন উপস্থিতি বিরোধীদের ঘুম কাড়বে বলেই অভিমত শাসক বিজেপি নেতৃত্বের।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার-এর দ্বারা কামাখ্যা-গোয়ালপাড়া-নিউ বঙাইগাঁও সেকশন পরিদর্শন

মালিগাঁও, ২৪ এপ্রিলঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব আজ রঙিয়া ডিভিশনের অন্তর্গত কামাখ্যা-নিউ বঙাইগাঁও (ভায়া গোয়ালপাড়া) সেকশন বিস্তৃতভাবে পরিদর্শন করেন।

এই পরিদর্শনের সময় জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে ছিলেন রঙিয়ার ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার শ্রী নীরজ গুপ্তা সহ হেড কোয়ার্টার এবং ডিভিশনের বরিষ্ঠ আধিকারিকরা। জেনারেল ম্যানেজার যাত্রা পথের স্টেশনগুলি পরিদর্শন করার পাশাপাশি সেকশনটিতে দ্বৈতকরণ ও বৈদ্যুতিকীকরণের কাজের অগ্রগতি এবং রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে সুরক্ষা সম্পর্কিত সরঞ্জামগুলি খতিয়ে দেখেন। স্টেশনে তিনি রেলওয়ে আধিকারিকদের সাথে বার্তালাপ করেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে ফিডব্যাক গ্রহণ করেন ও বিভিন্ন সুরক্ষা সম্পর্কিত সামগ্রীর উপরে তাঁদের সচেতনতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। জেনারেল ম্যানেজার উইন্ডো ট্রেলিং পরিদর্শন করেন।

তিনি মার্শালিং ইয়ার্ড এবং কোচিং ইয়ার্ড, মাইনোর ও মেজর ব্রিজ, রানিং রুম, হেল্‌থ ইউনিটের মতো গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলি পরিদর্শন করেন।

তিনি চলতে থাকা কার্যকলাপগুলির বিস্তৃত পরিদর্শন করেন এবং এই স্টেশনগুলির উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাগুলি পরীক্ষা করেন। এছাড়া তিনি নতুন স্টেশন বিল্ডিং, ক্রু লবি, ফুট ওভার ব্রিজ, প্ল্যাটফর্ম এবং যাত্রীদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার কাজও পরিদর্শন করেন।

এছাড়াও তিনি নিউ বঙাইগাঁও স্টেশনের পুনর্বিকাশের কাজ পরিদর্শন করেন। উন্নত, অতিরিক্ত এবং বর্ধিত যাত্রী সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের অধীনে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অন্তর্গত নিউ বঙাইগাঁও স্টেশনের পুনর্বিকাশ করা হবে।

আপগ্রেডেশনের কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। জেনারেল ম্যানেজারের এই পরিদর্শনের লক্ষ্য ছিল বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতির পর্যালোচনা করা, বিভিন্ন স্থানের সুবিধাগুলির মূল্যায়ন করা, আধিকারিকদের সাথে বার্তালাপ করা এবং অঞ্চলটিতে পরিকাঠামোমূলক উন্নয়ন এবং ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা। চলমান কাজগুলি সম্পর্কে তাঁর ইতিবাচক মূল্যায়নে যাত্রীদের নিরাপদ, দক্ষ এবং আরামদায়ক ভ্রমণ অভিজ্ঞতা প্রদানের ক্ষেত্রে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের যে একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা রয়েছে তারই প্রতিফলন ঘটেছে।

Name Change

I, Shukla Neogy (old name) W/O Debabrata Neogy, residing at 103/21 Bose Para Road, P.O.- Barisha, P.S.- Thakurpukur, Kolkata- 700008, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Shukla Rani Neogy (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 24/04/2024. Shukla Rani Neogy (new name) and Shukla Neogy (old name) both are same identical person.

Name Change

I BALARAM PAL, SON OF MURARI MOHAN PAUL, RESIDING AT 3/2 ASHU BISWAS ROAD, BHAWANIPORE, KOLKATA-700025, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BALARAM PAUL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/04/2024.THAT BALARAM PAL AND BALARAM PAUL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I JAHAGIR ALI MALLIK, S/O SAMSED ALI MALIK, R/O- PASCHIM BAINAN, PO-BAINAN DT HOWRAH, PIN-711303, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JAHANGIR MALLIK ,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/04/2024, THAT JAHAGIR ALI MALLIK AND JAHANGIR MALLIK ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Heenaben sanjaykumar Patel (old name) W/O Bhavik Patel, residing at 24, N. S. C. Bose Road, Regent Park, Kolkata- 700040, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Heena Bhavik Patel (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 24/04/2024. Heena Bhavik Patel (new name) and Heenaben sanjaykumar Patel (old name) both are same identical person.

Name Change

I MURARI MOHAN PAL, SON OF LAKSHMI NARAYAN PAUL, RESIDING AT 3/2 ASHU BISWAS ROAD, BHAWANIPORE, KOLKATA-700025, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MURARI MOHAN PAUL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/04/2024.THAT MURARI MOHAN PAL AND MURARI MOHAN PAUL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I SUSMITA MANNA, W/O- KUNAL JANA, R/O-VILL-BALLUK, PO-BALLUKHAT, PS-TAMLUK, PURBA MEDINIPUR, PIN-721137, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUSMITA MANNA JANA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/04/2024, THAT SUSMITA MANNA AND SUSMITA MANNA JANA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I,ARUN KUMAR GAYAN, (OLD PASSPORT NO-K8116709), SON OF GOPAL CHANDRA GAYAN, RESIDING AT VILL-BARARANKUYA, PO- BALISAI, PS-RAMNAGAR, DIST-EAST MEDINIPUR, PIN-721423, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ARUN GAYAN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/04/2024.THAT ARUN KUMAR GAYAN AND ARUN GAYAN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I DIPANKAR ROY, W/O DIPANKAR ROY, R/O KAYRA KADAMBAGACHI, HEMANTA BASU NAGAR, PS DUTTA PUKUR, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700125, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JOYASTNA ROY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/04/2024, THAT DIPANKAR ROY AND JOYASTNA ROY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I YASMIN MUKHTAR, S/O- SEIKH MUKHTAR ALI, R/O- T-175/A, MITHA TALAB (BARA BAGAN) LANE, BARTALA, KOLKATA-700018, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS YASMIN BANO, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/04/2024, THAT YASMIN MUKHTAR AND YASMIN BANO ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I AVIJIT MUKHERJEE, S/O- BASUDEB MUKHERJEE, R/O- VILL & PO HIJALPUKURIA, PS HABRA, NORTH 24 PARGANAS-743271, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ABHIJIT MUKHERJEE, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/04/2024, THAT AVIJIT MUKHERJEE AND ABHIJIT MUKHERJEE ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I NAVEEN PANDEY, C/O SATYA NAND SHARMA, RESIDING AT AVANI ESTATE, BL-2,FR-1, FL-2/1E, 58 GOURANGA SARANI, GARFA, HALTU, KOLKATA - 700078, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NAVEEN KUMAR PANDEY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 23/04/2024.THAT NAVEEN PANDEY AND NAVEEN KUMAR PANDEY BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON. FURTHER, MY NAME NAVEEN KUMAR PANDEY TO BE CONSIDERED FOR MY CHILDREN EDUCATIONAL CERTIFICATES.

Name Change

I ANUPAM MONDAL, S/O- SUNIRMAL MONDAL, R/O- E1-3B, SWARNABITHI APARTMENT, MAJUMDAR PARA 3RD FLOOR, GARIA, BARUIPUR, KOLKATA, SOUTH 24 PARGANAS, PIN: 700084, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANUPAM MANDAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/04/2024, THAT ANUPAM MONDAL AND ANUPAM MANDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SAMBHU NATH SAMANTA, S/O-CHANDRA SAMANTA BHUBAN, R/O-VILL & PO-MADHYA HINGLI, EAST MEDINIPUR -721628, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHAMBHU NATH SAMANTA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/04/2024, THAT SAMBHU NATH SAMANTA AND SHAMBHU NATH SAMANTA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I BIJAN BASAK, S/O LATE KARTICK CHANDRA BASAK, R/O 126A, HEMCHANDRA NASKAR ROAD, PS PHOOLBAGAN, KOLKATA -700010, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BIJAN KUMAR BASAK, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 15/04/2024, THAT BIJAN BASAK AND BIJAN KUMAR BASAK ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I TANMAY KUMAR KARFA, S/O LATE DEBNARAYAN KARFA, R/O B-8/T-2, BIDYAKUT ABASAN, PO SIR RAMESH MITRA ROAD, RAJARHAT GOPALPUR, PS NARAYANPUR, KOLKATA -700136, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TANMOY KUMAR KARFA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/04/2024, THAT TANMAY KUMAR KARFA AND TANMOY KUMAR KARFA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I ZINATON BIBI, W/O- RUHUL AMIN LASKAR, R/O- KANKHULI GAZIPARA, PO BIDHANGARH, PS RABINDRANAGAR, BIDHANNAGAR-700066, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JINNATUN NISSA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/04/2024,THAT ZINATON BIBI AND JINNATUN NISSA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MAHUA DEY, WIFE OF SOMNATH DEY, RESIDING AT DESHBANDHU SARAN, KAIBARTA PARA, BARASAT, NORTH 24 PARGANAS - 700124, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MAHUA DEY BOSE VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/04/2024.THAT MAHUA DEY AND MAHUA DEY BOSE BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I RAJIV SINGH, S/O- LATE CHANDRAMA SINGH, R/O-79/1/B, RAJA RAMMOHAN ROY ROAD, 2ND FLOOR, FLAT-24, PO-BARISHA, KOLKATA-700008, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAJIB SINGH, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/04/2024, THAT RAJIV SINGH AND RAJIB SINGH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I PRASHANTA MANDAL, S/O-ANANDA MONDAL, R/O- KAMARHATI PURBA PARA, KAMARHATI DHUBULIA, NADIA-741154, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRASHANTA MONDAL,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/04/2024, THAT PRASHANTA MANDAL AND PRASHANTA MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

নাম পরিবর্তন

আমি সঞ্জীব পাল (Sanjib Paul) (old name) পিতা পঞ্চানন পাল ঠিকানা রুইয়া পশ্চিম পাড়া, পোস্টঅফিসঃ পাটুলিয়া, থানাঃ রাহরা, উত্তর 24 পরগনা - 700119, পশ্চিমবঙ্গ, নোটারি পাবলিক কলকাতা কোর্টের দ্বারা সঞ্জীব পাল (Sanjib Pal) (new name) নামে পরিচিত হলাম। Affidavit SL No. 04/24 date 23/04/2024। সঞ্জীব পাল (Sanjib Paul) (old name) এবং সঞ্জীব পাল (Sanjib Pal)(new name) একই ব্যক্তি।

Name Change

I BIJOY BAHADUR MAURYA, S/O RAM DAYAL MAURYA, R/O 145, BIRADINGI SUBHASH PALLY, TARUN BAHANI CLUB, PO NETAJIGARH, HOWRAH -711108, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BIJAY BAHADUR MAURYA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/04/2024, THAT BIJOY BAHADUR MAURYA AND BIJAY BAHADUR MAURYA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I RUKASANA BIBI, W/O- SAHA ALAM LASKAR, R/O- KANKHULI GAZIPARA, PO BIDHANGARH, PS RABINDRANAGAR, BIDHANNAGAR-700066, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RUKSANA BIBI,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/04/2024, THAT RUKASANA BIBI AND RUKSANA BIBI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

নাম পরিবর্তন

আমি পঞ্চানন পাল (Panchanan Paul)(old name) পিতা স্বর্গীয় ঠাকুর দাস পাল ঠিকানা রুইয়া পশ্চিম পাড়া, পোস্টঅফিসঃ পাটুলিয়া, থানাঃ রাহরা, উত্তর 24 পরগনা - 700119, পশ্চিমবঙ্গ, নোটারি পাবলিক কলকাতা কোর্টের দ্বারা পঞ্চানন পাল (Panchanon Pal) (new name) নামে পরিচিত হলাম। Affidavit SL No. 03/24 dated 23/04/2024। পঞ্চানন পাল (Panchanan Paul)(old name) এবং পঞ্চানন পাল (Panchanon Pal) (new name) একই ব্যক্তি।

Name Change

I DEZZY DAS GUPTA, C/O BABUL DASGUPTA, RESIDING AT DAKSHIN PARA, BISWANATHPUR, RAMNATHPUR, NORTH 24 PARGANAS -743423, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DAIGI DASGUPTA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/04/2024.THAT DEZZY DAS GUPTA AND DAIGI DASGUPTA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I ANANDA MANDAL, SON OF ASHUTOSH MONDAL, RESIDING AT KAMARHATI PURBA PARA, KAMARHATI DHUBULIA,NADIA-741154, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANANDA MONDAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/04/2024.THAT ANANDA MANDAL AND ANANDA MONDAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Jagdish Prasadshaw (Old Name) S/o Rajaram Shaw Residing at A P Devi Road , Titagarh, Siddheswarbati, Barrackpur-I, North 24 Parganas, W.B- 700119, India shall henceforth be known as Jagdish Shaw (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 24-04-2024. Jagdish Prasadshaw (Old Name) and Jagdish Shaw (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I SWAPAN MISTRI, SON OF DEBRATA MISTRY, RESIDING AT SULANGURI, GOURANGA NAGAR, NORTH 24 PARGANAS - 700159, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN SWAPAN MISTRY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/04/2024.THAT SWAPAN MISTRI AND SWAPAN MISTRY BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I MOSTAKIM SARDAR, S/O MAJED SARDAR, R/O VILL DAKSHIN BARUNHAT, PO BARUNHAT, PS HASNABAD, BASIRHAT -743426, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOSTAKIN SARDAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/04/2024, THAT MOSTAKIM SARDAR AND MOSTAKIN SARDAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Susanta Mandal Ananta Kumar Mandal S/o Ananta Kumar Mandal R/o. Vill.- Nonari, P.O.- Aswathapur, P.S.- Ramnagar, Dist.- East Medinipur, Pin-721446 shall henceforth be known as Susanta Mandal. I declare that Susanta Mandal and Susanta Mandal Ananta Kumar Mandal is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 24-04-2024.

Name Change

I, Dilip Ray (old name) S/O Juron Ray, residing at Vill- Bithari Paschim Para, P.O.- Bithari, P.S.- Swarupnagar, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743286, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Dilip Roy (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 24/04/2024. Dilip Roy (new name) and Dilip Ray (old name) both are same identical person.

Name Change

I MD ISLAM BARA AND MOHD ISLAM BARI,S/O- ABDUR RAHAMAN, R/O-PASCHIM PARA, HISABI, NORTH 24 PARGANAS, PIN-743221, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ISLAM BARI,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/04/2024, THAT MD ISLAM BARA AND MOHD ISLAM BARI AND ISLAM BARI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Mohammad Jamiluddin Middya (old name) son of Mehboob Ali Middya presently residing at 16, Imdad Ali Lane, 2nd Floor, Kolkata-700016, West Bengal, henceforth be known as Md Jamiluddin Middya (new name) as declared before the Notary Public Kolkata, vide Affidavit SL No. 04/24 on 24/04/2024. That Mohammad Jamiluddin Middya (old name) and Md Jamiluddin Middya (new name) both are same and identical person.

Name Change

I, Sk Jahed (old name) S/O Sekh Raju, residing at 29B, Kavi Md, Eqbalpur Road, Khidderpore, Kolkata- 700023, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sk Jahid (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 24/04/2024. Sk Jahid (new name) and Sk Jahed (old name) both are same identical person.

Name Change

I RANJAN KR SARKER, SON OF KHAGENDRA NATH SARKAR, RESIDING AT VILL-CHARMANDAL, PO-NALDUGARI, PS-BAGDAH, NORTH 24 PARGANAS -743297, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RANJAN SARKER VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/04/2024.THAT RANJAN KR SARKER AND RANJAN SARKER BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, MD RAHAMTULLA GHATAK S/O KAYEM GHATAK resident of Vill-Purbanagar, PO-Duttapulia, PS-Gangnapur, Dist-Nadia, Pin-741504 WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name MD RAHAMTULLA GHATAK instead of MOHAMMAD RAHAMTULLA GHATAK which is wrongly recorded in my passport (No.M1188801, Dt. 21/8/2014), vide an affidavit sworn before the notary public at Ranaghat, Nadia on 21/03/2024. MD RAHAMTULLA GHATAK and MOHAMMAD RAHAMTULLA GHATAK both are same and one identical person.

ওয়াকফ বোর্ড ভাঙার চক্রান্ত কেন্দ্রের ঃ সামিরুল

দুরন্ত বার্তা, নলহাটি, ২৪ এপ্রিল ঃ নলহাটি দুই ব্লকের এক বেসরকারি ভবনে কেন্দ্র সরকারের ওয়াকফ বোর্ড ভাঙার চক্রান্তের অভিযোগ তুললেন রাজ্য সভার সাংসদ সামিরুল ইসলাম। তিনি কেন্দ্র সরকারের বিদ্বেষ নীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়ার জন্য ইমাম মোয়াজ্জেমদের ডাক দিলেন উপস্থিত প্রায় শতাধিক ইমাম মোয়াজ্জেমদের। সেখানে উপস্থিত ছিল নলহাটি দুই ব্লকের ফাইভ মেন কমিটির সদস্যরা। আমন্ত্রিত সদস্য হিসেবে রাজ্য সভার সাংসদ জনাব সামিরুল ইসলাম কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন বিদ্বেষ নীতি গুলো তুলে ধরেন। এদিন ফাইভ মেন কমিটির সদস্য কুদরতে খোদা কেন্দ্র সরকার যে সব বিদ্বেষ নীতিগুলো নিয়ে কড়া আক্রমণ করেন। তিনি বলেন, কেন্দ্রে বিজেপি সরকার ওয়াকফ বোর্ড ভেঙে দেওয়ার চক্রান্ত করছে বলে যে সামিরুল সাহেব বলেছেন, ফের কেন্দ্রে বিজেপি এলে তা হওয়ার আশঙ্কা থাকছে। তাই সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার বিরুদ্ধে লড়াই করছেন এবং সর্বভাবে আপনাদের পাশে আছেন। লোকসভা নির্বাচনের আগে আপনাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিজেপিকে হারাতে হবে। সামিরুল ইসলাম বলেন, কিভাবে আর এস এস তাকে ধূলাগড় ও জঙ্গলমহলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কাজ করতে বাধা দিয়েছিলেন তার উল্লেখ করেন।

সন্দেশখালির অত্যাচারিতদের প্রতিবাদের ঢেউ আছড়ে পড়লো বাঁকুড়ায়

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৪ এপ্রিল ঃ সন্দেশখালির নির্যাতিতা ও প্রতিবাদীদের প্রতিবাদের ঢেউ আছড়ে পড়লো বাঁকুড়ায়। সন্দেশখালির কুৎসিত ঘটনার স্মৃতি উস্কে দিয়ে সেই সব নির্যাতিতা ও প্রতিবাদীদের সাথে হাজারে হাজারে মহিলা গলা মেলালেন এদিন বাঁকুড়ায়। বুধবার বাঁকুড়া জেলা বিজেপি মহিলা মোর্চার ব্যবস্থাপনায় সন্দেশখালির অত্যাচারিত মহিলাদের নেতৃত্বে এক বিরাট প্রতিবাদী মিছিলের আয়োজিত হয়। লালবাজার মোড় থেকে মিছিল শুরু হয়। সন্দেশখালির অত্যাচারিত একদল মহিলা ছিলেন মিছিলের পুরোভাগে। প্রধানমন্ত্রী মোদীজী নারীশক্তির সাথে আছেন এই স্লোগান ও প্লাকার্ড হাতে নিয়ে প্রায় দশ হাজার মহিলা মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। এদিনের মিছিলে বাঁকুড়া জেলা মহিলা মোর্চার সভানেত্রী ববিতা ব্যানার্জি, সাধারন সম্পাদিকা ঝুমা মহন্ত, অঞ্জলি গড়াই, মামনি টুডু, রাজ্যসাধারন সম্পাদিকা শশী অগ্নিহোত্রী। এদিনের মিছিলে বিজেপির জেলা সভাপতি সুনীল রুদ্র মন্ডল, প্রাক্তন সভাপতি বিবেকানন্দ পাত্র ছিলেন স্বেচ্ছাসেবক এর ভূমিকায়। আর মিছিলের মধ্যমনি ছিলেন বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী ডাঃ সুভাস সরকার। হুডখোলা গাড়িতে চড়ে সুভাষবাবু কখনও হাতজোড় করে কখনও হাত নেড়ে রাস্তার দুপাশে দাঁড়িয়ে থাকা জনতার অভিনন্দন গ্রহন করেন।

অম্বিকানগর ভাস্তাকে দাঁ দিয়ে কুপিয়ে খুনের চেষ্টা করলো কাকা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৪ এপ্রিল ঃ অম্বিকানগর ভাস্তাকে দাঁ দিয়ে কুপিয়ে খুনের চেষ্টা করলো কাকা। সাতসকালে ধারালো দাঁ নিয়ে নাবালক ভাস্তার ওপর চড়া হলো কাকা। কুপিয়ে খুনের চেষ্টা করল তাকে। বর্তমানে গুরুতর জখম অবস্থায় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ওই কিশোর। ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে এনজেপি থানার পুলিশ। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরেই অম্বিকানগর নিবাসী মিঠু সরকার ও অমল সরকার দুই ভাই পাশাপাশি বসবাস করতো। ভাই অমল সরকার নিজের বাড়িতেই থাকতো। ছোট ভাই মিঠু সরকার তার বাবার সাথেই থাকতো। দীর্ঘদিন ধরেই পৈত্রিক সম্পত্তি দাবি নিয়ে বাবার সাথে অশান্তি করতো মিঠু। বুধবার সকালে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। বাবাকে ধরে মারধর করতে থাকে মিঠুন সরকার। প্রথমে দাদা অমল সরকার বিষয়টি আটকাবার চেষ্টা করলেও পরবর্তীতে তার ছেলে অমিয় সরকার সামলাবার চেষ্টা করলে তখনই তারা কাকা অর্থাৎ মিঠুন সরকার ধারালো দাঁ নিয়ে তার উপর চড়াও হয়। এলোপাথারি কোপ বসিয়ে দেয় তার শরীরে। গুরুতর যখন অবস্থায় তাকে ভর্তি করা হয় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। বর্তমানে ওই কিশোর মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। অন্যদিকে ঘটনার পরপরই পালিয়ে যায় অভিযুক্ত। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে এনজেপি থানার পুলিশ।

কাজ যেমন সহজ হয়েছে তেমন বেড়েছেও, 'পাহারাদার' এআই ডোবাচ্ছে কমিশনকে

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ এবারের লোকসভা ভোটে সব বুথে ওয়েব কাস্টিংয়ের পাশাপাশি 'আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স' বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগানোর কথা জানিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। ধুমধাম করে সে কথা প্রচারও ঘাটতি রাখা হয়নি। এই 'জুটি'-র উপর কমিশনের ভরসাও ছিল বিস্তর। প্রথম দফায় উত্তরবঙ্গে একটি বুথে প্রিসাইডিং অফিসারের কিছু গতিবিধি কমিশনের নজরে এনেছিল এআই। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (সিইও) দফতরের কর্তারা জানাচ্ছেন, ওই এআই-সংকেত পেয়ে তাঁরা দেখেন, ভোটারের কানে কিছু বলছেন সেই প্রিসাইডিং অফিসার। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, প্রিসাইডিং অফিসার এ কাজ করতেই পারেন না। সঙ্গে সঙ্গে সেই অফিসারকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে অন্য আধিকারিককে প্রিসাইডিং অফিসার করা হয়। অপসারিত আধিকারিককে কারণ দর্শানোর নোটিস ধরানো হয়েছে। সিইও দফতর সূত্রের বক্তব্য, সংশ্লিষ্টের জবাব সন্তোষজনক বা যুক্তিসঙ্গত না হলে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তের সুপারিশ হতে পারে। ভিডিয়ো ফুটেজ এবং তদন্তে অভিযোগ প্রমাণ হলে সাসপেন্ডও করা হতে পারে তাঁকে।কমিশনের এক কর্তার কথায়, ''ভোটারকে প্রভাবিত করা অপরাধ। এমন ঘটনা নিশ্চিত ভাবে বাকিদের সতর্ক করবে।'' তবে এআই-এর সক্রিয়তা কমিশন- কর্তাদের কপালে ভাঁজও ফেলছে। সূত্রের দাবি, সংশ্লিষ্টই 'প্রোগ্রামি' হয়ে থাকে কয়েকটি বিষয়কে সামনে রেখে। যেমন ক্যামেরার অবস্থান বদল হলে, বুথের মধ্যে ভিড় হলে অথবা নির্দিষ্ট সূচকের উপরে আওয়াজ থাকলে এআই সতর্ক করে। 'কুইক রেসপন্স টিম' ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি না দেখা পর্যন্ত সেই 'অ্যালার্ম' বাজতেই থাকে। প্রথম দফার পরে কয়েকটি ক্ষেত্রের দেখা গিয়েছে, ক্যামেরার অবস্থান নিয়ে কোনও সংকেত থাকছে না। কারণ, তা নির্দিষ্ট অবস্থানে অনড় ভাবে বসানো থাকে। রোদের হাত থেকে বাঁচতে এক জায়গায় অনেকে জড়ো হলেও সংকেত ব্যবস্থা সক্রিয় হয়ে যাচ্ছে। তাই খতিয়ে দেখতে হচ্ছে পরিস্থিতিকেও।এর পাশাপাশি এআই অপব্যবহার করে কয়েকটি সংগঠন এবং কিছু এআই 'অপরাধী' যে বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তির স্বার্থসিদ্ধিতেও মদত দেবে তাও ভাবেনি কমিশন। দিন কয়েক আগে রাজ্যের শাসক ও বিরোধী দলের দুই পরিচিত প্রার্থীর নাম করে একটি বিতর্কিত অডিয়ো ক্লিপ বিভিন্ন সমাজ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। সেই ফোনালাপের বিতর্ক এখন বিবিধ 'মিম' হয়ে সমাজমাধ্যমে জায়গা করে নিয়েছে। এমনই অন্তত ১৯টি ভিডিয়ো এবং অডিয়ো ক্লিপ নিয়ে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীরা পরস্পরের দিকে আঙুল তুলে কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছে। এ সবই কি এআই-এর ফসল? উড়িয়ে দিচ্ছে না কমিশন। বরং কমিশনের এক কর্তা বলছেন, ''ভোটের মুখে এআই-এর সাহায্যে ওই অডিয়ো ক্লিপের মতোই বিবিধ বিতর্ক সমাজমাধ্যমে ছড়ানো হচ্ছে। সাধারণের মধ্যে বিবিধ প্রার্থী সম্পর্কে ভুল বার্তা ছড়ানোই যার উদ্দেশ্য।''

চিটফান্ডে প্রতারিতদের টাকা ফেরানোর উদ্যোগ নেয়নি কেন্দ্র

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৪ এপ্রিল ঃ চিটফান্ডে প্রতারিত মানুষদের টাকা ফেরানোর ক্ষেত্রে কেন্দ্র সরকার কোনরকম উদ্যোগ নেয়নি। তবে বিভিন্ন চিট ফান্ড কোম্পানির সম্পত্তি বিক্রি করে যে টাকা পাওয়া গেছে তা আত্মসাৎ করা হয়েছে নির্বাচনের কাজে ব্যবহার হয়েছে। তাই প্রতারিত মানুষদের কথা ভেবে তৃণমূল এবং বিজেপিকে ভোট না দেওয়ার আবেদন করল চিটফান্ড সাফারার্স এন্ড এজেন্ট ইউনিটি দার্জিলিং জেলা। বুধবার দুপুরে নাগাদ শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন এলাকার একটি হল ঘরে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সংগঠনের উত্তরবঙ্গের আহ্বায়ক পার্থ মৈত্র বলেন। ২০০৯ থেকে ২১ এই দুটি নির্বাচনে চিটফান্ড কোম্পানি রোজভ্যালির সম্পত্তিকে নিলাম করে সেই টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে এবং এই নির্বাচনে ব্যবহার করা হয়েছে।

মীনাক্ষীদের পাশে নিয়ে নমিনেশন জমা দিলেন অধীর চৌধুরী

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ২৪ এপ্রিল ঃ বহরমপুরের পাঁচবারের সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী। বুধবার ষষ্ঠবারের জন্য লোকসভা ভোটে মনোনয়ন পেশ করলেন অধীরবাবু। উল্লেখযোগ্য ভাবে তাঁর সেই মনোনয়ন পেশের সময়ে পাশে থাকলেন ডিওয়াইএফআই রাজ্য সম্পাদক মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় ও রাজ্য সভাপতি ধ্রুবজ্যোতি সাহা। বুধবার বাম কংগ্রেস সমর্থনে বিরাট মিছিল করে বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রে কংগ্রেসের প্রার্থী অধীর রঞ্জন চৌধুরীর মনোনয়ন পত্র জমা করেন। এদিন বহরমপুরের টেক্সটাইল মোড় থেকে মিছিল করে মনোনয়ন জমা দিতে পৌঁছান অধীর চৌধুরী। সেই মিছিলে কংগ্রেস সমর্থকদের ভিড় ও উৎসাহ ছিল দেখার মতো। এদিন অনন্য জোটের চিত্র দেখা গেল বহরমপুরে। যার মোদ্দা বিষয় একটাই- সারা বাংলায় ষোল আনা না হোক, অন্তত মুর্শিদাবাদ জেলায় ঐক্যবদ্ধ ভাবে লড়ছে বাম ও কংগ্রেস। ১৯৯৯ অধীর চৌধুরী প্রথমবার কংগ্রেসের প্রতীকে বহরমপুর কেন্দ্র থেকে আরএসপি প্রার্থী প্রমথেশ মুখার্জিকে হারিয়ে জয়ী হন। তারপর থেকে এখনও পর্যন্ত অধীর চৌধুরীর জয়ের অশ্বমেধের ঘোড়া বহরমপুর কেন্দ্রে থামানো যায়নি। তবে এই প্রথমবার বামেদের সঙ্গে জোট করে বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে লড়তে নেমেছেন অধীর চৌধুরী। বহরমপুর কেন্দ্র থেকে ইতিমধ্যে মনোনয়নপত্র জমা করেছেন বিজেপি প্রার্থী ডাঃ নির্মল সাহা এবং তৃণমূলের ইউসুফ পাঠান। অনেকেই মনে করছেন এবারের লড়াই অধীর চৌধুরীর কাছে অন্য নির্বাচনগুলির তুলনায় অনেক কঠিন হতে চলেছে। গত বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের নিরিখে বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৭ টি বিধানসভা এলাকাতেই পিছিয়ে রয়েছে কংগ্রেস। যদিও অধীর চৌধুরী বলেন, বামেরা সার্বিকভাবে সাহায্য করছে তার সঙ্গে মানুষের দেওয়া আশীর্বাদে এবারও বিপুল ভোটে জয়ী হবো। যদিও যদিও মুর্শিদাবাদের সিপিএম প্রার্থী তথা রাজ্য সম্পাদক মোহম্মদ সেলিমের থাকার কথা থাকলেও তিনি উপস্থিত ছিলেন না এই বিষয়ে অধীর চৌধুরী বলেন, যে তিনি থাকতে চেয়েছিলেন কিন্তু আমি বলেছি আপনি ভোট প্রচার করুন অসুবিধা নেই তার বদলে মীনাক্ষীরা ছিল।

তৃণমূলের গো ব্যাক স্লোগান, মহাগুরু কে দেখতে না পেয়ে চূড়ান্ত হতাশ চাঁচলবাসী

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৪ এপ্রিল ঃ মালদার চাঁচলে নির্ধারিত সময় থেকে দেরিতে শুরু মিঠুনের রোড শো। তারপরেও তীব্র দাবদাহ উপেক্ষা করে রাস্তায় লক্ষাধিক মানুষ। মাঝপথে তৃণমূলের গো ব্যাক স্লোগান।অগত্যা রোডশো এড়াতে রোড শো বন্ধ করে দেন মিঠুন। তৃণমূলের বিরুদ্ধে অসৌজন্যতার অভিযোগ বিজেপির। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করেও মিঠুনকে দেখতে না পেয়ে চূড়ান্ত হতাশ চাঁচল সদরের বহু মানুষ। বিজেপির দাবি এর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী তৃণমূল। বুধবার মালদা উত্তরে বিজেপি প্রার্থী খগেন মুর্মুর সমর্থনে চাঁচল বিধানসভায় রোড শো করতে আসেন অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী। কলিগ্রাম পঞ্চায়েতের সামনে থেকে দুপুর দুটোয় শুরু হওয়ার ছিল মিঠুনের রোড শো। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের প্রায় দুই ঘণ্টা পরে শুরু হয় এই রোড শো। রাস্তার দু'ধারে বাড়ির ছাদ থেকে শুরু করে মাঠ আম বাগানে বহু মানুষ দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করে মিঠুনকে এক ঝলক দেখার জন্য। বিকেল চারটা নাগাদ কলিগ্রাম বিবেকানন্দের মূর্তিতে মাল্যদান করে রোড শো শুরু করেন মিঠুন। সবকিছু বেশ ভালই চলছিল। কাতারে কাতারে মানুষ ছবি তোলার জন্য রাস্তার দুই ধারে হামলে পড়ছিল। উৎসবের মেজাজ ছিল বিজেপির এই মিছিলে। ভোটের আগেই যেন আগাম বিজয় উৎসব। ভিড় সামলাতে হিমশিম খেতে হচ্ছিল পুলিশকে। বেশ খোশ মেজাজে দেখা যাচ্ছিল মিঠুনকেও। ভোটারদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়ছিলেন মহাগুরু। রাস্তার চারিধার থেকে পুষ্প বৃষ্টি হচ্ছিল। উঠছিল শঙ্খধ্বনি। কিন্তু প্রায় দুই কিলোমিটার রোড শো এসে তাল কাটে চাঁচলের তরলতলা মোড়ে।

প্রায় ২০ থেকে ২৫ জন তৃণমূলের স্থানীয় নেতাকর্মী দলীয় পতাকা হাতে গো ব্যাক স্লোগান দিচ্ছিলেন মিঠুনকে। পাল্টা স্লোগান শুরু হয়েছিল বিজেপির তরফ থেকে। মিঠুন বুঝতে পারেন পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে পারে। রোড শো বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে সটান গাড়িতে চলে যান তিনি। অন্যদিকে সেই সময় চাঁচল স্ট্যান্ড দক্ষিণপাড়া থেকে শুরু করে পাহাড়পুর পর্যন্ত কয়েক হাজার মানুষ অপেক্ষা করছিলেন মিঠুনকে দেখার জন্য। প্রত্যেকেই তীব্র রোদে দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করছিলেন। মিঠুনকে দেখতে না পেয়ে তারা চূড়ান্ত হতাশ হয়ে যান। তাদের দাবি যারা এই রোড শোতে ব্যাঘাত ঘটালো তারা অত্যন্ত নোংরা রাজনীতির নিদর্শন রাখলো। তৃণমূলের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হওয়ার হুঁশিয়ারি বিজেপির। যদিও বিক্ষোভে উপস্থিত স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি এটা কোন দলীয় কর্মসূচি ছিল না। নাগরিকদের হয়ে তারা বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন। কারণ সাংসদ পাঁচ বছর এলাকায় আসেননি। আর আজ মিঠুনকে নিয়ে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করছেন। যদিও বাস্তবে দেখা যায় মিঠুন যতক্ষণ রোড শো করেন রাজনীতি এবং ধর্মের বেড়াজালের বাইরে শুধু মহাগুরুর আকর্ষনে রাস্তায় নেমেছিল মানুষ। অনদিকে রোড শো চাঁচলীন সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মিঠুন বলেন, রাজ্য - জুড়ে নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে। তা উখাত করতে মানুষ আজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে পথে। বিজেপি প্রার্থী খগেন মুর্মুর অভিযোগ, তৃণমূল কোন গণতন্ত্রের তোয়াক্কা করে না। প্রচণ্ড অসভ্য একটা দল। চাঁচলের মানুষ আজ সেটা দেখলো। বিজেপির মন্ডল সভাপতি প্রসেনজিত শর্মার দাবি, হাজার হাজার মানুষ মিঠুনকে দেখতে পেল না তৃণমূলের জন্য। মানুষ ভোটের মাধ্যমে এর জবাব দেবে। স্থানীয় বাসিন্দা দীপক চ্যাটার্জি জানান, এই ধরনের আচরণ একদম ঠিক নয়। চাঁচলের মানুষ মিঠুনকে দেখা থেকে বঞ্চিত হলো। বিক্ষোভকারী চাঁচল ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ অঙ্কুর পোদ্দার বলেন, এটা তৃণমূলের বিক্ষোভ না। আমরা নাগরিকদের হয়ে বিক্ষোভ করছি। পাঁচ বছর কেন এরা কাজ না করে এরা বিভাজনের রাজনীতি করতে এসেছে। জেলা তৃণমূল সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী জানান, আমাদের কোন দলীয় কর্মসূচি ছিল না তাই আমি জানি না।

বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে বর্ধমানে মনোনয়ন জমা দিলেন দিলীপ ঘোষ

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৪ এপ্রিল ঃ মনোনয়নপত্র দাখিল করলেন বুধবার বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। মনোনয়নপত্র দাখিলের উদ্দেশ্যে শহর বর্ধমানের মেহেদীবাগান জোড়া মন্দির থেকে কার্জন গেট পর্যন্ত বিজয় সংকল্প যাত্রা কর্মসূচিতে সামিল হন দিলীপ ঘোষ। পরে বর্ধমান জেলাশাসক অফিসে গিয়ে মনোনয়নপত্র পেশ করেন। বিজয় সংকল্পযাত্রা কেন্দ্রিক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় প্রার্থী দিলীপ ঘোষ ছাড়াও সামিল হয়েছিলেন বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা, রাজ্য নেতা রাজু ব্যানার্জী, জেলা সভাপতি অভিজিত তা সহ অন্যান্য নেতারা। দিলীপের মনোনয়ন জমার সাক্ষী থাকতে মিছিলে উপস্থিত ছিলেন কয়েক হাজার কর্মী সমর্থক। বর্ধমান - দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ মনোনয়নপত্র দাখিল শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, ''আজকের শোভাযাত্রায় নতুন পুরনো কর্মীরা রাস্তায় নেমেছিলেন। সাধারন মানুষের সমর্থন ছিল চোখে পড়ার মতো। এই গরমের মধ্যেও সাধারণ মানুষ হাত দেখিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের যেভাবে অত্যাচার চলছে তার জন্য তাণ্ডব নৃত্য দরকার। ভগবান শিব তাণ্ডব নৃত্য করেছিলেন সেজন্য শিবের প্রতীক হিসেবে বর্ধমানের সাধারণ মানুষ তাণ্ডব দেখালেন। আজকে শুধুমাত্র ট্রেলার দেখালাম পুরো সিনেমা এখনও বাকি রয়েছে। গতকাল থেকে আমাদের নেতারা এবং আমি জনসংযোগে নামবো তারপর আরো ছবি দেখতে পাবেন। বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের চরিত্র জনসমক্ষে এমন ভাবে প্রকাশ হয়েছে যে আজকে চোর চোর রব তাদের শুনতে হচ্ছে। আজকে মানুষের ঢল দেখলাম, রাস্তার দুইধারে সাধারণ মানুষ যেভাবে স্বাগত করলেন এর থেকে বোঝা যায় তৃণমূল কংগ্রেসের অবস্থা কি। গতকাল আড়াইশো থেকে তিনশো লোক নিয়ে মিছিল করল তৃণমূলের কীর্তি আজাদ, আর আজকে এত বড় জনজোয়ার আর এটাই বলে দিচ্ছে এখানে ফলাফল কি হবে। এসএসসি দুর্নীতির রায় আদালত বহিঃপ্রকাশ করেছেন, বহু মানুষের চাকরি চলে গেছে, এতে করে এবার তৃণমূলের সব নেতারা ভাবছে 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা'। এদিন তিনি আরও বলেন এবার তৃণমূলের কে জেলে যাবে এখন থেকেই তার হিসাব কষতে শুরু করছে। লক্ষ্মীর ভান্ডার লোকেরা নেবে, কিন্তু তৃণমূলকে ভান্ডারে ঢুকিয়ে দেবে। এদিন দিলীপের মনোনয়ন কে ঘিরে বিজেপি কর্মীদের উৎসাহ ছিল চোখে পরার মত। প্রায় হাজার দশেক কর্মী সমর্থকদের নিয়ে হুডখোলা গাড়িতে শিবের ডুগডুগি বাজিয়ে কোর্ট কম্পাউন্ডে জমায়েত হন দিলীপ ঘোষ। জিটি রোড কার্যত গেরুয়াময় হয়ে যায় এদিন।

যাত্রী সুবিধার্থে সামার স্পেশাল ট্রেন

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল ঃ ০২৮৩৯/০২৮৪০ শালিমার-মালতিপাতপুর-শালিমার সামার স্পেশাল ০২৮৩৯/০২৮৪০ হিসাবে চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে শালিমার-পুরী-শালিমার সামার স্পেশাল প্রদত্ত সময়সূচী অনুযায়ী অবিলম্বে মালতিপাতপুর থেকে পুরী পর্যন্ত গন্তব্য পরিবর্তনের সাথে০২৮৩৯ শালিমার-পুরী স্পেশাল ২৮.০৪.২০২৪ থেকে ৩০.০৬.২০২৪ পর্যন্ত প্রতি রবিবার শালিমার থেকে ২১.২৫ ঘণ্টায় ছাড়বে এবং পরের দিন ০৬.১৫ টায় পুরীতে পৌঁছবে। ফেরার পথে, ০২৮৪০ পুরী-শালিমার স্পেশাল ২৯.০৪.২০২৪ থেকে ০১.০৭.২০২৪ পর্যন্ত প্রতি সোমবার ২৩.২০ ঘন্টায় পুরী ছেড়ে যাবে এবং পরের দিন ০৮.৫০ টায় শালিমার পৌঁছাবে। বিশেষ ট্রেনটির স্টপেজ থাকবে সাঁতরাগাছি, খড়গপুর এবং দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের বালেশ্বরে।

মহিলা মোর্চার নেত্রীর বাড়িতে দুস্কৃতি হামলা

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৪ এপ্রিল ঃ গভীর রাতে তুফানগঞ্জ ১ নং মন্ডলের মহিলা মোর্চার সাধারণ সম্পাদকের বাড়িতে হামলার অভিযোগ তৃণমূল আশ্রিত দুস্কৃতিদের বিরুদ্ধে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার তৃণমূলের। তুফানগঞ্জ ১ নং ব্লকের অন্দরান ফুলবাড়ী ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ৯১৯৫ নং বুথ নয়নেরশুরী এলাকার ঘটনা। মহিলা মোর্চার ওই নেত্রীর নাম রিতা রানী দাস। তার অভিযোগ গতকাল গভীর রাতে তৃণমূল আশ্রিত দুস্কৃতীরা তার বাড়িতে তান্ডব চালায় ভাঙচুর করা হয় বাড়ির গেট সহ টিনের বেড়া। পুলিশের উপর একরাশ ক্ষোভ উগরে দেন মহিলা মোর্চার সাধারণ সম্পাদক রিতা রানী দাস তিনি বলেন ভোর রাত থেকে পুলিশকে বারংবার ফোন করা হয়েছে সকাল হয়ে গেলও তারা কেউ আসেননি। যদি তিনি তুফানগঞ্জ থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করবেন বলে জানান।

নাবালিকাকে গণধর্ষন

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৪ এপ্রিল ঃ পারিবারিক বিয়ের অনুষ্ঠানে এসে নাবালিকাকে গণধর্ষন। নকশালবাড়ির এক চা বাগানের ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য। জানা গেছে, গত সোমবার মাটিগাড়া থেকে পারিবারিক বিয়েতে নকশালবাড়ির এক চাবাগানের আসেন নাবালিকা। বিয়ে চলাকালীন রাতেই নাবালিকাকে চাবাগানে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষন করে ৫ জন যুবক। পরদিন নির্যাতিতা গোটা বিষয়টি নিজের মাকে জানালে গতকাল রাতে নির্যাতিতা পরিবার নকশালবাড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে ৫ জন যুবককে গ্রেফতার করেছে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ। ধৃতদের এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে। ধৃতরা নকশালবাড়ি চাবাগানের বাসিন্দা। ধৃতদের পকসো ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং ধৃতদের রিমান্ডে এনে গোটা ঘটনার তদন্তে নামবে পুলিশ।

ট্রায়াল ২৭.০৪.২০২৪ থেকে শুরু হবে

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল ঃ মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ২৭.০৪.২০২৪ (শনিবার) থেকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় স্টেশন থেকে বেলেঘাটা স্টেশন পর্যন্ত অরেঞ্জ লাইনের বর্ধিত অংশে ট্রায়াল রান শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বর্তমানে, কবি সুভাষ থেকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে এই করিডোরের ৫.৪ কিলোমিটার প্রসারিত জুড়ে বাণিজ্যিক পরিষেবাগুলি পরিচালিত হয় যেখানে কবি সুভাষ, সত্যজিত রায়, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, কবি সুকান্ত এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায় নামে পাঁচটি স্টেশন রয়েছে। নিত্যযাত্রীরা এখন ব্লু লাইন থেকে অরেঞ্জ লাইনে এবং এর বিপরীতে কবি সুভাষ স্টেশনে আদান-প্রদান করতে পারবেন। এই করিডোরের কবি সুভাষ থেকে বেলেঘাটা পর্যন্ত বাণিজ্যিক পরিষেবা শুরু করার প্রস্তুতি পরীক্ষা করার জন্য অরেঞ্জ লাইনের বর্ধিত অংশে এই ট্রায়াল চালানো হবে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় থেকে বেলেঘাটা পর্যন্ত অরেঞ্জ লাইনের বর্ধিত অংশটি ৪.৩৯ কিলোমিটার বিস্তৃত। ভিআইপি বাজার, ঋত্বিক ঘটক, বরুন সেনগুপ্ত এবং বেলেঘাটা নামে চারটি স্টেশন এই প্রসারিত। আগামী শনিবার, একটি খালি রেক ইউপি এবং ডিএন উভয় লাইনে এই ট্রায়াল চালানোর জন্য ব্যবহার করা হবে।

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

২৫.০৪.২০২৪ তারিখে পার্পল লাইনে মেট্রো পরিষেবা বন্ধ থাকবে

ইআই সিগন্যালিং সিস্টেম থেকে সিবিটিসি সিগন্যালিং সিস্টেমে রূপান্তর সম্পর্কিত কিছু পরিচালনগত কাজের প্রয়োজনে, পার্পল লাইনে জোকা থেকে মাঝেরহাট পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা ২৫.০৪.২০২৪ তারিখে (বৃহস্পতিবার) বন্ধ থাকবে। ২৫শে এপ্রিল, ২০২৪ তারিখে জোকা–মাঝেরহাট শাখার মধ্যে কোনও বাণিজ্যিক মেট্রো পরিষেবা পাওয়া যাবে না।

যাত্রীসাধারণের অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

প্রিন্সিপ্যাল চিফ অপারেশনস ম্যানেজার

আমাদের অনুসরণ করুন : /metrorailwaykol /metrorailkolkata

উত্তর পূর্ব রেলে ৮৩টি গ্রীষ্মকালীন বিশেষ ট্রেন চালানো হচ্ছে

গোরখপুর, ২৪ এপ্রিল ঃ যাত্রীদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের বিভিন্ন স্টেশন থেকে মেট্রো এবং দেশের অন্যান্য বড় শহরগুলিতে ৯১০টি ট্রিপে ১২০টি গ্রীষ্মকালীন বিশেষ ট্রেন চালানো হচ্ছে। এছাড়াও, দেশের প্রধান শহরগুলিতে ৫১৯টি ট্রিপে উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের বিভিন্ন স্টেশনগুলির মাধ্যমে ৮৩টি গ্রীষ্মকালীন বিশেষ ট্রেন চালানো হচ্ছে অর্থাৎ মোট ২০৩ টি গ্রীষ্মকালীন বিশেষ ট্রেনগুলি ১,৪২৯টি ট্রিপে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের স্টেশনগুলি থেকেএর মাধ্যমে চালানো হচ্ছে। রেলওয়ে। এই বিশেষ ট্রেনগুলির মাধ্যমে যাতায়াত সহজ হবে। ক্রমবর্ধমান যাত্রী সংখ্যার সঙ্গে তাল মিলিয়ে রেকর্ড সংখ্যক বিশেষ ট্রেন চালানো হচ্ছে। এই রেলওয়ের গোরখপুর জংশন। ট্ ২৪ জোড়ি, ছাপরা জন। বেনারস থেকে ১৫ জোড়া বিশেষ ট্রেন, বেনারস থেকে ০৫ জোড়া, লখনউ থেকে ০২ জোড়া এবং ০৭ জোড়া বিশেষ ট্রেন উত্তরাখণ্ডের বিভিন্ন স্টেশন যেমন টানাকপুর, লালকুয়ান এবং রামনগর স্টেশন থেকে পরিচালিত হচ্ছে। উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের স্টেশনগুলিতে চাহিদা অনুযায়ী ঠান্ডা জলের জন্য ২২০টি জলের কুলার, ৭,০০০টি জলের ট্যাপ এবং ১,০০৩টি হ্যান্ড পাম্প কাজ করছে। প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যান্য স্থানে পানির কুলার, জলের কল ও হাত পাম্প স্থাপন করা হচ্ছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত জলের কুলার, জলের কল ও হ্যান্ডপাম্প মেরামত করে কার্যকরী করা হচ্ছে। এছাড়াও রেলের কর্মী এবং স্কাউট ও গাইড সদস্যদের দ্বারা ট্রেনে যাত্রীদের পানীয় জল সরবরাহ করা হচ্ছে।উত্তর পূর্ব রেলের ইজ্জতনগর বিভাগের বিভিন্ন স্টেশনে ৭৮টি জল কুলার, ১,৯০০টি জলের কল এবং ৩৫৫টি হ্যান্ড পাম্প, বারাণসী বিভাগের বিভিন্ন স্টেশনে ৬৯টি জল কুলার, ২,৩১০টি জলের ট্যাপ এবং ৩৩৯টি হ্যান্ড পাম্প এবং লখনউ বিভাগের বিভিন্ন স্টেশনে ৭৩টি জল কুলার। , ২,৭৮৭টি জলের কল এবং ৩০৯টি হ্যান্ড পাম্প কার্যকরী। উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে ভারত স্কাউট গাইড স্বেচ্ছাসেবক, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের বিভিন্ন স্টেশনে রেল কর্মীরা ট্রেন এবং প্ল্যাটফর্মে পানীয় জল সরবরাহ করছে।রেলওয়ে প্রশাসন উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের ১৬টি স্টেশনে আদেশ জারি করেছে যেমন - গোরখপুর জং., খলিলাবাদ, বাস্তি, লখনউ জং., গোন্ডা জং., ছাপরা জং., সিওয়ান জং., দেওরিয়া সদর, ভাটনি জং., বালিয়া, গাজিপুর সিটি, আজমগড়, বেনারস, বারাণসী সিটি, সুরেমানপুর এবং ছাপরা আদালতে মৌ জং, ৪৪ ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিনগুলো কার্যকর, যার মাধ্যমে যাত্রীদের স্বল্পমূল্যে বিশুদ্ধ জল সরবরাহ করা হচ্ছে। আর.ও. ওয়াটার বুথে বোতলজাত পানি কিনলে মাত্র টাকা ২- ৩০০ মিলি, মাত্র টাকা ৩- ৫০০ মিলি। ৫- এক লিটার, মাত্র টাকা দুই লিটারের জন্য ৮- এবং মাত্র ২০- টাকায় পাঁচ লিটার কেনো জল পাওয়া যায়। জলের পাত্র নেওয়ার জন্য আলাদাভাবে চার্জ প্রদেয়। এছাড়াও, স্টেশনগুলিতে প্যাকেটজাত জলের প্রাপ্যতাও নিশ্চিত করা হয়েছে।রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স পোস্ট দ্বারা গোরখপুর জংশন, গোরখপুর। স্টেশনে ট্রেন থামলে গরমের কথা মাথায় রেখে ট্রেনে ও প্ল্যাটফর্মে যাত্রীদের শীতল জলের ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং যাত্রীদের ভিড় দেখে নিরাপদে গন্তব্যে যাত্রার জন্য সচেতন করা হচ্ছে।

ভয়ংকর গরমে জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে গাছের পর গাছ, তীব্র সংকট পানীয় জলের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৪ এপ্রিল ঃ গত কয়েকদিন যাবত একটানা গরম ডুয়ার্স জুড়ে। আর তাতেই সমস্যায় পড়েছেন সাধারণ মানুষ, সমস্যায় গাছপালাও। একদিকে প্রচন্ড গরম, অন্য দিকে, এই গরমেই শুকিয়ে যাচ্ছে নদী-নালা, খাল-বিল, বাড়ির কুয়োর জলও। সবেমাত্র গরম শুরু হয়েছে, তাতেই জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছে সব কিছু। রেহাই পাচ্ছে না গাছপালাও। এরকমই ছবি দেখা গেল মাল ব্লকে। কয়েকদিনের প্রচন্ড গরমে একের পর এক গাছ পুড়ে যাচ্ছে। সুপুরি গাছ থেকে শুরু করে নারকেল গাছ, বাঁশ গাছ, কাঁঠাল গাছ-সহ বিভিন্ন গাছ। মাল ব্লকের ওদলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের রেলগেটে এলাকায় গেলেই এই ছবি দেখা যাচ্ছে। এই এলাকায় প্রতিটি বাড়ির সুপুরি গাছ থেকে শুরু করে সমস্ত গাছই প্রচন্ড গরমে পুড়ে গিয়েছে। চারিদিকে শুধু শুকানো গাছ দাঁড়িয়ে রয়েছে।কয়েক দিনের গরমে এলাকার বেশিরভাগ কুয়োর জলই শুকিয়ে গেছে। যার ফলে প্রায় ৪০ ফুট পাইপ মাটির নিচে ঢুকিয়ে পাম্পের সাহায্যে জল বের করা হচ্ছে। একরকম, তীব্র পানীয় জলের সমস্যা দেখা দিয়েছে এই এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দা আলতাব হোসেন মহম্মদ আলাউদ্দিন জানিয়েছেন, সুপুরি গাছের ফল বিক্রি করে তাঁদের সংসার চলত। কিন্তু গরমে সমস্ত সুপুরি গাছ মরে গেছে। মাটির নীচের জল শুকিয়ে যাওয়ার কারণেই এই ভাবে গাছগুলি মরে যাচ্ছে। পাশাপাশি কুয়োর জলও শুকিয়ে গেছে। ফলে পাম্প লাগিয়ে মাটির নিচ থেকে জল তুলতে হচ্ছে। এর ফলে বিদ্যুতের বিলও বেশি আসছে। প্রচন্ড গরমের কারণেই এই অবস্থা। তবে সরকারিভাবে কোনও ক্ষতিপূরণ তাঁরা পাননি বলেই দাবি তাঁদের। এমনকি সরকারি পানীয় জলের গাড়িও এই এলাকায় আসেনি বলে গ্রামের মানুষজন জানিয়েছেন। এলাকার বাসিন্দারা জানিয়েছেন, প্রচন্ড গরমে এই গ্রামের জলই শুধুমাত্র শুকিয়ে যায়নি, শুকিয়ে গিয়েছে আশেপাশের চেল ঘিস-সহ বিভিন্ন নদীর জল। সেই কারণে চাষবাসেরও সমস্যা দেখা দিয়েছে। গরমের কারণে ঘর থেকে বের হওয়াই দায় হয়ে পড়েছে। এখনো সেইভাবে গরম পড়েনি, তাতেই গাছপালা মরে যাচ্ছে, নদীর জল শুকিয়ে যাচ্ছে। আগামী দিনে আরও কী ভয়ংকর পরিস্থিতি অপেক্ষা করছে কে জানে?

NOTICE INVITING QUOTATION

Quotation is being invited by the undersigned from the eligible contractors. For work as follows:- NIQ NO. - 01/Q of 2024-25

N.W- Temporary Electrical installation work for accommodation of CAPF. related to parliamentary election 2024 under Tamluk Electrical Sub-division, PWD. for Sl no.1. PS- Tamluk Phase-I 2. PS- Tamluk Phase-II 3.PS- Nandakumar Phase-I 4. PS- Panskura Phase-I 5. PS- Kolaghat Phase-I 6. PS- Moyna Phase-I. Detail of works can be seen from O/o the undersigned on week days. During office hours & from website: www.pwdwb.in Last date of application: 09.05.2024 up to 12.00 Noon Last date of submission of quotation: 2.00 P.M. of 09.05.2024 Date and time of bid opening: 3.00 pm of 09.05.24.

Sd/-
Executive Engineer
Purba Medinipur Electrical Division, P.W.Dte.

NOTICE INVITING QUOTATION

Quotation is being invited by the undersigned from the eligible contractors. For work as follows:- NIQ NO. - 02/Q of 2024-25

N.W- Temporary Electrical installation work for accommodation of CAPF. related to parliamentary election 2024 under Haldia Electrical Sub-division, PWD. for Sl no.1. PS- chandipur Phase-I, 2. PS- Haldia Phase-I, 3. PS- Mahisadal Phase-I, 4. PS- Sutahata Phase-I, 5. PS- Bhabanipur Phase-I, 6. PS- Durgachak Phase-I, 7. Nandigram Ph-1, 8. Nandigram Phase-2 Detail of works can be seen from O/o the undersigned on week days. During office hours & from website: www.pwdwb.in Last date of application: 09.05.2024 up to 12.00 Noon Last date of submission of quotation: 2.00 P.M. of 09.05.2024 Date and time of bid opening: 3.00 pm of 09.05.24.

Sd/-
Executive Engineer
Purba Medinipur Electrical Division, P.W.Dte.

অবসর ভেঙে টি২০ বিশ্বকাপে ধোনি!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

আচ্ছা মহেন্দ্র সিং ধোনি যদি অবসর ভেঙে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলেন? আপাত দৃষ্টিতে অসম্ভব। দেশের জার্সিতে শেষ বার খেলেছেন সেই বছর পাঁচেক আগে। ফেরারও সম্ভাবনা নেই। তবে মাহি নিজে যদি খেলতে চান? মহেন্দ্র সিং ধোনির নেতৃত্বে তিনটি আইসিসি ট্রফি জিতেছে ভারত। ২০০৭ সালে টি-টোয়েন্টি, ২০১১ সালে ওয়ান ডে এবং ২০১৩ সালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। সেই থেকেই আইসিসি ট্রফির অপেক্ষাই চলছে ভারতের। অনেক কাছে গিয়েও ট্রফি অধরাই। মহেন্দ্র সিং ধোনির নেতৃত্বে উদ্বোধনী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছিল ভারত। ২০০৭ সালে সেই একবারই টি-টোয়েন্টিতে ভারত বিশ্বসেরা। প্রতিটি বিশ্বকাপেই ফেভারিট হিসেবে নামে ভারতীয় দল। আক্ষেপ মেটে না যদিও। ধোনি ফিরলে? ট্রফিও কি আসতে পারে! ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে চেন্নাইয়ের প্রতি ম্যাচেই ক্রিকেট প্রেমীরা অপেক্ষায় থাকেন কতক্ষণে মাহি মাঠে নামবেন। এক বলের জন্য নামলেও যেন বিশাল প্রাপ্তি। আবেগের এই সম্ভাবনা বিশ্বকাপের জন্য উসকে দিলেন দেশের প্রাক্তন ক্রিকেটার। আইপিএলের সম্প্রচারকারী চ্যানেল স্টার স্পোর্টসে প্রাক্তন পেসার বরুণ অ্যারন বলেন, ''আমাদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দলে একটা ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি তো দেখতেই পারি! মহেন্দ্র সিং ধোনি। বলা ভালো দ্য ওয়াইল্ডেস্ট কার্ড।'' তাঁর মন্তব্যকে সমর্থন জানান ভারতের প্রাক্তন অলরাউন্ডার তথা ধোনির প্রাক্তন সতীর্থ ইরফান পাঠানও। বলছেন, ''ধোনি যদি বলে, ও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলবে, কেউ মনে হয় না এতে আপত্তি করবে কিংবা এই সুযোগটা মিস করতে চাইবে। কারও সমস্যা হবে বলেও মনে হয় না। ও কিন্তু দুর্দান্ত ব্যাটিংও করছে।'' এ বারের আইপিএলে অল্প সময়ের জন্যই নেমেছেন ধোনি। তবে বল নষ্ট করেননি। গত কালের ম্যাচটিই ধরা যাক। এক বল খেলার সুযোগ পেয়েছেন, বাউন্ডারি মেরেছেন। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে ওয়াংখেড়েতে তাঁর ৪ বলে ২০ রানের ইনিংস ভোলার নয়। ২৫০-র উপর স্ট্রাইকরেটে ব্যাট করছেন মাহি। তবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে প্লেয়ার হিসেবে তাঁকে দেখার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। মেন্টর হিসেবে দেখা গেলে অবাক হওয়ার নেই।

ক্রিকেট ঈশ্বরের ৫১তম জন্মদিন, নস্টালজিয়ায় ডুব সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের

মুম্বই, ২৪ এপ্রিলঃ ভারতীয় ক্রিকেটের ঈশ্বর তিনি। একটু একটু করে বয়স বাড়ছে ক্রিকেটের ঈশ্বরের। আজ তাঁর ৫১তম জন্মদিন। বাইশ গজে তাঁর নামের পাশে রয়েছে ঝুড়ি ভর্তি রান, একাধিক রেকর্ড। মাত্র ১৬ বছর বয়সে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের আঙিনায় পা রেখেছিলেন সচিন তেন্ডুলকর। তারপর ২৪ বছর দেশের জার্সিতে চুটিয়ে ক্রিকেট খেলেছেন মাস্টার ব্লাস্টার। বুধ-সকাল থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রেন্ডিং সচিন তেন্ডুলকর। মাস্টার ব্লাস্টারকে জন্মদিনের শুভেচ্ছাবার্তায় ভরিয়ে দিচ্ছেন তাঁর অনুরাগীরা। সেই সঙ্গে ভারতের একাধিক তারকা ক্রিকেটারও সচিনকে জন্মদিনে ভালোবাসা ও শুভেচ্ছাবার্তা পাঠিয়েছেন। এক ঝলকে দেখে নিন সচিন তেন্ডুলকরের ৫১তম জন্মদিনে কোন ভারতীয় ক্রিকেটার কী বার্তা দিলেন- ইয়ে দোস্তি হাম নেহি তোড়েঙ্গে এই গানটি দিয়ে একটি ভিডিয়ো ফেসবুকে শেয়ার করেছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। সেই ভিডিয়োতে সচিন ও সৌরভের একসঙ্গে কাটানো প্রচুর ছবি রয়েছে। যা দেখলে ক্রিকেট প্রেমীরা নস্টালজিক হতে বাধ্য। একটি ভিডিয়ো শেয়ার করে সচিনকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন যুবরাজ সিং। সচিনের সঙ্গে যুবির বন্ডিং কারও অজানা নয়। ক্রিকেট ছাড়া সচিনের অন্য ভালোবাসা গল্ফ। সময় সুযোগ পেলেই তিনি পৌঁছে যান গল্ফ কোর্টে। সেখানে অনেক সময় তাঁর সঙ্গে দেখা যায় যুবরাজ সিং, এস বদ্রীনাথদের। সচিন, যুবির সঙ্গে গল্ফ কোর্ট থেকে একটি ছবি দিয়ে মাস্টার ব্লাস্টারকে জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এস বদ্রীনাথ। ভারতীয় প্রাক্তন তারকা ক্রিকেটার সচিনের সঙ্গে টেস্ট ম্যাচ খেলার একটি পুরনো ছবি শেয়ার করে বার্থডে উইশ করেছেন সুরেশ রায়না।

রাহুল-সঞ্জুর জায়গা নেই? এক প্রাক্তন সাজিয়ে দিলেন ভারতের বিশ্বকাপ টিম!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

এ বার কি কুল-চা ফিরছে ভারতীয় টিমে? এক সময় ভারতীয় বোলিংয়ের মুখ ছিলেন কুলদীপ যাদব ও যুজবেন্দ্র চাহাল। কুলদীপ এ বারও দুরন্ত ফর্মে রয়েছেন। চাহাল প্রতি ম্যাচে চমৎকার পারফর্ম ক্রিকেটার উঠে এসেছেন। তাঁদেরকে কি সুযোগ দেওয়া উচিত? ভারতীয় টিমের প্রাক্তন অলরাউন্ডার ইরফান পাঠান কিন্তু দুই তারকা ক্রিকেটারকে বাদ দিয়ে বিশ্বকাপের টিম সাজাতে বলছেন। কারা তাঁরা? ইরফানের পরামর্শ ধরলে, ভারতের টপ অর্ডারে বিরাট কিছু বদল থাকছে না। অর্শদীপ সিং। ঠিক এখানে থাকছে প্রশ্ন, লোকেশ রাহুল, সঞ্জু স্যামসন, তাঁদের কি বিশ্বকাপ টিমে রাখা হবে না? রাহুল শুরুতে খেলতে পারছিলেন না। কিন্তু চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে প্রথম দফার ম্যাচে রান পেয়েছিলেন। আবার চেন্নাইয়ের মাঠে রান পাননি। সঞ্জু কিন্তু এ

করছেন। এ বারের বিশ্বকাপ আমেরিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে। ভারতীয় পিচের সঙ্গে দুই দেশের বাইশ গজের মিল থাকবে অনেকটাই। বল থমকে আসবে, টার্ন থাকবে। বিশ্বকাপের টিমে কুলদীপ আর চাহাল কার্যকর ভূমিকা নিতে পারবেন, এমনটা বলে দিচ্ছেন অনেকেই। কিন্তু বাকি টিম কী হবে? আইপিএলের পারফরম্যান্স মাথায় রাখা হবে। তরুণ বেশ কিছু রোহিত শর্মার সঙ্গে ওপেন করবেন যশস্বী জয়সওয়াল। তিনে বিরাট কোহলি। ওপেনিং এবং তিন নম্বরের বিকল্প হিসেবে থাকবেন শুভমন গিল। চার থেকে ছয়ে মিডল অর্ডারের জন্য সূর্যকুমার যাদব, রিঙ্কু সিং ও শিবম দুবে, ঋষভ পন্থ। পেস বোলিং অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া এবং স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাডেজা। বোলিং বিভাগে চাহাল, কুলদীপ, বুমরা, সিরাজ ও বারের আইপিএলে যথেষ্ট ভালো ফর্মে আছেন। টিমের প্রয়োজন মতো রান করছেন। টিমকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। সঞ্জুকে টিমে রাখার দাবি তুলছেন অনেকেই। কিন্তু ইরফান তাঁকে রাখেননি। ফর্মই যদি শেষ কথা হল, তা হলে দীনেশ কার্তিককেও ভাবতে হবে। কার্তিক আইপিএলের প্রতি ম্যাচে রান করছেন। ফিনিশার হিসেবে নিজেকে মেলে ধরছেন।

ভারতীয়রা বড়লোক, গরীব দেশে কেন খেলতে যাব? বীরুর মন্তব্য নিয়ে শোরগোল

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিলঃ বাইশ গজে হোক বা বাইরে, ভারতীয় প্রাক্তন তারকা ক্রিকেটার বীরেন্দ্র সেওয়াগের সেন্স অব হিউমার দেখার মতো। তাঁর মতো মজার মানুষ ভারতীয় ক্রিকেটে কমই রয়েছেন। অনেক সময় কঠিন এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় একেবারে হালকা এবং মজার ছলে তুলে ধরেন। যা নিয়ে পরবর্তীতে অবশ্য বেশ চর্চা হয়। সম্প্রতি তিনি প্রাক্তন অস্ট্রেলিয়ান উইকেটকিপার অ্যাডাম গিলক্রিস্টকে দেওয়া এক ইউটিউব পডকাস্টে এমন এক মন্তব্য করেছেন, যা নিয়ে জোর চর্চা চলছে। ভারতের জনপ্রিয় কোটিপতি লিগ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ। বর্তমানে ভারতের মাটিতে হইহই করে চলছে ১৭তম আইপিএল। এই লিগে ভারতের পাশাপাশি বহু বিদেশের ক্রিকেটাররাও খেলেন। এ বার বীরুকে টি-২০ লিগ নিয়ে একটি প্রশ্ন করেন গিলক্রিস্ট। অজি প্রাক্তন উইকেটকিপারের প্রশ্ন ছিল, 'তুমি কি মনে করো ভারতীয় ক্রিকেটাররা অন্য টি-২০ লিগে কখন খেলতে পারবে?' ওই প্রশ্নের উত্তরে বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে সেওয়াগ বলেন, 'না আমাদের এটার দরকার নেই। আমরা ধনী মানুষ। তাই অন্য গরীব দেশগুলোতে এই সকল লিগের জন্য আমরা যাই না।' বীরুর ওই মন্তব্য নিয়ে জোর চর্চা চলছে। কিন্তু তিনি বেশ মজার ছলেই এ কথা বলেছিলেন।

ভারত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে পাকিস্তানে না গেলে আর দু'দেশের মধ্যে খেলা হবে না! সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল পিসিবি

ইসলামাবাদ, ২৪ এপ্রিলঃ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে পাকিস্তানে যাবে না ভারতীয় দল, এমনটাই জানা গিয়েছে বোর্ড সূত্রে। অন্য কোনও দেশএ প্রতিযোগিতা সরিয়ে দেওয়ার দাবি করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। হাইব্রিড মডেলেও হতে পারে এই প্রতিযোগিতা। এই খবর সামনে আসার পরেই নিজেদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের এক আধিকারিক সংবাদমাধ্যমে বলেন, ''বোর্ড চেয়ারম্যান স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে যদি ভারত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে আসে তবেই পরবর্তীতে নিরপেক্ষ মাঠে ভারত-পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক সিরিজ হতে পারে। তার আগে ভারতকে রাজি হতে হবে। ওরা যদি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলতে না আসে তা হলে আগামী দিনে দু'দেশের মধ্যে খেলা হবে না।'' ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মার সঙ্গে বোর্ডের মন্তব্যে তফাত রয়েছে বলেও জানিয়েছেন ওই আধিকারিক। তিনি বলেন, ''রোহিত যা বলেছে আর বোর্ড যা বলছে তা সম্পূর্ণ আলাদা। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে, ভারতীয় ক্রিকেটারদের পাকিস্তানে এসে খেলতে কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু রাজনৈতিক ব্যক্তিরা সমস্যা করছেন। প্রতি বার ওরাই সমস্যা করে। যদি ভারত খেলতে না আসে তা হলেও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি পাকিস্তানেই হবে। আইসিসি সেটা আগেই বলে দিয়েছে।'' বিসিসিআই এখনও এ ব্যাপারে সরকারি ভাবে কোনও সিদ্ধান্ত জানায়নি। বোর্ড সূত্রে খবর, ভারতীয় দলকে পাকিস্তানে না পাঠানোর অবস্থানেই অটল রয়েছেন জয় শাহেরা।

ধর্ষণের অভিযোগে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের দুই খেলোয়াড়কে গ্রেপ্তার

লন্ডন, ২৪ এপ্রিলঃ এ সপ্তাহে ধর্ষণের অভিযোগে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের দুই খেলোয়াড়কে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। দুজনেই ১৯ বছর বয়সী এবং খেলেনও একই ক্লাবে। তাঁদের নাম প্রকাশ করা হয়নি। জামিনে দুই খেলোয়াড় মুক্তিও পেয়েছেন। তবে তদন্ত এখনো চলছে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম 'টেলিগ্রাফ' জানিয়েছে, পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করার খবর নিশ্চিত করেছে। ব্রিটেনের আরেকটি সংবাদমাধ্যম 'সান' জানিয়েছে, গ্রেপ্তার হওয়া খেলোয়াড়দের মধ্যে একজন ক্লাবের স্টেডিয়ামে পুলিশের সঙ্গে কথা বলেছেন। ধর্ষণে উৎসাহ দেওয়া এবং সাহায্য করার বিষয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলে পুলিশ। ক্লাবের মাঠ ছাড়ার পর সেই খেলোয়াড়কে গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়। পরদিন গ্রেপ্তার করা হয় অন্য সন্দেহভাজনকে। তাঁকেও ধর্ষণের অভিযোগে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। পুলিশের এক মুখপাত্র 'সান'কে বলেছেন, ''ধর্ষণের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে দুজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধর্ষণে উৎসাহ দেওয়া, সাহায্য করা এবং লাঞ্ছনার অভিযোগে ১৯ বছর বয়সী একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯ বছর বয়সী আরেকজনকে গ্রেপ্তার করা হয় ধর্ষণের অভিযোগে। জামিনে

মুক্তি পেয়েছেন দুজনেই।'' গত শুক্রবার রাতে ধর্ষণের এই ঘটনা ঘটে। ভুক্তভোগী নিজেই পুলিশের কাছে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ করেন। সান জানিয়েছে, 'ব্যাপারটা এখন পুলিশের হাতে থাকায় মন্তব্য করেনি' গ্রেপ্তার হওয়া খেলোয়াড়দের ক্লাব। মরসুমের শুরুতে অন্য একটি ধর্ষণের অভিযোগের কথা জানিয়েছিল টেলিগ্রাফ স্পোর্ট। সে ঘটনায় প্রিমিয়ার লিগের এক খেলোয়াড়কে পুলিশ জানিয়েছিল, তাঁর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় দফা তদন্ত শুরু হবে। আন্তর্জাতিক ফুটবলে প্রতিষ্ঠিত সেই খেলোয়াড়কে ২০২২ সালে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। পরে 'তদন্ত সাপেক্ষে ছেড়ে দেওয়া হয়।' ধর্ষণের অভিযোগে প্রিমিয়ার লিগে তারকা খেলোয়াড়ও গ্রেপ্তার হয়েছেন। ২০২২ সালের জানুয়ারিতে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড স্ট্রাইকার ম্যাসন গ্রিনউডকে ধর্ষণ ও লাঞ্ছনার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে অবশ্য তাঁর বিরুদ্ধে এ অভিযোগ খারিজ করে দেওয়া হয়। অভ্যন্তরীণ তদন্তের পর গ্রিনউডকে হেতাফেতে ধারে পাঠায় ইউনাইটেড। ম্যানচেস্টার সিটি ফুলব্যাক বেঞ্জামিন মেন্দির বিরুদ্ধেও ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছিল। আদালতে শুনানির পর অভিযোগটি খারিজ করে দেওয়া হয়।

অভিষেক আইপিএলে ঝড় তুলেছেন, বিশ্বকাপে ডাক পাবেন ডিসি-র তরুণ!

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিলঃ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ অনেক ভবিষ্যৎ তারকার জন্ম দেয়। এ বারও অনেককে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। এর মধ্যে যেমন ভারতীয় ক্রিকেটার রয়েছেন, তেমনই বিদেশি ক্রিকেটারও। দিল্লি ক্যাপিটালসের তরুণ ক্রিকেটার জ্যাক ফ্রেজার ম্যাকগুরুকের কথাই ধরা যাক। অন্যরা দূর অস্ত, তিনি নিজেই ভাবেননি আইপিএলে সুযোগ পাবেন। দিল্লি ক্যাপিটালসে থাকা প্রোটিয়া পেসার লুনগি এনগিডির চোটে ছিটকে যাওয়াটাই শাপে বর জ্যাক ফ্রেজারের। আইপিএলের মতো বড় মঞ্চে প্রথম বার। টিমের কোচিং টিমে রিকি পন্টিং, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো দুই কিংবদন্তি। টিমে অস্ট্রেলিয়ার বিধ্বংসী ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নারের উপস্থিতি। যাঁকে দেখে বেড়ে ওঠা জ্যাক ফ্রেজারের। একেবারে যেন স্বপ্নের জগতে ভাসছিলেন। দলে ডাক পেলেও একাদশে সুযোগের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে অনেকটা সময়। তবে তারকা ক্রিকেটারদের সঙ্গে ড্রেসিংরুম ভাগ করে নেওয়া, প্রস্তুতির সুযোগ কম প্রাপ্তি নয়। অবশেষে একাদশে সুযোগ পেতেই স্বপ্নের দৌড় জ্যাক ফ্রেজারের।

আইপিএলে মাত্র তিন ম্যাচ খেলেছেন। এর মধ্যে দুটি হাফসেঞ্চুরির ইনিংস। সব কিছু ঠিক থাকলে গত ম্যাচে সেঞ্চুরিও আসতে পারত। আজ আরও একটা ম্যাচ। সামনে গুজরাট টাইটান্স। আইপিএলে ধারাবাহিক ভালো পারফর্ম করলেও এত দ্রুত অস্ট্রেলিয়ার দরজা খুলবে বলে মনে করেন না জ্যাক ফ্রেজার। বরং ডেভিড ওয়ার্নারের থেকে যতটা সম্ভব শেখার চেষ্টা করছেন। ২২ বছরের অজি তরুণ সংবাদসংস্থা এএফপিকে বলেছেন, ''ওয়ার্নারের সঙ্গে দারুণ একটা বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছে।'' দিল্লি টিমে ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার টি-টোয়েন্টি ক্যাপ্টেন মিচেল মার্শ। চোটের জন্য দেশে ফিরেছেন। তাঁর সঙ্গে ড্রেসিংরুম শেয়ার করলেও বিশ্বকাপের স্বপ্ন দেখছেন না জ্যাক। গত ম্যাচে ১৫ বলে হাফসেঞ্চুরি করেছেন। এ বারের আইপিএলে দ্রুততম হাফসেঞ্চুরির রেকর্ড। জ্যাক বলছেন, ''মিচেল মার্শের সঙ্গে অনেক কথাই হয়েছে। বার্বাডোজ ও আমেরিকায় যাচ্ছে। সত্যি বলতে আমি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের বিষয়ে জানতামই না। ওকে জিজ্ঞেস করি, তুমি ওখানকার টিমে খেলতে যাচ্ছো? আমাকে জানায়, বিশ্বকাপ আছে। আসলে বিশ্বকাপের বিষয়টি আমার মাথাতেই নেই।''

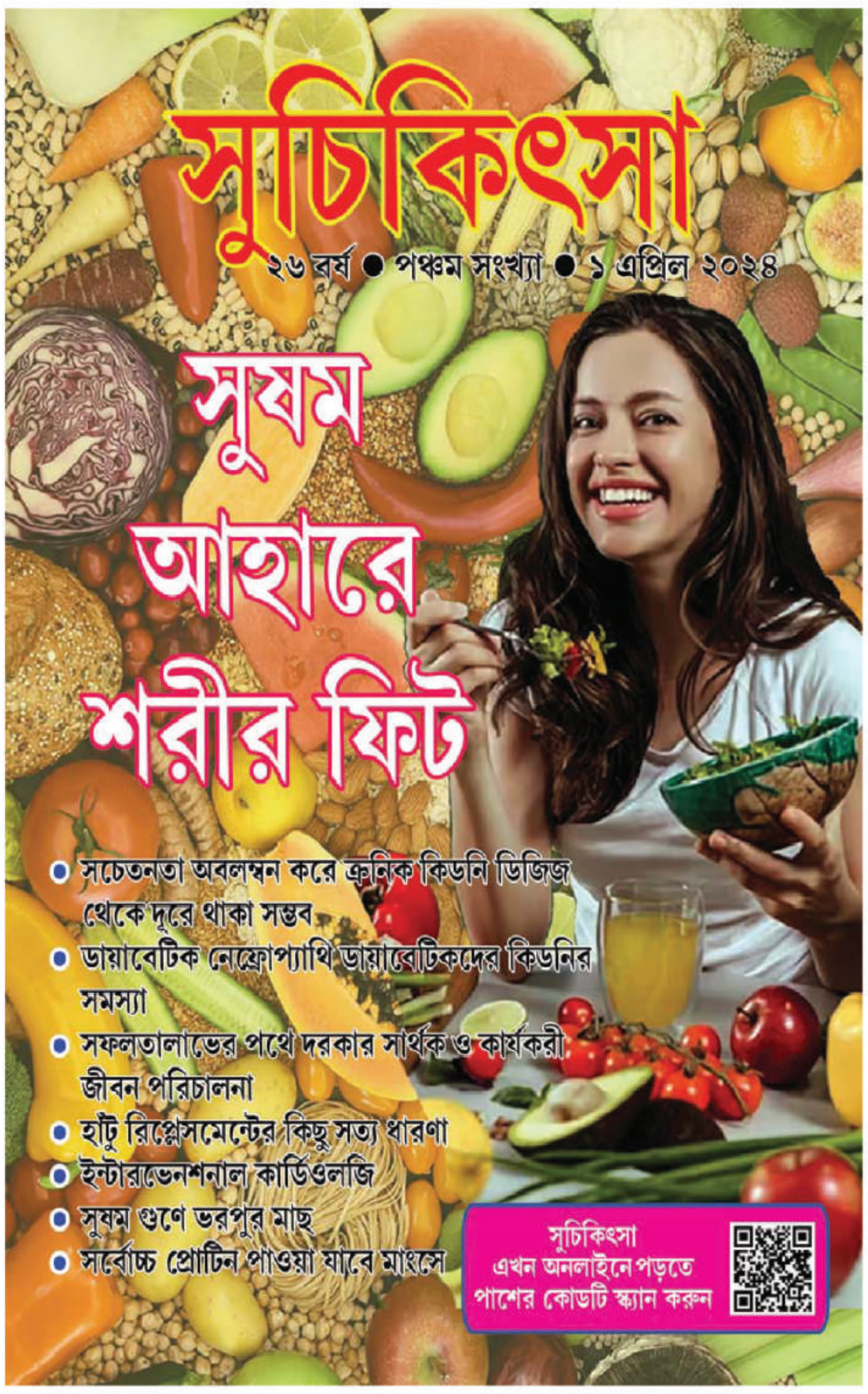

চেলসির জালে ৫ গোল আর্সেনালের

লন্ডন, ২৪ এপ্রিলঃ হাল ছেড়ে দিয়েছিল চেলসি। মাঠের খেলায় সেটি স্পষ্ট বোঝা গেছে। তাতে কেউ কেউ মজাও নিচ্ছেন। চেলসি ডিফেন্ডার থিয়াগো সিলভার স্ত্রী বেলে যেমন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে 'কিছু দেখিনি, কিছু শুনিনি, কিছু বলিনি'-এমন বোঝানোর ইমোজি পোস্ট করেছেন। বেলে এর আগে চেলসি কোচ মরিসিও পচেত্তিনোর ছাঁটাই চেয়েছিলেন। স্টামফোর্ড ব্রিজে সেই দাবিটা এখন আরও জোরালো হওয়াই স্বাভাবিক। এমিরেটস স্টেডিয়ামে গতকাল রাতে আর্সেনালের কাছে ৫-০ গোলে বিধ্বস্ত হয়েছে চেলসি। 'লন্ডন ডার্বি'তে গত ৩৮ বছরের মধ্যে চেলসি কখনো এত বড় ব্যবধানে হারেনি। তবু লড়াই করে হারলেও চেলসি সমর্থকেরা মনকে বুঝ দিতে পারতেন। শেষ দিকে চেলসির খেলা দেখে বোঝা গেছে, বল দখলে রেখে প্রতিপক্ষের জালে আক্রমণ নয়, তাঁরা শেষ বাঁশি বাজার অপেক্ষায়। সম্ভবত সে জন্যই এমিরেটসের গ্যালারিতে এক চেলসি সমর্থকের ব্যানার এখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল, 'আমি তোমাদের জার্সি চাই না। আমি চাই তোমরা আমাদের হয়ে লড়ো।' শুধু গতকালের ম্যাচ নয়, গোটা মরসুমজুড়েই চেলসি এই লড়াইটা করতে পারেনি। পয়েন্ট টেবিল তার প্রমাণ। ৩২ ম্যাচে ৪৭ পয়েন্ট নিয়ে নবম স্থানে চেলসি। অথচ ২০২২ সালের মে মাসে যুক্তরাষ্ট্রের ধনকুবের টড বোয়েলি চেলসি কিনে নেওয়ার পর দলের শক্তি বাড়াতে দলবদলের বাজারে ঢেলেছেন ১০০ কোটি পাউন্ডের বেশি। এ অঙ্কের বিপরীতে কাল রাতের ফলটা যেন 'পর্বতের মূষিক প্রসব'! যা দেখে টিএনটি স্পোর্টসে ইংল্যান্ড ও ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের প্রাক্তন ডিফেন্ডার রিও ফার্ডিনান্ড বলেছেন, ''দেখে মনে হয়েছে বড়দের বিপক্ষে বাচ্চারা খেলেছে। একদম ধ্বংস হয়ে গেছে।'' অসুস্থতার কারণে নিজেদের সর্বোচ্চ স্কোরার

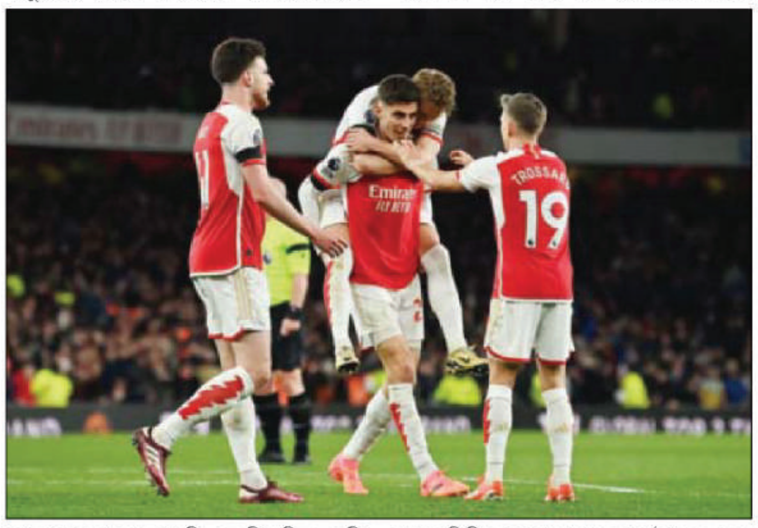

কোল পালমারকে পায়নি চেলসি। কিন্তু সেটি বড়জোর গোল করতে না পারার অজুহাত হতে পারে। এত বড় হারের আসলে কোনও যৌক্তিক ব্যাখ্যাই চলে না। মাত্র ৪ মিনিটের মাথায় লিয়ান্দ্রো ত্রোসারের গোলে পিছিয়ে পড়েছিল চেলসি। বিরতির পর সেই দলটাই কি-না ৪ গোল হজম করল! বেন হোয়াইট ও কাই হাভার্টজ বিরতির পর আর্সেনালকে দুটি করে গোল এনে দেন। আর তাতে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে চেলসির বিপক্ষে নিজেদের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় জয় পেয়েছে আর্সেনাল। শুধু কী তাই, ধরে রেখেছে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষস্থানও। ৩৪ ম্যাচে ৭৭ পয়েন্ট আর্সেনালের। ৩৩ ম্যাচে ৭৪ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় লিভারপুল। তৃতীয় ম্যানচেস্টার সিটির সংগ্রহ ৩২ ম্যাচে ৭৩। আর্সেনাল শীর্ষে থাকলেও লিগের ভাগ্য নির্ভর করছে সিটির ওপর। কারণ, আর্সেনালের চেয়ে ২ ম্যাচ এবং লিভারপুলের চেয়ে ১ ম্যাচ কম খেলেছে সিটি। এই ম্যাচের পর চেলসির খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্স নিয়ে নিশ্চয়ই প্রচুর কাটাছেঁড়া হবে? ৫৬ শতাংশ সময় বল দখলে রেখে প্রতিপক্ষের জালে মাত্র একটি শট রাখতে পারা, যেখানে আর্সেনালের খেলোয়াড়েরা রেখেছেন ১০টি শট-এমন পারফরম্যান্সের পর চেলসি কোচ পচেত্তিনোর ব্যাখ্যা কি হতে পারে? সংবাদ সম্মেলনে পচেত্তিনো স্বীকার করেছেন, তাঁর খেলোয়াড়েরা 'হাল ছেড়ে দিয়েছিল।' তবে পচেত্তিনোর কাছেও এমন হারের ব্যাখ্যা আছে। মরসুমে এতগুলো ম্যাচের মাঝে কখনো কখনো এমন একটা বাজে দিন যেতেই পারে। পচেত্তিনো এ ক্ষেত্রে কিংবদন্তিদের উদাহরণও টেনেছেন, ''আমি ফুটবল খেলেছি। বড় মাপের এবং অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের সঙ্গে এমন পরিস্থিতি পার করেছি। দিয়েগো মারাদোনা, রোনাল্ডিনহো, গ্যাব্রিয়েল বাতিস্তুতাদের সঙ্গে খেলেছি। মরসুমের কোনও কোনও সময় এমন কিছু ঘটতেই পারে এবং তখন বলাই যায়, এসব খেলোয়াড়েরা শীর্ষ পর্যায়ের হলেও হাল ছেড়ে দিয়েছিল।'' পচেত্তিনো ব্যাখ্যায় আরও বলেছেন, ''কখনও কখনও প্রতিপক্ষ, নিজেদের ইচ্ছাশক্তির অভাব এবং পরিস্থিতি থেকে কোনও কিছুই তুলে নেওয়ার না থাকলে ম্যাচেও ইতিবাচক কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না। তখন এমন কিছু ঘটতে পারে। আমি নিশ্চিত ব্যাপারটা অন্য দলগুলোর ক্ষেত্রেও ঘটবে।'' বার্সেলোনা থেকে পিএসজিতে ধারে খেলার সময় পচেত্তিনোকে সতীর্থ হিসেবে পেয়েছেন আর্সেনাল কোচ মিকেল আরতেতা। স্প্যানিশ এই কোচ তখন পচেত্তিনোকে 'পিতৃতুল্য' হিসেবে সম্বোধন করতেন। এমন এক ব্যক্তিত্বের বিপক্ষে বড় জয় তুলে নেওয়ার পর সমবেদনাই প্রকাশ করলেন আরতেতা, ''তার জন্য আমার সব রকম সমবেদনা রইল। তিনি দারুণ কাজ করছেন। (চেলসি) দলটার দিকে তাকালে এবং (মাঠে) প্রতিটি সেকেন্ড বিশ্লেষণ করলে বুঝবেন, অনেক ম্যাচেই জয়টা তাদের প্রাপ্য ছিল, বড় দলগুলোর বিপক্ষেও জয় প্রাপ্য ছিল তাদের। আশা করি পরিস্থিতি তার পক্ষে চলে আসবে এবং যেটা প্রাপ্য সেটাই তিনি পাবেন।''

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com